পালি

সপ্তম শ্রেণি










জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ





অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবল দলের অর্জন: বঙ্গমাতা আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ

২০১৯ সালে প্রথমবারের মতো আয়োজিত বঙ্গমাতা অনূর্ধ্ব-১৯ নারী আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ, মঙ্গোলিয়া, লাওস, তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত এর নারী ফুটবলাররা অংশগ্রহণ করেন। লাল-সবুজের প্রতিনিধি বাংলাদেশ দল দুর্দান্ত খেলে ফাইনালে পৌঁছে যায় । তবে বাংলাদেশ-লাওস ফাইনাল খেলাটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাতিলের সিদ্ধান্ত হলে উভয় দলকেই যুগ্মভাবে জয়ী ঘোষণা করা হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষ
থেকে সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

নিম্ন-মাধ্যমিক পালি

সপ্তম শ্রেণি

রচনা

ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া

সম্পাদনা

বেলু রাণী বড়ুয়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯–৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রণ : এপ্রিল, ১৯৯৬
পুনর্মুদ্রণ : মে, ২০০৩
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২০

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

জাতীয় উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি শিক্ষা। শিক্ষার ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের অব্যাহত ধারায় যাতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক।

দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমরা জানি, জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল, জীবনমুখী ও যুগোপযোগী করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির ধারাবাহিক সংস্কার ও নবায়ন। এই বিবেচনার আলোকেই ১৯৯৪ সালে নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য 'শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত একটি টাস্কফোর্স' গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্স প্রণীত কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে ১৯৯৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির দিকনির্দেশনায় নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন করা হয়। নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী রচিত পাঠ্যপুস্তক ১৯৯৬ সালে ষষ্ঠ ও নবম এবং ১৯৯৭ সালে সপ্তম, অষ্টম ও দশম শ্রেণিতে প্রবর্তিত হয়।

পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে রচিত পুস্তকগুলো প্রবর্তনের পর আরও চারটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ আমাদের সম্মুখে। তাই সময়, দেশ ও সমাজের চাহিদার প্রেক্ষাপটে এই বছর (২০০০ সাল) নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক বিষয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। আশা করা যায়, সংশোধিত ও পরিমার্জিত এই নতুন সংস্করণ যথাসম্ভব নির্ভুল, তথ্যসমৃদ্ধ ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

১৯৯৭ সালের সংশোধিত ও পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী সপ্তম শ্রেণির 'পালি' পাঠ্যপুস্তকটি লিখিত হয়েছে। পালি ভাষা পবিত্র ত্রিপিটকের ভাষা। বুদ্ধের মূল উপদেশগুলো পালিভাষায় সংকলিত হয়েছে। এ পুস্তকে বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য ও শিখনফলের সার্বিক প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে অনুশীলনীতে রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে।

পালিভাষার দক্ষতা অর্জনের জন্য ব্যাকরণের জ্ঞান ছাড়াও পালি শব্দকোষ বাংলা অর্থসহ জেনে রাখা প্রয়োজন। সেদিক বিবেচনা করে প্রচুর শব্দার্থ ও বাক্য গঠনের নমুনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শব্দরূপ, ধাতুরূপ, কারক প্রভৃতি ব্যাকরণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এতে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন পালিভাষায় দক্ষতা লাভ করতে পারবে, অপরদিকে বাংলাভাষায়ও বিশেষ জ্ঞানার্জন করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

যাঁরা এ বইটি রচনা, সংকলন, সম্পাদনা ও যৌক্তিক মূল্যায়নসহ প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দান করেছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য বইটি প্রণীত হলো তারা যদি উপকৃত হয়, তবেই আমাদের সমুদয় প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ক. গদ্য

ক. গদ্য

প্রথম অধ্যায়

মহাবগ্‌গ

যসস্‌স পব্বজ্জা

তেন খো পন সময়েন বারাণসিযং যসো নাম কুলপুত্তো সেট্‌ঠিপুত্তো সুখুমালো হোতি, তস্‌স তযো পাসাদো হোন্তি, একো হেমন্তিকো, একো গিম্‌হিকো, একো । সো বস্সিকে পাসাদে চত্তারো মাসে নিপ্পুরিসেহি তুরিযেহি পরিচারযমানো ন হেট্‌ঠা পাসাদং ওরোহতি। অথ খো যসস্‌স কুলপুত্তস্‌স পঞ্চহি কামগুণেহি সমপ্পিতস্‌স সমঙ্গি – ভুতস্‌স পরিচারযমানস্‌স পটিগচ্চেব নিদ্দা ওক্কমি, পরিজনস্‌স'পি পচ্ছা নিদ্দা ওক্কমি। সব্বরত্তিযো চ তেলপ্পদীপো ঝাযতি। অথ খো যসো কুলপুত্তো পটিগচ্চেব পবুজ্‌ঝিত্বা অদ্দস সকং পরিজনং সুপন্তং, অঞ্‌ঞিস্‌সা কচ্ছে বীণং, অঞ্‌ঞিস্‌সা কচ্ছে মুদিঙ্গং, অঞ্‌ঞিস্‌সা উরে আলম্বরং, অঞ্‌ঞং বিকেসিকং, অঞ্‌ঞং বিখেলিকং, অঞ্‌ঞা বিপ্পলপন্তিযো, হত্থপত্তং সুসানং মঞ্‌ঞে়া দ্বিস্বানস্‌স আদীনবো পাতুরহেসি, নিব্বিদায চিত্তং সন্ঠাসি। অথ খো যসো কুলপুত্তো উদানং উদানেসি: "উপদ্দুতং বত ভো! উপস্সট্‌ঠং বত ভো'তি" ।

অথ খো যসো কুলপুত্তো সুবণ্ণপাদুকাযো আরোহিত্বা যেন নিবেসনদ্বারং তেনুপসঙ্কমি। অমনুস্‌সা দ্বারং বিবরিংসু, মা যসস্‌স কুলপুত্তস্‌স কোচি অন্তরাযমকাসি আগারস্মা অনাগারিযং পব্বজ্জাযা'তি। অথ খো যসো কুলপুত্তো যেন নগরদ্বারং তেনুপসঙ্কমি। অথ খো যসো কুলপুত্তো যেন ইসিপতনং মিগদাযো তেনুপসঙ্কমি। তেন খো পন সমযেন ভগবা রত্তিযা পচ্চুস্‌সমযং পচ্চুট্‌ঠায অজ্‌ঝোকাসে চঙ্কমতি। অদ্দসা খো ভগবা যসং কুলপুত্তং দূরতোব আগচ্ছন্তং, দিস্বান চঙ্কমা ওরোহিত্বা পঞ্‌ঞত্তে আসনে নিসীদি। অথ খো যসো কুলপুত্তো ভগবতো অবিদূরে উদানং উদানেসি: "উপদ্দুতং বত ভো! উপস্‌সট্‌ঠং বত ভো'তি!

অথ খো ভগবা যসং কুলপুত্তং এতদবোচ: "ইদং খো যস অনুপদ্দুতং ইদং অনুপস্‌সট্‌ঠং, এহি যস নিসীদ, ধম্মং তে দেসিস্‌সামী"তি। অথ খো যসো কুলপুত্তো ইদং কির অনুপদ্দুতং অনুপস্‌সট্‌ঠন্তি হট্‌ঠো উদাগ্গো সুবণ্ণপাদুকাহি ওরোহিত্বা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নস্‌স খো যসস্‌স কুলপুত্তস্‌স ভগবা অনুপুব্বিকথং কথেসি: সেয্যথীদং, দানকথং, সীলকথং সগ্গকথং কামানং আদীনবং ওকারং সঙ্কিলেসং নেক্‌খম্মে আনিসংসং পকাসেসি। যদা ভগবা অঞ্‌ঞাসি যসং কুলপুত্তং কল্লচিত্তং মুদুচিত্তং বিনীবরণ চিত্তং উদগ্‌গচিত্তং পসন্নচিত্তং, অথ যা বুদ্ধানং সামুক্কংসিকা ধম্মদেসনা তং পকাসেসি : দুক্‌খং সমুদযং নিরোধং মগ্‌গং। সেয্যথাপি নাম সুদ্ধং বত্থং অপগতকালকং সম্মদেব রজনং পতিগণ্‌হেয্য এবমেব যসস্‌স কুলপুত্তস্‌স তস্মিং যেব আসনে বিরজং বীতমলং ধম্মচক্কুং উদপাদি; "যং কিঞ্চি সমুদযধম্মং সব্বং তং নিরোধধম্ম"ন্তি।

অথ খো যসস্‌স কুলপুত্তস্‌স মাতা পাসাদং অভিরূহিত্বা যসং কুলপুত্তং অপস্‌সন্তী যেন সেট্‌ঠী গহপতি তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা সেট্‌ঠিং গহপতিং এতদবোচ : "পুত্তো তে গহপতি যসো ন দিস্‌সতী"তি।

অথ খো সেট্‌ঠী গহপতি চতুদ্দিস অস্‌সদূতে উয্যোজেত্বা সামঞ্‌ঞেব যেন ইসিপতনং মিগদাযো তেনুপসঙ্কমি। অদ্দসা খো সেট্‌ঠী-গহপতি সুবণ্ণপাদুকানং নিক্‌খেপং, দিস্বান তঞ্‌ঞেব অনুগমা। অদ্দসা খো ভগবা সেট্‌ঠিং গহপতিং দূরতোব আগচ্ছন্তং, দিস্বান ভগবতো এতদহোসি ঃ "যন্নুনাহং তথারূপং ইদ্ধাভিসঙ্খারং অভিসঙ্খারেয্যং যথা সেট্‌ঠী গহপতি ইধ নিসিন্নো ইধ নিসিন্নং যসং কুলপুত্তং ন পস্‌সেয্যা"তি। অথ খো ভগবা তথারূপং ইদ্ধাভিসঙ্খারং অভিসঙ্খারেসি।

অথ খো সেট্‌ঠী গহপতি যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং এতদবোচ ঃ "অপি ভন্তে ভগবা যসং কুলপুত্তং পস্‌সেয্যা"তি?

"তেনহি গহপতি নিসীদ অপ্পেবনাম ত্বং ইধ নিসিন্নো ইধ নিসিন্নং যসং কুলপুত্তং পস্সেয্যাসী"তি। অথ খো সেট্‌ঠী গহপতি ইধেব কিরহিং নিসিন্নো যসং কুলপুত্তং পস্‌সিস্‌সামী'তি হট্‌ঠো উদগ্গো ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নস্‌স খো সেট্‌ঠিস্‌স গহপতিস্‌স ভগবা আনুপুব্বিকথং কথেসি–পে–অপরপ্পচচযো সত্থুসাসনে ভগবন্তং এতদবোচ : "অভিক্কন্তং ভন্তে ! সেয্যথাপি ভন্তে! নিক্কুজ্জিতং বা উক্কুজ্জেয্য, পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয্য, মূল্‌হস্‌স বা মগ্‌গং আচিক্‌খেয্য, অন্ধকারে বা তেলপজ্জোতং ধারেয্য, চক্‌খুমন্তো রূপানি দক্‌খন্তী"তি। এবমেবং ভগবতা অনেকপরিযাযেন ধম্মো পকাসিতো। "এসাহং ভন্তে ভগবন্তং সরণং গচ্ছামি ধম্মঞ্চ ভিক্‌খুসঙ্ঘঞ্চ, উপাসকং মং ভগবা ধারেতু, অজ্জতগ্গে পাণুপেতং সরণং গত"ন্তি ।

সো চ লোকে পঠমং উপাসকো অহোসি তেবাচিকো।

অথ খো যসস্‌স কুলপুত্তস্‌স পিতুনো ধম্মে দেসিযমানে যথাদিট্‌ঠং যথাবিদিতিং ভূমিং পচ্চবেক্‌খন্তস্‌স অনুপাদায আসবেহি চিত্তং বিমুচ্চি। অথ খো ভগবতো এতদহোসি : "যসস্‌স খো কুলপুত্তস্‌স পিতুনো ধম্মে দেসিযমানে যথাদিট্‌টং যথাবিদিতং ভূমিং পচ্চবেক্‌খন্তস্‌স অনুপাদায় আসবেহি চিত্তং বিমুত্তং; অভব্বো খো যসো কুলপুত্তো হীনাযাবত্তিত্বা কামে পরিভুঞ্জিতুং, যেয্যথাপি পুব্বে আগারিকভূতো যন্নুনাহং তং ইদ্ধাভিসঙ্খারং পটিপ্পস্‌সম্ভেয্য"ন্তি। অথ খো ভগবা তং ইদ্ধাভিসঙ্খখারং পটিপ্পস্‌সম্ভেতি। অদ্দসা খো সেট্‌ঠী গহপতি যসং কুলপুত্তং নিসিন্নং দিস্বান যসং কুলপুত্তং এতদবোচ : "মাতা তে তাত যস, পরিদেব – সোকসমাপন্না দেহি মাতুযা জীবিত"ন্তি। অথ খো যসো কুলপুত্তো ভগবন্তং উলেগ্‌কেসি। অথ খো ভগবা সেট্‌ঠিং গহপতিং এতদবোচ: "তং কিং মঞ্‌ঞসি গহপতি যসস্‌স কুলপুত্তস্‌স সেখেন ঞাণেন সেখেন দস্‌সনেন ধম্মো দিট্‌ঠো সেয্যথাপি তযা। তস্‌স যথাদিট্‌ঠং যথাবিদিতং ভূমিং পচ্চবেক্‌খন্তস্‌স অনুপাদায আসবেহি চিত্তং বিমুত্তং; ভব্বো নু খো যসো গহপতি হীনাযাবত্তিত্বা কাযে পরিভঞ্জিতুং সেয্যথাপি পুব্বে আগারকিভূতো"তি? "নোহেতুং ভন্তে"তি ।

"যসস্‌স খো গহপতি কুলপুত্তস্‌স সেখেন ঞাণেন সেখেন দস্‌সনেন ধম্মো দিট্‌ঠো সেয্যথাপি তযা। তস্‌স যথাদিট্‌ঠং যথাবিদিতং ভূমিং পচ্চবেক্‌খন্তস্‌স অনুপাদায আসবেহি চিত্তং বিমুত্তং, অভব্বো খো গহপতি যসো কুলপুত্তো হীনাযাবত্তিত্বা কামে পরিভুঞ্জিতুং সেয্যথাপি পুব্বে আগারিকভূতো"তি।

"লাভা ভন্তে যসস্‌স কুলপুত্তস্‌স, সুলদ্ধং ভন্তে যসস্‌স কুলপুত্তস্‌স, যথা যসস্‌স কুলপুত্তস্‌স অনুপাদায আসবেহি চিত্তং বিমুত্তং। অধিবাসেতু মে ভন্তে ভগবা অজ্জতনায ভত্তং যসেন কুলপুত্তেন পচ্ছাসমণেনা"তি। অধিবাসেসি ভগবা তুণ্‌হীভাবেন।

২০২১

অথ খো সেট্‌ঠী গহপতি ভগবতো অধিবাসনং বিদিত্বা উট্‌ঠাযাসনা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা পদক্‌খিণং কত্বা পক্কামি। অথ খো যসো কুলপুত্তো অচিরপক্কন্তে সেট্‌ঠিম্‌হি গহপতিম্‌হি ভগবন্তং এতদবোচ : "লভেয্যাহং ভন্তে ভগবতো সন্তিকে পব্বজ্জং, লভেয্যং উপসম্পদা"ন্তি।

"এহি ভিক্‌খূ'তি ভগবা অবোচ, স্বাক্‌খাতো ধম্মো, চর ব্রহ্মচরিযং সম্মা দুক্‌খস্‌স অন্তকিরিযাযা"তি।

সা ব তস্‌স আযস্মতো উপসম্পদা অহোসি। তেন খো পন সমযেন দত্ত লোকে অরহন্তো হোন্তি।

শব্দার্থ

সেট্‌ঠিপুত্তো – শ্রেষ্ঠীপুত্র; সুখুমালো – সুকুমার, প্রিয়দর্শন যুবক; তযো পাসাদা – তিনটি প্রাসাদ ; গিম্‌হিকো – গ্রীষ্মের উপযোগী; তুরিযেহি – নর্তকী দ্বারা; পরিচারযমানো – পরিসেবিত হয়ে ; ন ওরোহতি – অবতরণ করলেন না; সমপ্পিতস্‌স – সমর্পিত; সমঙ্গিভূতস্‌স – একাগ্রতার সাথে, তন্ময় হয়ে; পটিগচ্ছেব – সকলের আগে ; নিদ্দা ওক্কমি – নিদ্রা যেত; পরিজনস্‌সপি – পরিজনও, লোকজনও ; পাচ্ছা – পেছনে ; তেলপ্পদীপো ঝাযতি – তৈল প্রদীপ জ্বলছিল ; অথ খো – অতঃপর; পবুজ্‌ঝিত্বা – জেগে ওঠে; অদ্দস – দেখল ; সকং – নিজের ; সুপন্তং – শুয়ে থাকতে ; অঞ্ঞস্‌সা কচ্ছে – কারো কাঁধে ; মুদিঙ্গং – মৃদঙ্গ; উরে – বক্ষে; আলম্বরং – বাদ্যযন্ত্র বিশেষ ; বিকেসিকং – এলোমেলো কেশ ; বিকেলিকং – লালা নিঃসৃত ; বিপ্পলপন্তিযে – প্রলাপ বকছে এমন ; সুসানং – শ্মশান; আদীনব – ক্ষতিকর, কুফল; পাতুরহোসি – মনে হল; উপদ্দুতং – উপদ্রব; সুবণ্ণপাদুকা – স্বর্ণপাদুকা ; আরোহিত্বা – আরোহণ করে; নিবেসনদ্বারং – গৃহদ্বার; বিবরিংসু – উন্মুক্ত করলেন; অন্তরাযমকাসি – অন্তরায় ঘটাতে পারে; উপস্‌সট্‌ঠং – উৎপাত; পচ্চুসসমযং – ভোরে; পচ্চুট্‌ঠায – শয্যাত্যাগ করে; অজ্‌ঝোকাসে – উন্মুক্ত স্থানে; চঙ্কমতি – চংক্রমণ করছিলেন; পায়চারি করছিলেন; পঞ্ঞত্তে আসনে – নির্দিষ্ট আসনে; নিসীদি – উপবেশন করলেন; একমন্তং – একপাশে; আনুপুব্বিকথং – আনুপূর্বিক ধর্মকথা; সেয্যথীদং – যথা, যেমন; ওকারং – আবর্জনা, জঞ্জাল; সঙ্কিলেসং – সংক্লেশ, মালিন্য; আনিসংসং – সুফল ; উদগ্গচিত্ত – উল্লসিতচিত্ত; কল্লচিত্তং – নির্দোষ চিত্ত, অভ্রান্ত দৃষ্টি; সামুক্কংসিকা – সমুৎকৃষ্ট, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট; অপগতকালকং – কালিমারহিত; রজনং – রং; উদপাদি – উৎপন্ন হল ; অভিরূহিত্বা – আরোহণ করে; অস্‌সদূতে উয্যোজেত্বা – অশ্বারোহী দূত প্রেরণ করে; তঞ্ঞেব অনুগমা – তার অনুগমন করলেন ; হট্‌ঠো – হৃষ্ট; তথারূপং – সেরূপ; অভিসঙ্খারেয্যং – প্রদর্শন করা উচিত।

অপ্পেবনাম – অল্পক্ষণের মধ্যে; অপরপ্পচ্চযো – আত্মপ্রত্যয়, বিশ্বাস; অভিক্কন্তং – সুন্দর, মনোহর ; নিক্কুজ্জিতং – উল্টোকে; উক্কুজেয্য – সোজা করা উচিৎ; পটিচ্ছন্নং – আচ্ছাদিত, আবৃত; আচিক্‌খেয্য – জ্ঞাত করা উচিত; চক্‌খুমন্তো – চক্ষুষ্মান; অনেক পরিযাবেন – বহু পর্যায়ে, অনেক উপায়ে ; অজ্জতগ্গে – আজ থেকে ; পাণুপেতং – আমরণ; তিবাচিকো উপাসকো – ত্রিবাচিক উপাসক; পচ্চবেক্‌খন্তস্‌স – পর্যবেক্ষণ করার সময় ; অনুপাদায আসবেহি – আসক্তি ক্ষয় করে ; অভব্বো – অক্ষম, অসম্ভব; হীনাযাবত্তিত্বা – হীনস্তরে আবর্তিত হয়ে ; পটিপ্পস্‌সম্ভেতি – স্থগিত করলেন।

সোকসমাপন্না – শোকাকুল হয়ে ; ভগবন্তং উলোকেসি – ভগবানের মুখপানে চাইলেন; সেখেন ঞাণেন – শৈক্ষ্যের জ্ঞান দ্বারা, জ্ঞান আহরণে যাঁর শিক্ষা সমাপ্ত; নোহিতং – তা আর নেই; পুব্বে আগারিক-ভূতো – পূর্বের ন্যায় আগারভক্ত; অধিবাসেসি – সম্মত হলেন; তুণ্‌হীভাবেন – মৌনভাবে ; উট্‌ঠাযাসনা – আসন থেকে উঠে; পক্কমি – প্রস্থান করলেন; অচিরপক্কন্তে – অনতিবিলম্বে; অন্তকিরিযা – অন্তসাধন।

২০২১

মর্মার্থ

বারাণসীর উচ্চকুলজাত শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ। তাঁর তিন ঋতুর উপযোগী তিনটি প্রাসাদ ছিল । যথা - হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা। তিনি বর্ষার উপযোগী প্রাসাদে চারমাস নর্তকী পরিসেবিত হয়ে থাকতেন। কখনও প্রাসাদ থেকে নিচে নামতেন না। একদিন রাতে পঞ্চ কামগুণে রত হয়ে সকলের আগে নিদ্রা গেলেন। সারারাত তৈল প্রদীপ জ্বলছিল। তিনি ঘুম ভাঙলে দেখলেন, নর্তকীরা কেউ এলোমেলো কেশে ঘুমোচ্ছে, কারও মুখ থেকে লালা বের হচ্ছে; আবার কেউ প্রলাপ বকছে। তাঁর নিকট সেই দৃশ্য শ্মশান মনে হল। তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন ঃ এ যে বড় উপদ্রব, বড় উৎপাত!

তিনি কালবিলম্ব না করে গৃহদ্বারে নেমে এলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের যাতে অন্তরায় না হয় সেজন্য দেবতারা তাঁকে দরজা খুলে দিলেন। তিনি প্রাসাদ থেকে বের হয়ে পায়ে হেঁটে ঋষিপতন মৃগদাবে উপস্থিত হলেন। তখন বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যকে তাঁর নবধর্মে দীক্ষা দিয়ে সেখানে অবস্থান করছিলেন। ভগবান চংক্রমণ করার সময় যশকে তাঁর দিকে আসতে দেখলেন। তিনি নির্দিষ্ট আসনে বসে যশকে বললেন ঃ যশ, এখানে বস। এ স্থান উপদ্রবরহিত ও উৎপাতশূন্য। অতঃপর বুদ্ধ তাঁকে দান, শীল, ভাবনা, চতুরার্য সত্য এবং নৈষ্ক্রম্যের সুফল সম্পর্কে ধর্মদেশনা করলেন। যশের ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হল।

এদিকে যশের মাতা তাকে প্রাসাদে দেখতে না পেয়ে স্বামীকে এ কথা নিবেদন করলেন। যশের পিতা তাঁকে খোঁজ করার জন্য চারদিকে অশ্বারোহী দূত পাঠালেন। তিনি নিজে ঋষিপতন মৃগদাবে গেলেন। সেখানে যশের স্বর্ণপাদুকার চিহ্ন দেখে তারই অনুগমন করলেন। ভগবান শ্রেষ্ঠীকে আসতে দেখে এমন ঋদ্ধি প্রদর্শন করলেন যাতে যশকে দেখতে না পায়। তিনি বুদ্ধকে বন্দনা করে একপাশে বসে তাঁর পুত্র কোথায় জিজ্ঞেস করলেন। অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণের মত বুদ্ধ শ্রেষ্ঠীকে প্রথমে ধর্মোপদেশ দ্বারা মুগ্ধ করলেন। যশের পিতা ত্রিরত্নের শরণাগত হলেন। তখন থেকে শ্রেষ্ঠী 'ত্রিবাচিক উপাসক' নামে খ্যাতি লাভ করলেন। কারণ, সংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনিই সর্বপ্রথম ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করেছিলেন। পিতাকে ধর্মদেশনা করার সময় যশ জ্ঞানভূমি পর্যবেক্ষণ করে সমস্ত আসব থেকে মুক্ত হলেন। তখন বুদ্ধ ঋদ্ধিমায়া স্থগিত করলে গৃহপতি যশকে দেখতে পেলেন। তিনি পুত্রের অদর্শনে মায়ের শোকাকুল বিলাপের কথা উলে?খ করে যশকে গৃহে ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু যশ তখন বিমুক্ত পুরুষ - অর্হৎ। তিনি সমস্ত দুঃখের অন্তসাধন করেছেন। পুনরায় গৃহে ফিরে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

অবশেষে শ্রেষ্ঠী বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে তাঁর গৃহে পিণ্ড গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। ভগবান যশকে 'এস ভিক্ষু' বলে আহবান করলে তিনি ঋদ্ধিময় চীবর লাভ করে ভিক্ষুত্বে পরিণত হলেন। তখন পর্যন্ত জগতে মাত্র সাত জন অর্হৎ হয়েছিলেন।

টীকা

প্রব্রজ্যা

সংসারধর্ম পরিত্যাগ করে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষা নেওয়ার নামই প্রব্রজ্যা। এর দ্বারা পাপমল ধৌত করে নিজেকে পবিত্র করা যায়। সংসার আবর্ত থেকে নিষ্কৃতি লাভের এটাই উৎকৃষ্ট পথ। সংসার ঝঞ্ঝাটপূর্ণ; প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত আকাশের সাথে তুলনীয়। অনাগারিক জীবন গঠনের এটাই উত্তম পথ। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের উন্নতিকল্পে তাঁর জীবন উৎসর্গ করে শ্রেষ্ঠ দায়কের মর্যাদা পেয়েছিলেন। তিনি পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণে উৎসাহিত করে সদ্ধর্মের উত্তরাধিকার লাভ করেন। বৌদ্ধদের নিকট প্রব্রজ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজ পুত্রকে প্রব্রজ্যা দেওয়া মাতাপিতার একান্ত কর্তব্য।

ভদ্দবগ্গিয সহাযকানং বত্থু

অথ খো ভগবা বস্‌সং বুত্থো ভিক্‌খু আমন্তেসি : "মযহং খো ভিক্‌খবে, যোনিসো মনসিকারা যোনিসো সম্মপ্পধানা অনুত্তরা বিমুত্তি অনুপ্পত্তা, অনুত্তরা বিমুত্তি সচ্ছিকতা, তুম্‌হেপি ভিক্‌খবে যোনিসো মনসিকারা যোনিসো সম্মপ্পধানা অনুত্তরং বিমুত্তিং অনুপাপুণাথ, অনুত্তরং বিমুত্তিং সচ্ছিকরোথা"তি।

অথ খো মারো পাপিমা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং গাথায অজ্‌ঝভাসি ঃ

"বদ্ধোসি মারপাসেহি যে দিব্বা যে চ মানুসা,
মারবন্ধনবদ্ধোসি ন মে সমণ মোক্‌খসী"তি।

"মুত্তোহং মারপাসেহি যে দিব্বা যে চ মনুসা,
মারবন্ধনমুত্তোম্‌হি নিহতো ত্বমসি অন্তকা"তি।

অথ খো মারো পাপিমা জানাতি মং ভগবা, জানাতি মং সুগতো'তি দুক্‌খী দুম্মনো তত্থেবন্তরধাযি।

অথ খো ভগবা বারাণসিযং যথাভিরন্তং বিহরিত্বা যেন উরুবেলা তেন চারিকং পক্কামি। অথ খো ভগবা মগ্‌গা ওক্কম্ম যেন অঞ্ঞতরো বনসণ্ডো তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা তং বনসণ্ডং অজ্‌ঝোগাহেত্বা অঞ্ঞতরস্মিং রুক্‌খমূলে নিসীদি। তেন খো পন সমযেন তিংসমত্তা ভদ্দবগ্গিযা সহাযকা সপজাপতিকা তস্মিং বনসণ্ডে পরিচারেন্তি, একস্‌স পজাপতি নাহোসি। তস্‌সত্থায় বেসী আনীতা অহোসি। অথ খো সা বেসী তেসু পমত্তেসু পরিচারেন্তেসু ভণ্ডং আদায পলাযিত্থ। অথ খো তে সহাযকা সহাযকস্‌স বেয্যাবচ্চং করোন্তা তং ইত্থিং গবেসন্তা তং বনসণ্ডং আহিণ্ডন্তা অদ্দংসু ভগবন্তং অঞ্ঞতরস্মিং রুক্‌খমূলে নিসিন্নং, দিস্বান যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমিংসু, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং এতদবোচুং : "অপি ভন্তে, ভগবা ইত্থিং পস্‌সেয্যা'তি?

কিম্পন বো কুমারা ইত্থিযা"তি?

'ইধ মযং ভন্তে তিংসমত্তা ভদ্দবগ্গিযা সহাযকা সপজাপতিকা ইমস্মিং বনসন্ডে পরিচারযিম্‌হা, একস্‌স পজাপতি নাহোসি, তস্‌সত্থায বেসী আনীতা অহোসি, অথ খো সা ভন্তে, বেসী অম্‌হেসু পমত্তেসু পরিচারেন্তেসু ভণ্ডং আদায পলাযিত্থ। তেন মযং ভন্তে, সহাযকা সহাযকস্‌স বেয্যাবচ্চং করোন্তা তং ইত্থিং গবেসন্তা ইমং বনসন্ডং আহিণ্ডামা'তি।

'তং কিং মঞ্ঞথ বো কুমারা, কতমং নু খো তুম্‌হাকং বরং যং বা তুম্‌হে ইত্থিং গবেসেয্যাথ, যং বা অত্তানং গবেসেয্যাথা'তি।

"এতদেব ভন্তে অম্‌হাকং বরং যং মযং অত্তানং গবেসেয্যামা'তি।

"তেন হি বো কুমারা, নিসীদথ ধম্মং বো দেসিস্‌সামী"তি।

এবং ভন্তে'তি খো তে ভদ্দবগ্গিযা সহাযকা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। তেসং ভগবা আনুপুব্বিকথং কথেসি: "সেয্যথীদং – দানকথং, সীলকথং, সগ্‌গকথং কামানং আদীনবং, ওকারং, সঙ্কিলেসং, নেক্‌খম্মে আনিসংসং পকাসেসি। যদা তে ভগবা অঞ্ঞাসি কল্লচিত্তে মুদুচিত্তে বিনীবরণ চিত্তে উদগ্‌গচিত্তে পসন্নচিত্তে, অথ যা বুদ্ধানং সামুক্কংসিকা ধম্মদেসনা তং পকাসেসি : 'দুক্‌খং সমুদযং নিরোধং মগ্‌গং'। সেয্যথাপি নাম, সুদ্ধং বত্থং অপগতকালকং সম্মদেব রজনং পতিগণ্‌হেয্য। এবমেব তেসং তস্মিং যেব আসনে বিরজং বীতমলং ধম্মচক্‌খুং উদপাদি : "যং কিঞ্চি সমুদযধম্মং সব্বন্তং নিরোধ ধম্মন্তি। তে দিট্‌ঠধম্মা পত্তধম্মা বিদিতধম্মা পরিযোগাল্‌হধম্মা তিণ্ণবিচিকিচ্ছা বিগতকথংকথা

২০২১

বেসারজ্জপ্পত্তা। অপরপ্পচ্চযা সত্থুসাসনে ভগবন্তং এতদবোচুং ঃ "লভেয্যাম মযং ভন্তে ভগবতো সন্তিকে পব্বজ্জং, লভেয্যাম উপসম্পদন্তি'?

"এথ ভিক্খবো'তি ভগবা অবোচে, স্বাক্খতো ধম্মো, চরথ ব্রহ্মচরিযং সম্মা দুক্খস্স অন্তকিরিযাযা"তি। সা ব তেসং আযস্মন্তানং উপসম্পদা অহোসি।

শব্দার্থ

ভদ্দবগ্গিয – ভদ্রবর্গীয়, ভদ্রমন্ডলী ; সহাযকানং – বন্ধুগণ; বত্থু – বস্তু, কাহিনী ; বস্সং – বর্ষাবাস; বুত্থো – সমাপ্ত করে; আমন্তেসি – আহবান করলেন; ভিক্খবে – ভিক্ষুগণ; যোনিসো – যথাযথ, জ্ঞানপূর্ণ ; মনসিকার – মনোনিবেশ; সম্মপ্পধানা – সম্যকপ্রধান; অনুপ্পত্তা – লাভ করেছিলেন; অনুত্তর – শ্রেষ্ঠ, অতুলনীয়; সচ্ছিকতা – প্রত্যক্ষ করলেন; তুম্হেপি – তোমরাও; অনুপাপুণাথে – উপনীত হও, লাভ কর ; মারো পাপিমা – পাপাত্মা মার; অজ্ঝভাসি – সম্বোধন করে বলল; বন্ধোসি – বন্ধ করেছি; মার পাসেহি – মারের পাশবন্ধ; ন মোক্খসি – মোক্ষপ্রাপ্ত হয় না; মুত্তোহং – আমি মুক্ত; নিহতো – ছিন্ন, বিনষ্ট; অন্তক – অনিষ্টকারী, মারের অপর নাম 'অন্তক', দুক্খী – দুঃখী; দুম্মনো – দুর্মনা, উদ্বিগ্ন চিত্ত।

তত্থেব – সেখান থেকে ; অন্তরধাযি – অন্তর্ধান হল, অদৃশ্য হল; যথাভিরন্তং – যথারুচি; বিহরিত্বা – অবস্থান করে; পক্কমি – যাত্রা করলেন; ওক্কম – অবতরণ করে; অঞ্ঞতরো – অন্য এক; বনসণ্ডো – বনখন্ড; অজ্ঝোগাহেত্বা – প্রবেশ করে ; রুক্খমূলে – বৃক্ষমূলে; তিংসমত্তা – ত্রিশজন; সপজাপতিকা – সস্ত্রীক; পরিচারেন্তি – প্রমোদ বিহারে গিয়েছিল; পজাপতি – পত্নী, স্ত্রী; নাহোসি – ছিল না; তস্সত্থায – তাঁর জন্য; বেসী – বেশ্যা, গণিকা; আনীতা অহোসি – আনা হয়েছিল; পমত্তেসু – প্রমত্তভাবে; ভণ্ডং – জিনিষপত্র; আদায – নিয়ে; পলাযিত্থ – পলায়ন করল; বেয্যাবচ্চং –সেবার জন্য ; গবেসন্তা – অন্বেষণে ; আহিণ্ডন্তা – বিচরণ করতে করতে ; অদ্দংসু – দেখলেন; এতদবোচুং – এরূপ বললেন, অপি – একই; কিম্পন – কী প্রয়োজন; কুমারা – কুমারগণ; মঞ্ঞথ – মনে কর ; নু খো – কোনটি প্রকৃত (প্রশ্নবোধক সর্বনামে ব্যবহৃত); বরং – শ্রেষ্ঠ; নিসীদথ – উপবেশন কর; দেসিস্সামি – দেশনা করব; মুদুচিত্তে – কোমল চিত্তে ; পকাসেসি – প্রকাশ করলেন।

মগ্গং – মার্গ, পথ ; যং কিঞ্চি – যা কিছু; সমুদয ধম্মং – সমস্ত ধর্ম; দিট্ঠধম্মা – ধর্ম প্রত্যক্ষ করে; পত্তধম্মা – ধর্মতত্ত্ব লাভ করে; বিদিতধম্মা – ধর্ম অবগত হয়ে ; পরিযোগাল্হধম্মা – ধর্মে প্রবেশ করে; তিণ্ণবিচিকিচ্ছা – সংশয়মুক্ত হয়ে; বেসারজ্জপ্পত্তা – পারদর্শী হয়ে; সত্থুসাসনে – শাস্তার (বুদ্ধের) শাসনে; স্বাক্খাতো – সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত; সম্মা – সম্যকভাবে।

মর্মার্থ

বুদ্ধ বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদাবে বর্ষাবাস সমাপ্ত করে ভিক্ষুদিগকে বিমুক্তিসাধনায় মনোনিবেশ করার জন্য উপদেশ দিচ্ছিলেন। তখন পাপী মার ছদ্মবেশে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুদেরকে সম্যকপথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে। সে গাথায় বলে, দিব্য ও মনুষ্যলোকে তার প্রভাব বিদ্যমান। বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যগণ এ নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে বললেন, তিনি সর্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন করে সর্বজ্ঞতা লাভ করেছেন। তাই মারের পাশবন্ধ নন। পাপী মার বুদ্ধের নিকট পরাজিত হয়ে দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন চিত্তে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনন্তর বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে উপদেশ দিয়ে বারাণসী থেকে উরুবেলা অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে বনখন্ডের এক বৃক্ষমূলে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সে সময় ভদ্রিয় পরিবারের ত্রিশজন বন্ধু সস্ত্রীক আনন্দ ভ্রমণে সে বনখন্ডে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের পত্নী ছিল না। তাঁর জন্য একজন বেশ্যা সংগে এনেছিলেন। তাঁরা সকলে যখন প্রমোদ বিহারে প্রমত্ত ছিলেন তখন ঐ বেশ্যা তাঁদের কাপড়-চোপড় নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তাঁরা তাকে খোঁজ করতে এসে বৃক্ষমূলে বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করেন। ভগবান কুমারগণকে স্ত্রীলোক অন্বেষণ না করে আত্মানুসন্ধান করার জন্য ধর্মদেশনা করলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে চতুরার্য সত্য উপলব্দির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে নৈষ্ক্রম্যের সুফল বর্ণনা করেন। শ্বেত বস্ত্রে রং প্রতিগ্রহণের

মত তাঁদের সে স্থানেই ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হল। তাঁরা বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করেন।

টীকা

উপসম্পদা

শ্রামণ থেকে ভিক্ষুত্বে উন্নীত করার জন্য যে বিনয়কর্ম সম্পাদিত হয় তাকে উপসম্পদা বলে। এটাই বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার উচ্চতর বিমুক্তিপদ অনুষ্ঠান। বুদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রচারের প্রথম দিকে মার্গফললাভী ব্যক্তিবিশেষকে 'এহি ভিক্‌খু' বা 'এস ভিক্ষু' বলে উপসম্পদা প্রদান করতেন। পরবর্তীকালে উপসম্পদার জন্য বিনয় বিধান প্রবর্তিত হয়। এ বিধান অনুযায়ী উপসম্পদা-প্রার্থীকে মাতাপিতার অনুমতি নিয়ে ভিক্ষুদের ব্যবহার্য অষ্টপরিস্কারসহ গুরুর শরণাপন্ন হতে হয়। বিকলাংগ বা অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দেওয়া যায় না। 'কম্মবাচা' আবৃত্তির মাধ্যমে উপসম্পদা কার্য সম্পন্ন হয়। উপসম্পদা শেষে আচার্য ও উপাধ্যায় ঠিক করা হয়। উপসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতিমোক্ষের অন্তর্গত ২২৭ শীল পালন করা কর্তব্য।

মার

সত্ত্ব বা প্রাণিগণকে যে খারাপ কাজে নিয়োজিত করে তাকে মার বলা হয়। পাপধর্ম সমাগত বলে মারের অপর নাম পাপিমা বা পাপাত্মা। মার সৎকাজে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি অকুশল মনোবৃত্তি তার নিত্য সহচর। সত্ত্বগণকে অবিদ্যায় আচ্ছন্ন রাখাই তার কাজ। কাম, রূপ ও অরূপ - এ তিনটি লোকে তার প্রভাব বিদ্যমান। রতি, অরতি, তৃষ্ণা নামে তার তিন কন্যার নাম পালিসাহিত্যে উল্লেখ আছে। সাধক আর্যমার্গে উন্নীত হলে মার পরাস্ত হয়।

ধর্মচক্ষু

ধর্মচক্ষু বলতে প্রজ্ঞাবিষয়ক ভাবনাকে বোঝায়। ভগবান বুদ্ধ মহাপ্রাজ্ঞ - অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী। অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদনকারী। তাঁর অবিদিত কিছুই নেই। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - এ ত্রিকাল সম্পর্কে সমস্ত ধর্ম প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা অবগত হয়েছেন। তিনি ধর্মদেশনার সময় লোকের চরিত্র অনুযায়ী কর্মস্থান ভাবনার নিমিত্ত প্রদর্শন করতেন। শ্রোতা যখন অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম - এ ত্রিলক্ষণাত্মক জগতের স্বরূপ সম্যক দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করতেন তখনই তাঁর ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হত।

মহাবগ্‌গ

মহাবগ্‌গ গ্রন্থখানি বিনয় পিটকের অন্তর্গত তৃতীয় গ্রন্থ। এটি আয়তনে বেশ বড়। বুদ্ধের সমসাময়িক কালের বহু ঐতিহাসিক ঘটনায় গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ। তাছাড়া, বুদ্ধত্ব লাভের সময় থেকে সংঘ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বুদ্ধজীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। এজন্য বুদ্ধের জীবনী সংগ্রহের জন্য গ্রন্থখানি অত্যন্ত মূল্যবান।

এতে সর্বমোট দশটি অধ্যায় আছে। যথা জ্ঞ মহাক্‌খন্ধ; উপোসথ; বস্‌সুপনায়িকা; পবারণা; চম্ম; ভেসজ্জ; কঠিন চীবর; চম্পেয়্য এবং কোসম্বিক। এ অধ্যায়ের 'যসস্‌স পব্বজ্জা' এবং 'ভদ্দবগ্‌গীয় সহায়কানং বত্থু'- কাহিনী দুটি মহাক্‌খন্ধ এর অন্তর্ভুক্ত।

বুদ্ধের প্রচার জীবনে সঙ্ঘ ধীরে ধীরে কিভাবে গড়ে উঠেছে তা নিয়ে গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু সংকলিত হয়েছে। সঙ্ঘে প্রবেশের নিয়ম কানুন, উপোসথ, বর্ষাবাস, খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, বাসস্থান ইত্যাদি যাবতীয় ভিক্ষুদের কর্তব্য এতে স্থান পেয়েছে। বহু নীতিমূলক আখ্যানও এতে পাওয়া যায়। সারিপুত্র, মৌদগল্যায়ন, রাহুল এবং যশ, বিম্বিসার প্রভৃতি ভিক্ষুসঙ্ঘ ও রাজা - শ্রেষ্ঠীদের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের বিবরণও আছে। ভারতবর্ষে প্রচলিত ভেষজশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ মূল্যবান তথ্যের সন্ধানও মিলে।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

১। শ্রেষ্ঠীপুত্র যশের সংসার ত্যাগের আনুপূর্বিক ঘটনা বিবৃত কর।

২। যশের প্রব্রজ্যা গ্রহণের কাহিনী সংক্ষেপে লিপিবন্ধ কর।

৩। 'প্রব্রজ্যা' বলতে কী বোঝ? বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান কর।

৪। বুদ্ধ ও মারের কথোপকথনের সারমর্ম লেখ।

৫। ভদ্রবর্গীয় বন্ধুদের আনন্দ বিহারের একটি হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দাও।

৬। ভদ্রিয় কুমারগণ কিভাবে বুদ্ধের নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন? আলোচনা কর।

খ. সংক্ষেপে উত্তর লেখ ঃ

১। শ্রেষ্ঠীপুত্র যশের সংসার ত্যাগের কারণ কী?

২। নর্তকী পরিসেবিত রাতের দৃশ্য যশের নিকট শ্মশান মনে হল কেন?

৩। "উপদ্দুতং বত ভো! বত ভো"তি - এটি কার উক্তি? তোমার নিজের ভাষায় উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৪। ত্রিবাচিক উপাসক কে? তিনি কেন এ নামে অভিহিত হয়েছিলেন?

৫। ভদ্রবর্গীয় বন্ধুগণ কার কথা বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?

৬। বৌদ্ধ দৃষ্টিকোণে মারের সংজ্ঞা দাও।

৭। উপসম্পদা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

৮। ধর্মচক্ষু বলতে কী বোঝ?

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

মুত্তোহং ———— যে দিব্বা যে চ ————।

মারবন্ধন মুত্তোম্হি ———— ত্বমসি ————।

ঘ. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ

১। কোন তিন ঋতুর উপযোগী প্রাসাদে শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ বাস করতেন?

ক. শরৎ, হেমন্ত, শীত　খ. শরৎ, বসন্ত, বর্ষা

গ. হেমন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা　ঘ. শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম।

২। যশ গৃহদ্বারে নেমে এলে কারা দরজা খুলে দিয়েছিলেন?

ক. দৌবারিকেরা　খ. দেবতারা

গ. নর্তকীরা　ঘ. প্রহরীরা

৩। যশকে খোঁজ করার জন্য তাঁর পিতা কী রকম দূত পাঠিয়েছিলেন?

ক. অশ্বারোহী　খ. শকটারোহী

গ. বিমানারোহী　ঘ. পোতারোহী

৪। যশ কিসের অন্তসাধন করেছিলেন?

ক. সুখের
খ. দুঃখের
গ. মোক্ষের
ঘ. দুশ্চিন্তার

৫। প্রব্রজ্যাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

ক. শ্যামল প্রান্তর
খ. উন্মুক্ত আকাশ
গ. বন্ধ দুয়ার
ঘ. খোলা জানালা

৬। 'সপজাপতিকা' বলতে কী বোঝ?

ক. সস্ত্রীক
খ. স্বজাতি
গ. সগোত্র
ঘ. সপরিবার

৭। 'বিকেসিকং' শব্দের বাংলা অর্থ কোনটি?

ক. গুছানো কেশ
খ. পক্ক কেশ
গ. এলোমেলো কেশ
ঘ. আচ্ছাদিত কেশ

৮। বুদ্ধ বারাণসী থেকে উরুবেলা যাবার পথে কোথায় বিশ্রাম করছিলেন?

ক. পাহাড়ের পাদদেশে
খ. নদীর ধারে
গ. ঋষির আশ্রমে
ঘ. বৃক্ষমূলে

৯। ভদ্রবর্গীয় বন্ধুরা সংখ্যায় কতজন ছিলেন?

ক. বিশ
খ. পঁচিশ
গ. ত্রিশ
ঘ. পঁয়ত্রিশ

১০। ভদ্রবর্গীয় বন্ধুদের কাপড়-চোপড় নিয়ে কে পালিয়ে গিয়েছিল?

ক. গৃহভৃত্য
খ. বেশ্যা
গ. চোর
ঘ. ভিখারি

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতকমালা

বট্টক জাতক

অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো চুতিপটিসন্ধিবসেন পরিবত্তেন্তো বট্টযোনিযং নিব্বত্তি। তদা একো বট্টক - লুদ্দকো অরঞ্ঞে বহু বট্টকে আহরিত্বা গেহে ঠপেত্বা গোচরং দত্বা মুলে গহেত্বা আগতানং হত্থে বট্টকে বিক্কিনন্তো জীবিকং কপ্পেসি। সো একদিবসং বহূহি বট্টকেহি বোধিসত্তং পি গহেত্বা আনেসি। বোধিসত্তো চিন্তেসি ঃ "সচা'হং ইমিনা দিন্নগোচরং পানিযঞ্চ পরিভুঞ্জিস্সামি, অযং মং গহেত্বা আগতানং মনুস্সানং দস্সতি, সচে পন ন পরিভুঞ্জিস্সামি, অহং মিলাযিস্সামি। অথ মং মিলাতং দিস্বা মনুস্সা ন গণ্হিস্সন্তি, এবং মে সোথি ভবিস্সতি, ইমং উপাযং করিস্সামী"তি। সো তথা করন্তো মিলাযিত্বা অট্ঠিচম্ম মত্তো অহোসি। মনুস্সানং দিস্বা ন গণ্হিংসু।

লুদ্দকো বোধিসত্তং ঠপেত্বা সেসেসু পরিকখিণেসু পচ্ছিং নীহরিত্বা দ্বারে ঠপেত্বা বোধিসত্তং হত্থতলে কত্বা কিংকতো নু খো অযং বট্টকো"তি ওলোকেতুং আরদ্ধো। অথ'স্স পমত্তভাবং ঞত্বা বোধিসত্তো পকখে পসারেত্বা উপ্পতিত্বা অরঞ্ঞং এব গতো। বট্টকা তং দিস্বা "কিং নু খো ন পঞ্ঞাযসি, কহং গতোসী"তি পুচ্ছিত্বা লুদ্দকেন গতিথো'ম্হী"তি বুত্তে কিন্তি কত্বা মুত্তোসী"তি পুচ্ছিংসু। বোধিসত্তো "অহং তেন দিন্নগোচরং অগহেত্বা পানিযং অপিবিত্বা উপাযচিন্তায মুত্তো"তি বত্বা ইমং গাথং আহ :

নাচিন্তযতো পুরিসো বিসেসং অধিগচ্ছতি,
চিন্তিতস্স ফলং পস্স, মুত্তো'স্মি বধবন্ধনা'তি।

এবং বোধিসত্তো অত্তনা কতকারণং আচিকখি।

শব্দার্থ

পটিসন্ধিবসেন পরিবত্তেন্তো – মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হয়ে, জন্মান্তর গ্রহণ করে ; বট্টক-লুদ্দকো – বর্তক ব্যাধ, ভারুই পাখি শিকারী; অরঞ্ঞে – অরণ্যে, বনে; গেহে ঠপেত্বা – গৃহে রেখে; গোচরং দত্বা – খাবার দিয়ে; মুলে গহেত্বা – মূল্য নিয়ে; বিক্কিনন্তো – বিক্রয় করে; জীবিকং কপ্পেসি – জীবিকা নির্বাহ করত; সচাহং – যদি আমি; দিন্ন গোচরং – প্রদত্ত খাদ্য; পরিভুঞ্জিস্সামি – পরিভোগ করব; অহং মিলাযিস্সামি – আমি কৃশ (দুর্বল) হব; ন গণ্হিস্সন্তি – নেবে না; ক্রয় করবে না; অট্ঠিচম্মমত্তো – অস্থিচর্মসার; নীহরেত্বা – বের করে; হত্থতলে কত্বা – হাতে নিয়ে; পমত্তভাবং – অন্যমনস্ক, প্রমত্তভাব; পকখে পসারেত্বা – পক্ষদ্বয় বিস্তার করে; উপ্পতিত্বা – উড়ে গিয়ে; কহং গতোসি? – কোথায় গিয়েছিলে? গহিতো'ম্হি – আমাকে ধরে নিয়েছিলে; কিন্তি - কিভাবে; পুচ্ছিত্বা – জিজ্ঞেস করে; অপিবিত্বা – পান না করে; নাচিন্তযতো – চিন্তা না করে; কতকারণং – কৃতকার্য; আচিকখি – অবগত করলেন।

মর্মার্থ

সুদূর অতীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বর্তক পাখিরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে সময় এক ব্যাধ বনে বর্তক পাখি ধরে ঘরে এনে খাবার দিত। মোটাসোটা হলে পাখিগুলো বিক্রয় করে সে অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। একদিন অন্যান্য পাখির সাথে বোধিসত্ত্বও ধরা পড়লেন। কিন্তু ব্যাধ- প্রদত্ত কোন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করলেন না। তিনি চিন্তা করলেন, খাদ্য গ্রহণে বিরত থাকলে তাঁর দেহ জীর্ণ-শীর্ণ হবে এবং কেউ তাঁকে ক্রয় করবে না।

ব্যাধ সমস্ত পাখি বিক্রয় করল; কিন্তু বোধিসত্ত্বকে কেউ নিল না। শিকারী বোধিসত্ত্বকে খাঁচা থেকে বের করল। হাতে নিয়ে কী অসুখ হয়েছে দেখছিল। সে অন্যমনস্ক হলে বোধিসত্ত্ব উড়ে বনে চলে গেলেন। অন্যান্য পাখি তাঁকে দেখে কিভাবে বন্ধনমুক্ত হলেন তা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি ঘটনার সবিস্তার বলে 'পরিণামদর্শীর কৃতকার্যতা' সম্পর্কে তাদেরকে উপদেশ দিলেন।

২০২১

উপদেশ
পরিণামদর্শী কৃতকার্য হয়।

টীকা

বোধিসত্ত্ব
'বোধি' মানে জ্ঞান এবং 'সত্ত্ব' বলতে জীব বোঝায়। যাঁর ভেতর বোধিবীজ অংকুরিত হয়েছে তিনিই বোধিসত্ত্ব। সুমেধ তাপস দীপংকর বুদ্ধের নিকট বুদ্ধত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। সে সময় থেকে তুষিত স্বর্গে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত তিনি দশ পারমী পূর্ণ করে বুদ্ধত্ব লাভের যোগ্য হন। তাঁর এ জীবন পর্যায়কে বোধিসত্ত্ব বলা হয়।

জাতক
গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম বৃত্তান্তকে জাতক বলে। আমাদের মহাকারুণিক তথাগত বোধিসত্ত্ব অবস্থায় ৫৫০ বার জন্মগ্রহণ করেন। প্রত্যেক জন্মের ঘটনা নিয়ে এক একটি জাতক রচিত হয়েছে। তবে বর্তমান জাতকের সংখ্যা ৫৪৭টি। জাতকের তিনটি অংশ : যথা - অতীত বস্তু বা মূল জাতক, বর্তমান বস্তু ও সমধান বা সমাধান। সুত্ত পিটকের খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত জাতক গ্রন্থে এগুলো সংগৃহীত আছে।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

১। বট্টক জাতকের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। বোধিসত্ত্ব কীভাবে ব্যাধের হাত থেকে বন্ধনমুক্ত হলেন তা নিজের কথায় প্রকাশ কর।

৩। বট্টক জাতক অনুসরণে 'পরিণামদর্শীর কৃতকার্যতা' সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

৪। ব্যাধ কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করত তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

খ. সংক্ষেপে উত্তর লেখ ঃ

১। ব্যাধ বর্তক পাখি ধরে এনে কী করত? তার উদ্দেশ্য কী ছিল?

২। বোধিসত্ত্বকে কেউ ক্রয় করল না কেন?

৩। 'বোধিসত্ত্ব' বলতে কী বোঝায়?

৪। 'জাতক' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

৫। বট্টক জাতকের মূল উপদেশ লিপিবদ্ধ কর।

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

পচিন্তযতো ———— বিসেসং ————।

চিন্তিতস্স ———— পস্স, ———— বধবন্ধনা'তি।

ঘ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ

১। 'জীবিকং কপ্পেসি'—পালি বাক্যাংশটির বাংলা অর্থ কোনটি?

ক. জীবিকা নির্বাহ করত খ. জীবিকা পরিচালনা করত

গ. জীবিকার অন্বেষণে যেত ঘ. জীবনচর্চা করত

২। **'কতকরণং' শব্দের বাংলা অর্থ কী?**

ক. কৃতকারণ   খ. কৃতকার্য

গ. কৃতকার্যের ফল   ঘ. কারণ বিশেষ

৩। **বর্তক পাখিরূপে কে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?**

ক. ব্রহ্মদত্ত   খ. দেবদত্ত

গ. বোধিসত্ত্ব   ঘ. মহাসত্ত্ব

৪। **মুত্তো'স্মি বধবন্ধনা'তি। – এটি কাঁর উক্তি?**

ক. বুদ্ধের   খ. আনন্দের

গ. ব্রহ্মদত্তের   ঘ. বোধিসত্ত্বের

৫। **খাদ্য গ্রহণে বিরত থাকায় বোধিসত্ত্বের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল?**

ক. জীর্ণ-শীর্ণ   খ. মোটা-সোটা

গ. হৃষ্ট-পুষ্ট   ঘ. রোগক্লিষ্ট

৬। **'সত্ত্ব' বলতে কী বোঝায়?**

ক. মানুষ   খ. জীব

গ. প্রেত   ঘ. দেবতা

৭। **জাতকের কয়টি অংশ?**

ক. একটি   খ. দুটি

গ. তিনটি   ঘ. চারটি

২০২১

সম্মোদমান জাতক

অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো বট্টকযোনিযং নিব্বত্তিত্বা অনেকবট্টকসহস্স পরিবারো অরঞ্ঞে বসতি। তদা একো বট্টকলুদ্দকো তেসং বসনট্ঠানং গন্ত্বা বট্টক বস্সিতং কত্বা তেসং সন্নিপতিতভাবং ঞত্বা তেসং উপরি জালং খিপিত্বা পরিযন্তেসু মদ্দন্তো সব্বে একতো কত্বা পাচ্ছিং পূরেত্বা ঘরং গন্ত্বা তে বিক্কিনিত্বা তেন মূলেন জীবিকং কপ্পেতি।

অথে'ক দিবসং বোধিসত্তো তে বট্টকে আহ ঃ "অযং সাকুণিকো অম্হাকং ঞাতকে বিনাসং পাপেতি, অহং একং উপাযং জানামি; যেন'স্স অম্হে গণ্হিতুং ন সক্কিস্সতি, ইতোদানি পট্ঠায এতেন তুম্হাকং উপরি জালে খিত্তমত্তে, এককো এককস্মিং জালক্খিকে সীসং ঠপেত্বা জালং উক্খিপিত্বা ইচ্ছিতট্ঠানং হরিত্বা একস্মিং কন্টকগুম্বে পক্খিপথ, এবং সন্তে হেট্ঠা তেন ঠানেন পলাযিস্সামা"তি। তে সব্বে 'সাধূ'তি পটিসুণিংসু।

দুতিযদিবসে উপরি জালংখিত্তে বোধিসত্তেন বুত্তনযে'ব জালং উক্খিপিত্বা একস্মিং কন্টকগুম্বে খিপিত্বা সযং হেট্ঠাভাগেন ততো পলাযিংসু। সাকুণিকস্স গুম্বতো জালং মোচেন্তস্সেব বিকালো জাতো। সো তুচ্ছহত্থোব অগমাসি। পুন দিবসতো পট্ঠাযাপি বট্টকা তথে'ব করোন্তি। সোপি যাব সুরিযস্সত্থং গমনা জালমেব মোচেন্তো কিঞ্চি অলভিত্বা তুচ্ছহত্থোব গেহং গচ্ছতি।

অথস্'স ভরিযা কুজ্ঝিত্বা "ত্বং দিবসে দিবসে তুচ্ছহত্থো আগচ্ছসি, অঞ্ঞম্পি তে বহি পোসিতব্বট্ঠানং অত্থি মঞ্ঞে"তি আহ। সাকুণিকো "ভদ্দে! মম অঞ্ঞং গোসিতব্বট্ঠানং নত্থি, অপি চ খো পন তে বট্টকা সমগ্গা হুত্বা চরন্তি, মযা খিত্তমত্তং জালং আদায কন্টকগুম্বে খিপিত্বা গচ্ছন্তি, ন খো পন তে সব্ব কালমেব সম্মোদমানা বিহরিস্সন্তি, ত্বং মা চিন্তযি, যদা তে বিবাদং আপজ্জিস্সন্তি, তদা তে সব্বেব আদায তব মুখং হাসযমানো আগাচ্ছিস্সামী"তি বত্বা ভরিযায ইমং গাথং আহ ঃ

"সম্মোদমানা গচ্ছন্তি জালমাদায পক্খিনো,
যদা তে বিবদিস্সন্তি তদা এহিন্তি মে বসন্তি।"

কতি পাহবে পন অচচযেন একো বট্টকো গোচরভূমিং ওতরন্তো অসল্লক্খেত্বা অঞ্ঞস্স সীসং অক্কমি। ইতরো "কো মং সীসে অক্কমী"তি কুজ্ঝি। – "অহং অসল্লক্খেত্বা অক্কমিং, মা কুজ্ঝি"তি বুত্তো'পি চ কুজ্ঝিযেব। তে পুনপ্পুন কথেন্তা "ত্বমেব মঞ্ঞে জালং উক্খিপসী"তি অঞ্ঞমঞ্ঞং বিবাদং করিংসু। তেসু বিবদন্তেসু বোধিসত্তো চিন্তেসিঃ "বিবাদকে সোত্থিভাবো নাম নত্থি। ইদানেব তে জালং ন উক্খিপিস্সন্তি, ততো মহন্তং বিনাসং পাপুণিস্সন্তি, সাকুণিকো ওকাসং লভিস্সতি, মযা ইমস্মিং ঠানে ন সক্কা বসিতু"ন্তি।

সো অত্তনো পরিসং আদায অঞ্ঞত্থ গতো। সাকুণিকো'পি খো কতিপাহ'চচযেন আগন্ত্বা বট্টকবস্সিতং বস্সিত্বা তেসং সন্নিপতিতানং উপরি জালং পক্খিপি। অথে'কো বট্টকো "তুযহং কির জালং উক্খিপন্তস্সে'ব মত্থকে লোমানি পতিতানি, ইদানি উক্খিপ"তি আহ। অপরো "তুযহং কির জালং উক্খিপন্তস্সে'ব দ্বিসু পক্খেসু পত্তানি পতিতানি, ইদানি উক্খিপ"তি আহ। ইতি তেসং ত্বং উক্খিপ"তি বদন্তানঞ্ঞেব সকুণিকো জালং উক্খিপিত্বা সব্বেবতে একতো কত্বা পচ্ছিং পূরেত্বা ভরিযং হাসযমানো গেহং অগমাসি।

শব্দার্থ

সম্মোদমান – আনন্দিত; রজ্জং কারেন্তে – রাজত্বকালে; নিব্বত্তিত্বা – জন্মগ্রহণ করে; অনেক বট্টকসহস্‌স – বহু সহস্র বর্তক পাখির সঙ্গে; অরঞ্ঞে – অরণ্যে; বট্টকলুদ্দকো – বর্তক শিকারী; বসনট্‌ঠানং – বাসস্থানে; বস্‌সিতং কত্বা – স্বর অনুকরণ করে; সন্নিপতিতভাবং ঞত্বা – সমবেত হয়েছে জেনে; খিপিত্বা – নিক্ষেপ করে; পরিযেন্তেসু – চারদিকে; মদ্দন্তো – মর্দন করে, ঘা দিয়ে; পচ্ছিং – ঝুড়ি; পূরেত্বা – পূর্ণ করে; বিক্কিনিত্বা – বিক্রয় করে; জীবিকং কপ্পেতি – জীবিকা নির্বাহ করে; সাকুণিকো – পাখি শিকারী; ঞাতকে – জ্ঞাতিগণকে; বিনাসং পাপেতি – বিনষ্ট করছে; গণ্‌হিতুং – ধরতে; ন সক্কিস্‌সতি – সক্ষম হবে না; ইতোদানি পট্‌ঠায – এখন থেকে; জালংখিত্তে – জালের ছিদ্রে; সীসং – মাথা; উক্‌খিপিত্বা – উড়ায়ে; ইচ্ছিতট্‌ঠানং – ইচ্ছামত স্থানে; হরিত্বা – বহন করে; কন্টকগুম্বে – কাঁটার ঝোপে; পক্‌খিপিত্বা – আবদ্ধ করে; হেট্‌ঠা – নিচে; পলাযিস্‌সাম – পলায়ন করব; পটিসুণিংসু – সম্মত হল; বুত্তনযেব – কথিত উপায়ে; মোচেন্তস্‌সেব – উদ্ধার করতে; বিকালো জাতো – বিকাল হল; তুচ্ছহথোব – রিক্তহস্তে; অগমাসি – চলে যেত; তথেব – সেরূপ; সোপি – সেও; সুরিযস্‌সথংগমনা – সূর্যাস্ত পর্যন্ত; অলভিত্বা – না পেয়ে ; ভরিযা – ভার্যা, স্ত্রী; কুজ্‌ঝিত্বা – রাগ করে; অঞ্ঞত্থম্পি – অন্য কোথাও; পোসিতব্বট্‌ঠানং – ভরণপোষণের স্থান, পোষ্যজন; মঞ্ঞে'তি – মনে হয়; অত্থি – আছে; সমগ্‌গা হুত্বা – একতাবদ্ধ হয়ে; খিত্তমত্তং – নিক্ষিপ্ত বস্তু; ত্বং মা চিন্তযি – তুমি চিন্তা কর না; বিবাদং আপজ্জিস্‌সন্তি – বিবাদে লিপ্ত হবে; কতি পাহস্সে'ব অচচযেন – কিছুদিন পর; ওতরন্তো – অবতরণ করবার সময়; অসল্লক্‌খেত্বা – না জেনে; অক্কমি – পতিত হল; অঞ্ঞমঞ্ঞং – পরস্পর; সোখিভাবো – স্বস্তিভাব, হিতকর; ওকাসং – অবকাশ, অবসর, সুযোগ; পাপুণিস্‌সতি – প্রাপ্ত হবে ; পরিসং – পরিজনবর্গ, আত্মীয়-স্বজন; হাসযমানো – হাসি ফোটাতে; বদন্তানঞ্ঞে'ব – একে অপরকে বলবার সময়।

সারাংশ

বোধিসত্ত্ব এক সময় বর্তক পাখিরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বহু বর্তক পরিবৃত হয়ে বনে বাস করতেন। এক পাখি শিকারী বর্তকের স্বর অনুকরণ করত। বর্তকেরা ডাক শুনে একত্রিত হলে শিকারী জাল ফেলে কুড়িয়ে নিয়ে বিক্রয় করত। এরূপে তার জীবিকা নির্বাহ হত।

একদিন বোধিসত্ত্ব বর্তকদেরকে একতাবদ্ধ হয়ে জালশুদ্ধ উড়িয়ে নিতে বললেন। তাঁর কথামত প্রত্যেকে জালের ছিদ্র দিয়ে মুখ বের করে কাঁটা ঝোপের ওপর রাখত। পরে নিচ দিয়ে চলে যেত। সেই কাঁটাঝোপ থেকে জাল উদ্ধার করতে শিকারীর সারাদিন লাগত। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে যেত। শিকারীর স্ত্রী রাগ করে 'তোমার অন্য কোথাও পোষ্য আছে' এ কথা বলত। স্বামী বলত, পাখিদের এমন একতা থাকবে না। যখন তাদের মধ্যে কলহ হবে তখন সব পাখি ধরে এনে তোমার মুখে হাসি ফোটাব।

একদিন বিচরণ স্থানে নামবার সময় একটি বর্তক না দেখে অন্যটির ওপর পা দিল। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া হল। পরস্পরকে দোষারোপ করে শেষ পর্যন্ত সমস্থ পাখির মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হল। বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, যে কলহ করে তার সঙ্গে থাকা উচিৎ নয়। শিকারী এ সুযোগে সকলের সর্বনাশ করবে। তিনি নিজ পরিজনবর্গ নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন।

শিকারী কয়েকদিন পর পাখির রব অনুকরণ করে বর্তকদের একত্রিত করে জাল ফেলল। একটা বর্তকও জাল তুলতে এগিয়ে গেল না। শুধু পরস্পরকে জাল তুলতে বলল। শিকারী আবদ্ধ বর্তকগুলোকে একত্রিত করে ঝুড়িতে পুরে নিয়ে বাড়িতে গেল। তা দেখে তার স্ত্রীর মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল।

উপদেশ

একতাই বল, বিবাদে পতন।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

১। সম্মোদমান জাতকের কাহিনীটি সংক্ষেপে তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

২। সম্মোদমান জাতকের সারাংশ লিপিবন্ধ কর।

৩। 'একতাই বল, বিবাদে পতন'। – এ উপদেশের ওপর ভিত্তি করে একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

১। বর্তক পাখিরা একতাবন্ধ হওয়ার কারণ কী? তারা কীভাবে নিজেদের রক্ষা করেছিল?

২। বর্তক পাখিদের মধ্যে ঝগড়া হল কেন? তার পরিণতি কী হলো ?

৩। বর্তক-পাখি শিকারী কীভাবে তার স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল তা সংক্ষেপে লেখ।

৪। বোধিসত্ত্ব নিজ পরিজনবর্গ নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন কেন? তিনি কীভাবে বর্তকদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন তা সম্মোদমান জাতকের আলোকে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৫। নিচের গাথাটির বাংলা অনুবাদ কর ঃ

সম্মোদমানো গচ্ছন্তি জালমাদায় পকখিনো,
যদা তে বিবদিস্সিন্তি তদা এহিন্তি মে বসন্তি।

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

সো অত্তনো ———— আদায় ———— গতো। সাকুণিকো'পি খো কতিপাহ'চচযেন আগন্ত্বা ———— বস্সিত্বা তেসং ———— উপরি জালং পক্খিপি।

ঘ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ

১। পাখি শিকারী কিসের স্বর অনুকরণ করত?

ক. নর্তকীর খ. বর্তকের
গ. অগ্রজের ঘ. আচার্যের

২। 'সাকুণিকো' শব্দের অর্থ কী?

ক. পাখির ছানা খ. পাখির ডিম
গ. পাখি শিকারী ঘ. শকুণের ডানা।

৩। 'খিত্তমত্তং' শব্দের বাংলা অনুবাদ কোনটি?

ক. ক্ষিপ্ত ব্যক্তি খ. উত্তেজিত ব্যক্তি
গ. অদৃশ্য বস্তু ঘ. নিক্ষিপ্ত বস্তু

৪। পরিজনবর্গের পালি শব্দ কোনটি?

ক. পুরিসং খ. পরিসং

গ. পরিজনস্‌স ঘ. পরিত্তং

৫। "সাকুণিকো ওকাসং লভিসস্‌তি, মযা ইমস্মিং ঠানে ন সক্কা বসিতু"ন্তি। – উক্তিটির বাংলা অনুবাদ কোনটি?

ক. শিকারী সুযোগ লাভ করবে; আমরা এ স্থানে বাস করতে সমর্থ হব না।

খ. শিকারী জাল ফেলবে; আমাদের এখানে থাকা উচিৎ নয়।

গ. শিকারী বনে প্রবেশ করেছে; চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

ঘ. শিকারী জাল ফেললে তোমরা জালসহ শুদ্ধ উড়িয়ে নেবে।

৬। কে বর্তক পাখিদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?

ক. ব্রহ্মদত্ত খ. ভূরিদত্ত

গ. জিনদত্ত ঘ. বোধিসত্ত্ব

২০২১

নক্খত্ত জাতক

অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে নগরবাসিনো জনপদবাসিনং ধীতরং বারেত্বা দিবসং ঠপেত্বা অত্তনোকুলুপকং আজীবিকং পুচ্ছিংসু : "ভন্তে, অজ্জ অম্হাকং একা মঙ্গলকিরিযা, সেভানং নু খো নক্খত্তং'তি? সো "ইমে অত্তনো রুচিয়া দিবসং ঠপেত্বা ইদানি মং পুচ্ছিস্‌সন্তী"তি কুজ্ঝিত্বা "অজ্জ নেসং মঙ্গলন্তরাযং করিস্‌সামী"তি চিন্তেত্বা "অজ্জ অসোভনং নক্খত্তং, সচে করোথ মহাবিনাসং পাপুণিস্‌সথা" তি আহ। তে তস্‌স সদ্ধাহিত্বা নাগমিংসু।

জনপদবাসিনো তেসং অনাগমনং ঞত্বা "তে অজ্জ দিবসং ঠপেত্বা পি নাগতা কিন্নু খো তেহী"তি অঞ্ঞেসং ধীতরং অদংসু। নগরবাসিনো পুনদিবসে আগন্ত্বা দারিকং যাচিংসু। জনপদবাসিনো "তুম্হে নগরবাসিনো নাম ছিন্নহিরিকা গহপতিকা, দিবসং ঠপেত্বা দারিকং ন গণ্হিত্থ, মযং তুম্হাকং অনাগমনভাবেন, অঞ্ঞেসং অদম্হা"তি। "মযং আজীবিকং পটিপুচ্ছিত্বা "নক্খত্তং ন সোভ'ন্তি নাগতা, দেথ মে দারিকা"ন্তি। – "অম্হেহি তুম্হাকং অনাগমনভাবেন অঞ্ঞেসং দিন্না, ইদানি দিন্নদারিকং কথং পুন আনেস্‌সামা"তি।

এবং তেসু অঞ্ঞমঞ্ঞং কলহং করোন্তেসু, একো নগরবাসি পণ্ডিত পুরিসো একেন কম্মেন জনপদং গতো। তেসং নগরবাসিনং "মযং আজীবিকং পুচ্ছিত্বা নক্খত্তস্‌স অসোভনভাবেন নাগতা"তি কথেন্তানং সুত্বা নক্খত্তেন খো অথো'ননু দারিকায লদ্ধভাবো'ব নক্খত্তং'তি বত্বা ইমং গাথং আহ ঃ

নক্খত্তং পটিমানেন্তং অথো বালং উপচ্চগা,
অথো অত্থস্‌স নক্খত্তং কিং করিস্‌সন্তি তারকা'তি।

নগরবাসিনো কলহং কত্বা দারিকং অলভিত্বা'ব অগমংসু।

শব্দার্থ

নগরবাসিনো – নগরবাসীগণ; জনপদবাসিনং – গ্রামবাসীদের; ধীতরং – কন্যাকে; বারেত্বা – বিয়ের জন্য নির্বাচিত করে ; অত্তনো – নিজের; কুলুপকং – কুলগুরু; আজীবিকং – জৈন সন্ন্যাসীকে; মঙ্গলকিরিযা – মঙ্গলকাজ, শুভকার্য; সাভেন – শুভ; নক্খত্তং – নক্ষত্র, গ্রহ; মঙ্গলন্তরাযং – শুভকার্যে বাধা; অসোভনং – অশুভ; মহাবিনাসং – ধ্বংস; পাপুণিস্‌সথ – প্রাপ্ত হবে; সদ্দহিত্বা – বিশ্বাস স্থাপন করে; নাগমিংসু – গেল না; কিণ্নু খো – কী প্রয়োজন; অঞ্ঞেসং – অন্যদেব; অদাসি – দিয়েছিল।

পুনদিবসে – পরদিন; যাচিংসু – চাইল; ছিন্নহিরিকা – নির্লজ্জ; গহপতিকা – গৃহস্থ; গণ্হিত্থ – নিয়েছ; অনাগমনভাবেন – অনুপস্থিতিতে; অঞ্ঞেসং – অন্যপক্ষকে; অদম্হা'তি – সম্প্রদান করেছি; নাগতা – আসি নেই; দেথ – দাও; নো – আমাদিগকে; দিন্নদারিকং – যে কন্যা সম্প্রদান করা হয়েছে তাকে; কথং – কিরূপে; আনেস্‌সামা'তি – আনব।

অঞ্ঞমঞ্ঞং – পরস্পর; কলহং – ঝগড়া; করোন্তেসু – করতে থাকলে; একো – জনৈক; পণ্ডিতপুরিসো – পণ্ডিত ব্যক্তি; একেন কম্মেন – কোন কার্যবশত; কথেন্তানং – বলতে; সুত্বা – শুনে; কো অথো – কী প্রয়োজন; নু – নিশ্চয়ই; লদ্ধভাবো – লাভ; পটিমানেন্তং – শুভ মনে করে; বালং – মূর্খকে; উপচ্চগা – অতিক্রম করে গেল; তারকা'তি – তারকা; অলভিত্বা – না পেয়ে; অগমংসু – চলে গেল।

মর্মার্থ

প্রাচীনকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে নগরবাসীরা গ্রামবাসীর এক কন্যার বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করল। তারা তাদের কুলগুরু আজীবককে লগ্ন শুভ হবে কিনা জানতে চাইল। আগে না বলে সবকিছু চূড়ান্ত করায় কুলগুরু ক্রুদ্ধ হলেন। তাই তিনি শুভকাজে বাধা সৃষ্টি করে বললেন, তিথি শুভ নয়। যদি তোমরা মঙ্গলকার্য সম্পাদন কর তাহলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। নগরবাসীরা তাঁর কথায় বিশ্বাস করে কন্যা আনতে গেল না।

এদিকে গ্রামবাসীরা সারাদিন অপেক্ষা করে রাতে অন্যজনের সাথে মেয়ের বিয়ে দিল। পরদিন নগরবাসীরা এসে কন্যা দাবি করল। অন্যপক্ষ বলল, তোমরা নির্লজ্জ! সবকিছু ঠিক করে মেয়ে নিতে এলে না। তাই আমরা অন্যপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করেছি। প্রদত্ত কন্যা নিয়ে আসা সম্ভব নয়।

উভয়পক্ষ যখন ঝগড়া করছিল, সে সময় নগরবাসী এক পণ্ডিত সে পথ দিয়ে যাবার সময় তা শুনলেন। তিনি বললেন, তিথিতে কোন প্রয়োজন নেই। কন্যাটি পাওয়াই ছিল শুভযোগ। তিথিকে শুভাশুভ মনে করে মূর্খের সুযোগ নষ্ট হল।

উপদেশ

শুভ কাজের কালাকাল নেই।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

১। উপদেশসহ নক্ষত্র জাতকটি নিজের ভাষায় লেখ।

২। নক্ষত্র জাতকের আলোচ্য বিষয় কী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। 'নক্খত্ত পটিনামেন্তং অত্থো বালং উপচ্চগা,
অত্থো অত্থোস্‌স নক্খত্তং কিং করিস্‌সন্তি তারকা'তি'।
গাথাটির অর্থ বিশদভাবে বুঝিয়ে দাও।

খ. সংক্ষেপে উত্তর লেখ ঃ

১। 'অজ্জ নেসং মঙ্গলন্তরাযং করিস্‌সামি।' উক্তিটি কার? তিনি কেন এ উক্তিটি করেছিলেন?

২। নগরবাসী ও গ্রামবাসীর মধ্যে ঝগড়ার কারণ কী? ফল কী হয়েছিল?

৩। 'শুভ কাজের কালাকাল নেই।'– এটা কোন জাতকের উপদেশ? জাতকটির মূলকথা লেখ।

গ. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ

১। নগরবাসীরা কার নিকট নক্ষত্র শুভ হবে কিনা জানতে চাইল?

ক. দীক্ষাগুরু জীবক খ. কুলগুরু আজীবক

গ. শিক্ষাগুরু বিমল ঘ. ধর্মগুরু নির্গ্রন্থ

২। উভয়পক্ষ ঝগড়া করার সময় কে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল?

ক. এক পণ্ডিত খ. এক শিক্ষক

গ. এক সন্ন্যাসী ঘ. এক বংশীবাদক

৩। 'পাপুণিস্‌সথ' শব্দের বাংলা অর্থ কী?

ক. প্রাপ্ত হয় খ. প্রাপ্ত হয়েছে

গ. প্রাপ্ত হবে ঘ. প্রাপ্ত হবে না

৪। 'অঞ্ঞমঞ্ঞং' শব্দের অর্থ কোনটি?

ক. পরস্পর খ. অন্য এক

গ. অন্য লোক ঘ. অন্যদের জন্য

সঞ্জীব জাতক

অতীতে বারাণসীযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো মহাবিভবে ব্রাহ্মণকুলে নিব্বত্তিত্বা যযপত্তো তক্কসিলং গন্ত্বা সব্বসিপ্পানি উগ্গণ্হিত্বা বারাণসিযং দিসাপামোক্খো আচরিযো হুত্বা পঞ্চ মানবকসতানি সিপ্পং বাচেতি। তেসু মানবেসু সজ্জীব নাম মানবো অত্থি। বোধিসত্তো তস্স মতকুট্ঠাপনমন্তং অদাসি। সো উট্ঠাপনমন্তং এব গহেত্বা পটিবাহন — মন্তং পন অগহেত্বা একদিবসং মানেবহি সদ্ধিং দারু অথায অরঞ্ঞং গন্তা একং মত - ব্যগঘং দিস্বা মানবে আহ : "ভো ইমং যতব্যাগঘং উট্ঠাপেস্সামী"তি। মাণবা ন সক্খিস্সসী'তি আহংসা "পস্সন্তানং'ঞেব বো উট্ঠাপেস্সামী'তি।

— "সচে মাণব সক্কোসি উট্ঠাপেহী"তি এবঞ্চ পন বত্বা তে মাণবা রুক্খং অভিরুহিংসু। সঞ্জীব মন্তং পরিবত্তেত্বা মতব্যাগঘং সক্খরায পহরি। ব্যগ্ঘো উট্ঠায বেগেনা গন্ত্বা সঞ্জীবং গলনালিযং ভসিত্বা জীবিতক্খযং পাপেত্বা ত'খেব পতি। সজ্জীব'পি তত্থেব পতি। উভোপি একট্ঠানে যেব মতা নিপজ্জিংসু।

মাণবা দারুং আদায গন্ত্বা তং পবত্তিং আচরিযস্স আরোচেসুং। আচরিযো মাণবে আমন্তেত্বা, "তাতা, অসন্তপগ্গহা কারণা নাম অযুত্তট্ঠানে সক্কার সম্মানং করোন্তো এবরূপং দুক্খং পটিলভতি যেবা"তি বত্বা ইমং গাথং আহ ঃ

অসন্তং যো পগ্গণ্হতি অসতঞ্চ উপসেবতি,
তমেব ঘাসং কুরুতে ব্যগঘো সঞ্জিবকো যথা'তি।

বোধিসত্তো ইমায গাথায ধম্মং দেসেত্বা দানাদিনি পুঞ্ঞানি কত্বা যথাকম্মং গতো।

শব্দার্থ

নিব্বত্তিত্বা — জন্মগ্রহণ করে ; বযপত্তো — বড় হয়ে; তক্কসিলং — তক্ষশিলায়; সব্বসিপ্পানি — সকল শাস্ত্রে; উগ্গণ্হিত্বা — শিক্ষা করে; দিসাপামোক্খো — বিশ্ববিখ্যাত; আচরিযো — আচার্য, শিক্ষক; হুত্বা — হয়ে; মাণবক — ব্রাহ্মণ কুমার; সিপ্পং — শিল্প, বিদ্যা; বাচেতি — শিক্ষা দিতেন; তেসু — তাদের মধ্যে; অত্থি — আছে; মতকোত্থপন — মৃতসঞ্জীবন; মন্তং — মন্ত্র; অদাসি — দিয়েছিলেন; উট্ঠাপনমন্তং — সঞ্জীবন মন্ত্র; গহেত্বা — গ্রহণ করে; পটিবাহন মন্তং — প্রতিবাহন মন্ত্র; যে মন্ত্র দ্বারা জীবকে পুনরায় বিগত জীবন করা যায়; অগহেত্বা — না নিয়ে; দারু — কাষ্ঠ; অথায় — জন্য; অরঞ্ঞং — অরণ্যে; মতব্যগ্ঘং — মৃত ব্যাঘ্রকে; ভো — ওহে; উট্ঠাপেস্সামি — বাঁচাব; সক্খিস্সসি — সমর্থ হবে; আহংসু — বলেছিল; পস্সন্তানং — চোখের সম্মুখে; বো —তোমাদের।

সচে সক্কোসি — যদি পার; উট্ঠাপেহী'তি — বাঁচাও; এবঞ্চ — এরূপ; অভিরুহিংসু — আরোহণ করেছিল; পরিবত্তেত্বা — আবৃত্তি করতে করতে; সকখরায — মরা মানুষের মাথার খুলি; পহরি — আঘাত করেছিল; উট্ঠায — উঠে; গলনালিযং — গলনালিতে ; ডসিত্বা — দংশন করে; জীবিতক্খযং — মৃত্যু; পাপেত্বা — প্রাপ্ত হয়ে; তত্থেব — সেখানেই; পতি — পড়ে গেল; উভোপি — দুজনেই; একট্ঠানে — একস্থানে; মতা — মৃত অবস্থায়; নিপজ্জিংসু — পড়ে রইল।

সারাংশ

বোধিসত্ত্ব এক সময় মহাধনশালী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বড় হলে তক্ষশিলায় গিয়ে শাস্ত্রশিক্ষা করে বারাণসীতে পাঁচশত ব্রাহ্মণ কুমারকে শিক্ষা দিতেন। তাদের মধ্যে সঞ্জীব নামে এক ব্রাহ্মণ কুমার ছিল। বোধিসত্ত্ব তাকে মৃতসঞ্জীবন (কিভাবে মৃত প্রাণীকে জীবিত করা যায়) মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন।

২০২১

সে সঞ্জীবন মন্ত্র শিখে আর প্রতিবাহন (জীবিতকে মৃত করা) মন্ত্র না জেনে একদিন ব্রাহ্মণ কুমারদের সাথে কাষ্ঠ আহরণে বনে যায়। সেখানে একটি মৃত বাঘ দেখে সঙ্গীদের দেখানোর জন্য বাঘটিকে জীবিত করে। কিন্তু প্রতিবাহন মন্ত্র না শেখাতে বাঘটি মৃত থেকে জীবিত হয়ে বেগে এসে সঞ্জীবের গলনালীতে দংশন করে। বাঘ তাকে মেরে ফেলে নিজে পূর্ববৎ নিস্তেজ হল। দুজনেই তথায় মৃত অবস্থায় পড়ে রইল।

ব্রাহ্মণ কুমারেরা কাষ্ঠ সংগ্রহ করে ফিরে এসে সেই সংবাদ আচার্যকে দিল। আচার্য তাদের সম্বোধন করে গাথায় যা বলেছিলেন তার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হল ঃ

যে অসতের সেবা করে এবং অসতের উপকার করে
সঞ্জীবের ন্যায় বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে।

উপদেশ

অসতের সেবা ও উপকার করা বৃথা।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

১। সঞ্জীব জাতকটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। সঞ্জীব জাতকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা কর।

৩। 'অসতের সেবা ও উপকার করা বৃথা'। উপদেশটি কোন জাতকের? কাহিনীটি সংক্ষেপে লেখ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

১। সঞ্জীব কে ছিল? বোধিসত্ত্ব তাকে কোন মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন?

২। সঞ্জীব কীভাবে মারা গেল?

৩। ব্রাহ্মণ কুমারেরা ফিরে এসে আচার্যকে কী সংবাদ দিল? আচার্য তাদেরকে সম্বোধন করে কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

অসন্তং যো ———— অসতঞ্চ উপসেবতি,
তমেব যাসং ———— ব্যগ্ঘো ———— যথা'তি।

ঘ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ

১। বোধিসত্ত্ব কোথায় শিক্ষা করেছিলেন?

ক. মগধে খ. পাটলিপুত্রে
গ. বারাণসীতে ঘ. তক্ষশিলায়

২। বোধিসত্ত্ব কতজন ব্রাহ্মণ কুমারকে শিক্ষা দিতেন?

ক. চারশত খ. পাঁচশত

গ. ছয়শত ঘ. সাতশত

৩। সঞ্জীব কোন মন্ত্র শিখেছিলেন?

ক. মৃতসঞ্জীবন খ. প্রতিবাহন

গ. উপনয়ন ঘ. উপসম্পদা

৪। ব্রাহ্মণ কুমারেরা বনে কী জন্য গিয়েছিলেন?

ক. কাষ্ঠ আহরণে খ. মণি আহরণে

গ. ফল আহরণে ঘ. বাঁশ আহরণে

৫। বাঘটি জীবিত হয়ে সঞ্জীবের কোথায় দংশন করেছিল?

ক. পিঠে খ. বুকে

গ. নাভিতে ঘ. গলনালীতে

৬। 'নিব্বত্তিত্বা' বলতে কী বোঝায়?

ক. নির্বাপিত হয়ে খ. জন্মগ্রহণ করে

গ. মৃত্যুবরণ করে ঘ. কালগত হয়ে

৭। 'অভিরুহিংসু' ক্রিয়াটির অর্থ কী?

ক. আচ্ছাদন করেছিল খ. অভিমান করেছিল

গ. আরোহণ করেছিল ঘ. উত্তাপিত করেছিল।

সুনখ জাতক

অতীতে বারাণসীযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো কাসিরট্‌ঠে একস্মিং মহাভোগকুলে নিব্বত্তিত্বা বযপ্‌পত্তো ঘরবাসং গণ্‌হি। তদা বারাণসিযং একস্‌স মনুস্‌সস্‌স সুনখো অহোসি, পিণ্ডভত্তং লভন্তো থুলসরীরো জাতো।

অথে'কো গামবাসী বারাণসিং আগতো তং সুনখং দিস্বা তস্‌স মনুস্‌সস্‌স উত্তরসাটকঞ্চ কহাপণঞ্চ দত্বা সুনখং গহেত্বা চম্মযোত্তেন বন্ধিত্বা যোত্তকোটিযং গহেত্বা গচ্ছন্তো অটবিমুখে একং সালং পবিসিত্বা সুনখং বন্ধিত্বা ফলকে নিপজ্জিত্বা নিদ্দং ওক্কমি।

তস্মিং কালে বোধিসত্তো কেনচিদেব করণীযেন অটবিং পবিসন্তো তং সুনখ যোত্তেন বন্ধিত্বা ফলকে নিপজ্জিত্বা ঠপিতং দিস্বা পঠমং গাথং আহ :

বালো বতাযং সুনখো যো বরত্তং ন খাদতি,
বন্ধধঞ্চ পমুঞ্চেয্য অসিতো চ ঘরং বজে।
তং সুত্বা সুনখো দুতিযং গাথং আহ :
অট্‌ঠিতং মে মনস্মিং অথ মে হদযে কতং,
কালঞ্চ পটিকঙ্খামি যাব পস্‌সু পতিযোনো'তি।

সো এবং বত্বা মহাজনে নিদ্দং ওক্কন্তে যোত্তং খাদিত্বা সুহিতো হুত্বা পলাযিত্বা অত্তনো সামিকানং ঘরং এব গতো।

শব্দার্থ

কাসিরট্‌ঠে – কাশীরাজ্যে; নিব্বত্তিত্বা – জন্মগ্রহণ করে; বযপ্‌পত্তো – বয়ঃপ্রাপ্ত হলে; সুনখো – কুকুর; মহাভোগকুলে – ধনীর গৃহে; ঘরবাসং – গার্হস্থ্যধর্ম; পিণ্ডভত্তং – অন্নপিণ্ড; থুলসরীরো – হৃষ্টপুষ্ট; উত্তরসাটকঞ্চ – উত্তরীয়, আচ্ছাদন বস্ত্র; কহাপণং – ষোলপণ, এক টাকা; যোত্তকোটিযং – রশির অগ্রভাগ; অটবিমুখে – বনের প্রবেশ পথে; নিপজ্জিত্বা – শুয়ে; কেনচিদেব করণীযেন – কোন কার্য উপলক্ষে; সালং – পান্থশালায়; ওক্কমি – উপভোগ করেছিল। ঠপিতং – স্থিত; বত – নিশ্চয়ই; বন্ধনা – বন্ধন থেকে; পমুঞ্চেয্য – মুক্ত হতে পারবে; অসিতো – খেয়ে; বজে – যেতে পারবে; অট্‌ঠিতং – আছে; মনস্মিং – মনে; কালঞ্চ – সময়ের; পটিকঙ্খামি – প্রতীক্ষা করছি; যাব – যখন; পস্‌সু – নিদ্রিত হয়; পটিজনো – লোকজন; মহাজনে – সমস্ত লোক; যোত্তং – রজ্জু; সুহিতো – আনন্দিত; সামিকানং – মালিকের; এব গতো – চলে গেল।

মর্মার্থ

প্রাচীনকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সংসার - ধর্মে প্রবেশ করেন। সে সময় বারাণসীর একজন লোকের একটা পোষা কুকুর ছিল। সে কুকুরটি প্রতিদিন অন্নপিণ্ড খেয়ে অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট হয়েছিল। একদিন অন্য এক গ্রামবাসী বারাণসীতে এসে ওই কুকুরটি মালিকের নিকট থেকে একখানি চাদর ও এক টাকা মূল্যে ক্রয় করে নিল। কিছুদূর যাওয়ার পর বনের প্রবেশ পথে এক বাড়িতে কুকুরটিকে বেঁধে রেখে লোকটি তক্তার ওপর ঘুমিয়ে পড়ল। কুকুরটি চর্মরজ্জুতে বাঁধা অবস্থায় ছিল।

তখন বোধিসত্ত্ব কোন কার্য উপলক্ষে সে বনে গিয়েছিলেন। তিনি কুকুরটিকে রজ্জুবন্ধ দেখে প্রথম গাথা বললেন ঃ

কুকুরটি বোকা; কারণ এ বন্ধনরজ্জু খেয়ে ফেলছে না। তাহলে সে
বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিজ ঘরে চলে যেতে পারে।

২০২১

কুকুরটি তা শুনে উত্তর দিল ঃ

এ ব্যাপারে আমার মনে ঠিক আছে। কিন্তু লোকজন কখন ঘুমাবে সে সুযোগের অপেক্ষায় আছি।

অতঃপর লোকজন নিদ্রিত হলে সে কুকুরটি চর্মরজ্জু খেয়ে পালিয়ে নিজ মালিকের নিকট চলে গেল।

উপদেশ

সময়ে এক ফোঁড়; অসময়ে দশ ফোঁড়।

টীকা

ব্রহ্মদত্ত

ব্রহ্মদত্ত বারাণসীর রাজা ছিলেন। প্রায় প্রতি জাতকেই এই নামের উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং, এতে প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মদত্ত কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। এটা বংশগত উপাধি বিশেষ। অধিকাংশ জাতকের প্রারম্ভে "অতীতে বারাণসযিং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে" — এরূপ লেখা আছে।

সকল দেশেই একটা না একটা কথা আরম্ভ করবার রীতি আছে। পাশ্চাত্য কথাকারেরাও 'একদা' বা 'একসময়' দ্বারা যে গল্পের যোজনা করেন জাতক রচয়িতা হয়ত 'বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে' দ্বারা তাই সিদ্ধ করেছেন।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

১। উপদেশসহ সুনখ জাতকটি বর্ণনা কর।

২। সুনখ জাতকের সারাংশ তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

৩। 'সময়ে এক ফোঁড়, অসময়ে দশ ফোঁড়'। - উপদেশটি কোন জাতকের?
জাতকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৪। ব্রহ্মদত্ত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

১। কুকুরটি কে ক্রয় করেছিল? মূল্য কত ছিল?

২। বোধিসত্ত্ব কুকুরটিকে রজ্জুবন্ধ দেখে কী বলেছিলেন?

৩। কুকুরটি কী উত্তর দিয়েছিল?

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

অট্ঠিতং মে ———— অথ মে ———— কতং,

কালঞ্চ ———— যাব ———— পতিযোনো'তি।

ঘ. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ

১। 'যোত্তকোটিযং' শব্দের অর্থ কী?

ক. রশির অগ্রভাগ
খ. রশির মধ্যভাগ
গ. রশির শেষভাগ
ঘ. রশির ছেঁড়া অংশ

২। 'পটিকজ্কামি' বলতে কী বোঝ?

ক. প্রতীক্ষা করছি
খ. প্রতীক্ষা করেছি
গ. প্রতীক্ষা করব
ঘ. প্রত্যক্ষ করছি

৩। কুকুরটি কী দ্বারা বন্ধ ছিল?

ক. সিকল
খ. কাপড়
গ. রজ্জু
ঘ. খাঁচা

৪। বারাণসীর রাজা কে ছিলেন?

ক. বিম্বিসার
খ. প্রসেনজিৎ
গ. দুর্যধন
ঘ. ব্রহ্মদত্ত

উলূক জাতক

অতীতে পঠমকপ্পিকা সন্নিপতিত্বা একং অভিরূপং সোভগ্গপত্তং আণাসম্পন্নং সব্বকার পরিপুণ্ণং পুরিসং গহেত্বা, রাজানং করিংসু। চতুপ্পদাপি সন্নিপতিত্বা একং সীহং রাজানং করিংসু। মহাসমুদ্দে মচ্ছা আনন্দং নাম মচ্ছং রাজানং অকংসু।

ততো সকুণগণা হিমবন্ত পদেসে একস্মিং পিট্‌ঠিপাসানে সন্নিপতিত্বা মনুস্সেসু রাজা পঞ্ঞায়তি চতুপ্পদেসু চেব মচ্ছেসু চ অম্হাকং পনন্তরে রাজা নাম নত্থি। অপ্পতিস্সবাসো নাম ন বট্টতি অম্হাকংপি রাজানং লুদ্ধং বট্টতি। "একং রাজট্‌ঠানে জানাথা'তি, তে তাদিসং সকুণং ওলোকযমানা একং উলূকং রোচেত্বা "অযং নো রুচ্চতী" তি আহংসু।

অথেকো সকুণো সব্বেসং অজ্ঝাসযগহণত্থং তিক্খত্তুং সাবেসি। তস্স সাবেন্তস্স দ্বে সাবনা অধিবাসেত্বা ততিয সাবনায একো কাকো উট্‌ঠায তিট্‌ঠ তাব এতস্স ইমস্মিং রাজাভিসেককালে এবরূপং মুখং কুদ্ধস্স কীদিসং ভবিস্সতী"তি। ইমিনা হি কুদ্ধেন ওলোকিত্বা মযং তত্তকপানে পকখিত্ততিলা বিমতথ তত্থেব ভিজ্জি স্সাম, ইমং রাজানং কাতুং মযহং ন রুচ্ছতী'তি ইমং অত্থং পকাসেতুং পঠমং গাথমাহ ঃ

> সব্বেহি কির ঞাতীহি কোসিযো ইস্সরো কতো,
> সচে ঞাতীহি অনুঞ্ঞাতো ভণেয্যাহং এক বাচিযন্তি।

অথনং অনুজানন্তা সকুণা দুতিযং গাথং আহংসু ঃ

> ভণ সম্ম অনুঞ্ঞাতো অত্থং ধম্মঞ্চ কেবলং
> সন্তিহি দহরা পক্খী পঞ্ঞবন্তো জুতিন্দরা'তি।

সো এবং অনুঞ্ঞাতো ততিযং গাথমাহ ঃ

> ন মে রুচ্চতি ভদ্দং উলুকস্সাভিসেচনং,
> অকুদ্ধস্স মুখং পস্স কথং কুদ্ধো করিস্সতী'তি।

সো এবং বত্বা "মযহং ন রুচ্চতি, মযহং ন রুচ্ছতী"তি বিরবন্তো আকাসে উপপ্তি। উলূকোপি নং উট্‌ঠায অনুবন্ধি। ততো পট্‌ঠায তে অঞ্ঞমঞ্ঞং বেরং বন্ধিংসু। সকুণা সুবণ্ণহংসং রাজানং কত্বা পক্কমিংসু।

শব্দার্থ

পঠমকপ্পিকা – প্রথম কল্পের অধিবাসীগণ ; সন্নিপতিত্বা – একত্রিত হয়ে; অভিরূপং – সুন্দর; আণাসম্পন্নং – আদেশ প্রদানে সমর্থ; সব্বাকার পরিপুণ্ণং – সর্বলক্ষণযুক্ত; পুরিসং – পুরুষকে; গহেত্বা – নির্বাচিত করে; করিংসু – করেছিল; চতুপ্পদাপি – চতুষ্পদ জন্তুরাও; আনন্দং নাম – আনন্দ নামক ; মচ্চং – মৎস্যকে ; সকুণাগণা – পক্ষীরা; হিমবন্তপ্পদেসে – হিমালয়ে; পিট্‌ঠিপাসাণে – পাষাণপৃষ্ঠে; মনুস্সেসু – মনুষ্যদের মধ্যে ; পঞ্ঞায়তি – দেখা যায়; চতুপ্পদেসু – চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে; অম্হাকং – আমাদের; পনন্তরে – মধ্যে; অপ্পতিস্স – রাজা ব্যতীত; ন বট্টতি – উচিত নয়; লদ্ধুং – লাভ করতে; রাজট্‌ঠানে – রাজপদে; ঠপেতব্ব – স্থাপনের; যুত্তকং – উপযুক্ত; জানাযা'তি – পরিচয় কর ; তাদিসং – সেরূপ; সকুণং – পাখিকে; ওলোকযমানো – অন্বেষণ করতে করতে; উলূকং – পেচককে; রোচেত্বা – পছন্দ করে; অযং – ইহা; নো – আমাদের; রুচ্ছতী'তি – পছন্দ হচ্ছে; আহংসু – বলেছিল। ২০২১

অথেকো -- অতঃপর একটি; সব্বেসং -- সকলের; অজ্ঝাসয -- মত; গণ্হথ্থং -- গ্রহণের জন্য; তিক্খত্তুং -- তিনবার; সাবেসি -- ঘোষণা করল; সাবেত্তস্‌স -- ঘোষণার; অধিবাসেত্বা -- শোনার পর; উট্‌ঠায -- উঠে; তিট্‌ঠ -- থাম; তাব -- এখন; এতস্‌স -- ইহার; ইমস্মিং -- এই; রাজাভিসেককালে -- রাজ্যে অভিষিক্ত হবার সময়; কুদ্ধস্‌স -- ক্রুদ্ধ হলে; কীদিসং --কিরূপ; ভবিস্‌সতী'তি -- হবে; ইমিনা -- ইহা দ্বারা; ওলোকিত্বা --দেখলে; তত্তকটাহে --তপ্ত কড়াইয়ে; পক্খিত্ত -- নিক্ষিপ্ত, তিলা বিয -- তিলের ন্যায়; তথ তথেব -- সেখানেই; ভিজ্জিস্‌সাম -- ফুটতে থাকব; কাতুং -- করতে; ন রুচ্ছতি --পছন্দ হচ্ছে না; অথং -- অর্থ; পকাসেতুং -- প্রকাশ করতে; গাথামাহ -- গাথা বলল।

সারাংশ

প্রাচীনকালে আদিযুগের অধিবাসীরা একত্রিত হয়ে একজন সুন্দর সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিকে রাজা করেছিল। অনুরূপভাবে চতুষ্পদ জন্তুরা এক সিংহকে, মৎস্যরা আনন্দ নামক মৎস্যকে রাজা নির্বাচিত করে। তারপর পাখিরা হিমালয়ে পাষাণপৃষ্ঠে সমবেত হয়ে তাদের রাজা নির্বাচনের বিষয় আলোচনা করল। শেষে একজন রাজপদের যোগ্য ব্যক্তিকে অন্বেষণ করে একটি পেচককে পছন্দ হল।

অতঃপর একটি পাখি সকলের মত নেওয়ার জন্য তিনবার ঘোষণা দিল। দ্বিতীয়বার ঘোষণার পর তৃতীয়বারে উঠে তার বিরোধিতা করল একটি কাক। সে বলল, রাজ্যাভিষেকের সময় যার চেয়ারা এরকম, ক্রুদ্ধ হয়ে চাইলে সবাই কড়াইয়ে নিক্ষিপ্ত তিলের ন্যায় ফুটতে থাকবে। এজন্য পেচককে তার পছন্দ হল না। এ কথা প্রকাশ করবার জন্য অনুমতি দেওয়া হলে কাক যথাধর্ম বলল। পাখিদের সভায় পেচকের অভিষেক তার পছন্দ হল না। এ কথা বলতে বলতে কাক আকাশে উড়ে গেল। সেদিন থেকে পেচক ও কাকের মধ্যে শত্রুতা হল। পাখিরা সুবর্ণ হংসকে রাজা করে চলে গেল।

উপদেশ

যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

১। উলূক জাতকটি তোমার নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লেখ।

২। উপদেশসহ উলূক জাতকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। পাখিদের রাজা নির্বাচনের ঘটনাটি উল্লেখ কর।

খ. সংক্ষেপে উত্তর লেখ ঃ

১। উলূক জাতকের বিষয়বস্তু নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

২। নিচের পালি গাথাটির বাংলা অনুবাদ কর ঃ

ন মে রুচ্চতি ভদ্দং উলূকস্‌সাভিসেচনং,

অকুদ্ধস্‌স মুখং পস্‌স কথং কুদ্ধো করিস্‌সতী'তি।

৩। পেচককে রাজা নির্বাচিত করার প্রস্তাবে কাক সম্মত হল না কেন?

২০২১

গ. শূন্যস্থান পূরন কর ঃ

সব্বেহি কির ———— ঞাতীহি কোসিয ইস্‌সরো কতো,

সচে ———— অনুঞ্‌ঞাতো ভণেয্যাহং এক ————

ঘ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ

১। প্রথম কল্পের অধিবাসীগণ কাকে রাজা নির্বাচিত করেছিলেন?

ক এক সৌভাগ্যশালী জ্ঞান ব্যক্তিকে   খ. রাজা বেস্‌সন্তরকে

গ. নরসুন্দর নাপিতকে   ঘ. বিচক্ষণ ব্যক্তিকে

২। পাখিরা রাজা নির্বাচিত করার জন্য কোথায় সমবেত হয়েছিল?

ক. নদীতীরের বনে   খ. শষ্যক্ষেতের ধারে

গ. হিমালয়ের পাষাণপৃষ্ঠে   ঘ. বটবৃক্ষের তলে

৩। শেষে কাদের মধ্যে শত্রুতা হল?

ক. কাক ও পেচক   খ. বানর ও পাখি

গ. সিংহ ও ব্যাঘ্র   ঘ. মানুষ ও দেবতা

৪। মৎস্যরা কাকে রাজা নির্বাচিত করেছিল?

ক. সরোবরের মৎস্যকে   খ. সমুদ্রের তিমি মৎস্যকে

গ. আনন্দ নামক মৎস্যকে   ঘ. চিত্র নামক মৎস্যকে

৫। 'পঞ্‌ঞাযতি' শব্দের অর্থ কী?

ক. দেখা গিয়েছিল   খ. দেখা দিবে

গ. দেখা যায়   ঘ. দেখে থাকবে

৬। 'তিক্‌খত্তুং' বলতে কী বোঝায়?

ক. দুবার   খ. তিনবার

গ. চারবার   ঘ. পাঁচবার

তৃতীয় অধ্যায়

ধম্মপদট্‌ঠকথা

দেবদত্তস্‌স বত্থু (১)

"অনিক্কসাবো"তি ইমং ধম্মদেসনং সত্থা জেতবনে বিহরন্তো রাজগহে দেবদত্তস্‌স কাসাবলাভং আরব্‌ভ কথেসি।

একস্মিং সময়ে দ্বে অগ্‌গসাবকা পঞ্চসতে পঞ্চসতে অত্তনো পরিবারে আদায সত্থারং আপুচ্ছিত্বা জেতবনতো রাজগহং অগমংসু। রাজগহবাসিনো দ্বেপি তযোপি বহুপি একতো হুত্বা আগন্তুক দানং অদংসু। অথেক দিবসং আযস্মা সারিপুত্তো অনুমোদনং করোন্তো "উপাসকা, একো সযং দানং দেতি পরং ন সমাদপেতি সো নিব্বত্ত নিব্বত্তট্‌ঠানে ভোগসম্পদং লভতি, নো পরিবার সম্পদং।"

"একো পরং সমাদপেতি সযং ন দেতি, সো নিব্বত্ত নিব্বত্তট্‌ঠানে পরিবার সম্পদং লভতি; নো ভোগসম্পদং। একো সযম্পি ন দেতি পরম্পি ন সমাদপেতি সো নিব্বত্তট্‌ঠানে কঞ্জিকমত্তম্পি কুচ্ছিপূরং ন লভতি; অনাথো হোতি নিপ্পচ্চযো। একো সযম্পি দেতি পরম্পি সমাদপেতি সো নিব্বত্ত নিব্বত্তট্‌ঠানে অত্তভাবসতেপি অত্তভাব সহস্‌সেপি অত্তভাব সত সহস্‌সেপি ভোগসম্পদং চেব পরিবারসম্পদঞ্চ লভতী"তি এবং ধম্মং দেসেসি।

তমকো পণ্ডিতপুরিসো সুত্বা "অচ্ছরিযা বত ভো ধম্মদেসনা, সুকারণং কথিতং, মযা ইমাসং দ্বিন্নং সম্পত্তিনং নিপ্‌ফাদকং কম্মং কাতুং বট্টতী"তি চিন্তেত্বা "ভন্তে, স্বে মযহং ভিক্‌খং গণ্‌হথা"তি থেরং নিমন্তেসি।

"কিত্তকেহি তে ভিক্‌খূহি অত্থো উপাসকা"তি?

"কিত্তকা পন বো ভন্তে, পরিবারা"তি?

"সহস্‌সমত্তা উপাসকা"তি।

"সব্বে'ব সদ্ধিং স্বে ভিক্‌খং গণহথ ভন্তে"তি।

থেরো অধিবাসেসি, উপাসকো নগরবীথিযং চরন্তো– "অম্প, তাত, মযা ভিক্‌খুসহসসং নিমন্তিতং, তুম্হে কিত্তকানং ভিক্‌খুনং ভিক্‌খং দাতুং সক্‌খিস্‌সথ, তুম্হে কিত্তকানং"তি সমাদপেসি। মনুস্‌সা অত্তনো অত্তনো পহোনকনিযামেন "মযং দসন্নং দস্‌সাম।"– "মযং বীসতিযা"– "মযং সতস্‌সা"তি আহংসু। উপাসকো– "তেন হি একস্মিং ঠানে সমাগমং কত্বা একতোব পচিস্‌সাম, সব্বে তিল তণ্ডুল সপ্পি ফাণিতাদীনি সমাহরথা"তি একট্‌ঠানে সমারাপেসি।

অথস্‌স একো কুটুম্বিকো সতসহস্‌সগ্ঘনিকং গন্ধকাসাব বত্থং দত্বা "সচে তে দানবট্টং পন নপ্পহোতি ইদং বিস্‌সজ্জেত্বা যদূনং তং পুরেয্যাসি। সচে পহোতি যস্‌সিচ্ছসি তস্‌স ভিক্‌খুনো দদেয্যাসী"তি আহ। তস্‌স সব্বং দানবট্টং পহোসি, কিঞ্চি, উনং, নাহোসি। সো মনুস্‌সে পুচ্ছি "ইদং অয্যা, কাসাবং একেন কুটুম্বিকেন এবং নাম বত্বা দিন্নং, অতিরেকং জাতং, কস্‌স নং দেমা"তি? একচ্চে "সারিপুত্তত্থেরস্‌সা"তি আহংসু। একচ্চে "থেরো সস্‌সপাক সমযে আগন্ত্বা গমনসীলো, দেবদত্তো অম্হাকং মঙ্গালামঙ্গালেসু সহাযো, উদকমণিকো বিয নিচ্চপ্পতিট্‌ঠিতো, তস্‌স তং দেমা"তি আহংসু। সম্বহুলিকায কথাযাপি "দেবদত্তস্‌স দাতব্বং"তি বত্তারো বহুতরা অহেসুং। অথনং দেবদত্তস্‌স অদংসু। সো তং ছিন্দিত্বা সংবিদহিত্বা রজিত্বা নিবাসেত্বা পারুপিত্বা বিচরতি। তং দিস্বা "নযিদং দেবদত্তস্‌স অনুচ্ছবিকং, সারিপুত্তত্থেরস্‌স অনুচ্ছবিকং দেবদত্তো অত্তনো অননুচ্ছবিকং নিবাসেত্বা পারুপিত্বা বিচরতী"তি বদিংসু।

২০২১

অথকো দিসাবাসিকো ভিক্‌খু রাজগহা সাবত্থিং গন্ত্বা সত্থারং বন্দিত্বা কতপটিসন্থারো সত্থারো দ্বিন্নং অগ্‌গসাবকানং ফাসু বিহারং পুচ্ছিতো আদিতো পট্‌ঠায সব্বং তং পবত্তিং আরোচেসি। সত্থা– "ন খো ভিক্‌খু, ইদানেবেসো অত্তনো অননুচ্ছবিকং বত্থং ধারেতি পুব্বেহি ধারেসি যেবা"তি বত্বা অতীতং আহরি :

অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বারাণসীবাসী একো হত্থিমারকো হত্থীং মারেত্বা মারেত্বা দন্তে চ নখে চ অন্তানি চ ঘনমংসঞ্চ আহরিত্বা বিক্কিণন্তো জীবকং কপ্পেতি।

অথেকস্মিং অরঞ্ঞে অনেকসহস্‌সা হত্থী গোচরং গহেত্বা গচ্ছন্তা পচ্চেক বুদ্ধে দিস্বা ততো পট্‌ঠায গচ্ছমানা গমনাগমনকালে জন্নুকেহি নিপতিত্বা বন্দিত্বা পক্কমন্তি। একদিবসং হত্থিমারকো তং কিরিযং দিস্বা "অহং ইমে কিচ্ছেন মারেমি, ইমে চ গমনাগমনকালে পচ্চেকবুদ্ধে বদন্তি, কিন্নুখো দিস্বা বন্দন্তী"তি চিন্তেন্তো কাসাবন্তি সল?ক্‌খেত্বা মযাপিদানি কাসাবং লদ্ধুং বট্টতী"তি চিন্তেন্তো একস্‌স পচ্চেক বুদ্ধস্‌স জাতস্‌সরং ওরুযহ নহযেন্তস্‌স তীরে ঠপিতেসু কাসাবেসু চীবরং থেনেত্বা তেসং হত্থীনং গমনাগমনমগ্‌গে সত্তিং গহেত্বা সসীসং পারুপিত্বা নিসীদতি। হত্থী তং দিস্বা পচ্চেকবুদ্ধোতি সঞ্ঞায বন্দিত্বা পক্কমন্তি। সো তেসং সব্বপচ্ছতো গচ্ছন্তং সত্তিযা পহরিত্বা মারেত্বা দন্তাদীনি গহেত্বা সেসং ভূমিযং নিখনিত্বা গচ্ছতি।

অপরভাগে বোধিসত্তো হত্থিযোনিযং পটিসন্ধিং গহেত্বা হত্থিজেট্‌ঠো যুথপতি অহোসি। তদাপি সো তথেব করোতি। মহাপুরিসো অত্তনো পরিসায পরিহানিং ঞত্বা "কুহিং ইমে হত্থী গতা মন্দা জাতা"তি পুচ্ছিত্বা–

"ন জানাম সামী"তি বুত্তে-

"কুহিঞ্চি গচ্ছন্তা মং অনাপুচ্ছা ন গমিস্‌সন্তি, পরিপন্থেন ভবিতব্বং"তি চিন্তেত্বা "একস্মিং ঠানে কাসাবং পারুপিত্বা নিসিন্নস্‌স সন্তিকা পরিপন্থেন ভবিতব্বং"তি পরিসঙ্কিত্বা "তং পরিগণ্‌হিতুং বট্টতী"তি সব্বে হত্থী পুরতো পেসেত্বা সযং পচ্ছতো বিলম্বমানো আগচ্ছতি। সো সেসহত্থীসু বন্দিত্বা গতেসু মহাপুরিসং আগচ্ছন্তং দিস্বা চীবরং সংহরিত্বা সত্তিং বিস্‌সজ্জি। মহাপুরিসো সতিং উপট্‌ঠপেন্তো, আগচ্ছন্তো পচ্ছতো পটিক্কমিত্বা সত্তিং বঞ্চেসি। অথনং "ইমিনা ইমে হত্থী নাসিতা" গণ্‌হিতুং পক্‌খন্দি। ইতরো একং রুক্‌খং পুরতো কত্বা নিলীযি।

অথনং রুক্‌খেন সদ্ধিং সোণ্ডায পরিকখিপিত্বা গহেত্বা ভূমিযং পোথেস্‌সামী'তি তেন নীহরিত্বা দস্‌সিতং কাসাবং দিস্বা "সচাহং ইমস্মিং দুস্‌সিস্‌সামি অনেকসহস্‌সেসু মে বুদ্ধ পচ্চেকবুদ্ধ খীণাসবেসু লজ্জা চ নাম ভিন্না ভবিস্‌সতী"তি অধিবাসেত্বা "তযা মে এত্তকা ঞাতকা নাসিতা"তি পুচ্ছি।

"আম সামী"তি বুত্তে-

"কস্মা এবং ভারিযং কম্মমকাসি? অত্তনো অননুচ্ছবিকং বীতরাগানং অনুচ্ছবিকং বত্থং পরিদহিত্বা এবরূপং কম্মং করোন্তেন ভারিযং তযা কতং"তি এবঞ্চ পন বত্বা উত্তরম্পি নিগ্‌গণ্‌হন্তো – অনিক্কসাবো কাসাবং...... স বে কাসাবমরহতী"তি বত্বা "অযুত্তন্তে কতং"তি আহ।

সত্থা ইমং ধম্মদেসনং আহরিত্বা – "তদা হত্থিমারকো দেবদত্তো অহোসি, তস্‌স নিগ্‌গহকো হত্থিনাগো অহমেবা"তি জাতকং সমাধানেত্বা"ন ভিক্‌খবে ইদানেব পুব্বেপি দেবদত্তো অত্তনো অননুচ্ছবিকং বত্থং ধারেসিযেবা"তি বত্বা ইমা গাথা অভাসি ঃ

২০২১

"অনিক্কসাবো কাসাবং যো বত্থং পরিদহেস্সতি,
অপেতো দমসচ্চেন ন সো কাসাবমরহতি।

যো চ বন্তকসাবস্স সীলেসু সুসমাহিতো,
উপেতো দমসচ্চেন স বে কাসাবমরহতী"তি।

ছদ্দন্তজাতকেনাপি চ অযমত্থো দীপেতব্বতি।

তত্থ – "অনিক্কসাবো"তি কামারাগাদীহি কসাবেহি সকসাবো। পরিদহেস্সতী"তি – নিবাসন পারুপন অত্থারনবসেন – পরিভুঞ্জিস্সতি, পরিদহিস্সতী"তি পি পাঠো। "অপেতো দমসচ্চেনা"তি – ইন্দ্রিয় দমনেন চেব পরমত্থসচচ পক্খিকেনবচীসচ্চেন চ অপেতো বিযুত্তো পরিচ্চত্তোতি অত্থো। "ন সো"তি – সো এবরূপো পুগ্গলো কাসাবং পরিদহিতুং নারহতি।

"বন্তকসাবসস্া"তি–চতূহি মগ্গেহি বন্তকসাবো ছড়্ডিসাবো পহীন কসাবো অস্স।

"সিলেসূ"তি–চতুপারিসুদ্ধি সীলেসু।

"সুসমাহিতো"তি–সুট্ঠ সমাহিতো সুট্ঠিতো।

উপেতো"তি–ইন্দ্রিযদমনেন চেব বুত্তপ্পকারেন সচ্চেন চ উপগতো। "স বে"তি সো এবরূপো পুগ্গলো, তং গন্ধকাসাববত্থং অরহতী"তি।

গাথা পরিযোসানে সো দিসাবাসিকো ভিক্খু সোতোপন্নো জাতো। অঞ্ঞেপি বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপুনিংসু'তি। দেসনা মহাজনস্স সাত্থিকা অহোসী"তি।

শব্দার্থ

অনিক্কসাবো – কামরাগাদি কলুষযুক্ত ; ধম্মদেসনং – ধর্মদেশনা; সত্থা – শাস্তা, ভগবান; আরব্ভ – কথাপ্রসঙ্গো; অগ্গসাবকা – অগ্রশ্রাবকগণ ; অত্তনো – নিজেদের; আদায – নিয়ে; আপুচ্ছিত্বা –জিজ্ঞেস করে; অগমংসু – গিয়েছিলেন; দানং অদংসু – দান দিয়েছিলেন; অথেক দিবসং – অতঃপর একদিন; আযুস্মা – আয়ুষ্মান (সম্বোধনার্থে); অনুমোদনং করন্তো – অনুমোদন করতে করতে; সযং দানং দেতি – নিজে দান দেয়; পরং ন সমাদপেতি – অপরকে দানে উৎসাহিত করে না; নিব্বত্ত নিব্বত্তট্ঠানে – যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করেন; ভোগসম্পদং – ভোগম্পদ; একো – একজন, কেউ; সযম্মিম্প – নিজেও; পরম্পি – অপরকেও; কঞ্জিকমত্তম্পি – পান্তাভাতও; কুচ্ছিপূরং – উদরপূর্ণ; নিস্পচ্চযো – মন্দভাগ্য; সত সহস্সেপি – সত সহস্রও; দেসেসি – দেশনা করলেন ; তমকো সুত্বা – তা শুনে; অচ্ছরিযা – আশ্চর্য; কথিতং – বলা হয়েছে; দ্বিন্নং – দুই; নিপ্ফাদকং কম্মং – তেমন কর্ম; কাতুং বট্টতি – করতে হবে; গণ্হথ – গ্রহণ করুন; নিমন্তেসি – নিমন্ত্রণ করলেন; কিত্তকেহি তে ভিক্খুহি – কতজন ভিক্ষু; অত্থো – প্রয়োজন; সব্বেহ্'ব – সকলকে; সদ্ধিং – সহ।

অধিবাসেসি – সম্মত হলেন; নগরবীথিযং – নগর পথে; চরন্তো – বিচরণ করতে করতে; নিমন্তিতং – নিমন্ত্রণ করা হয়েছে; দাতুং – দিতে; সক্খিস্সথ – সমর্থ হবে; পহোনকনিযামেন – সামর্থ্য অনুসারে; দসন্নং – দশজনকে; দস্সাম – দেব; বীসতিযা – বিশজনকে; একস্মিং ঠানে – একস্থানে; সমাগেমং কত্বা – একত্রিত করে; একতোব পচিস্সাম – একত্রে পাক করব; সব্বে – সকলে; তন্ডুল – চাউল; সপ্পি – ঘি; ফাণিতাদীনি – গুড় প্রভৃতি; সমাহরাপেসি – আনয়ন করলেন; একট্ঠানে – একস্থানে।

২০২১ অথস্স – অতঃপর; কুটুম্বিকো – কুটুম্ব, আত্মীয়; সতসহস্সপগ্ঘনিকং – শত সহস্র মূল্যের; গন্ধকাসাব বত্থং – সুগন্ধ কাষায় বস্ত্র; সচে – যদি; দানবট্টং – দানীয় দ্রব্য; নপ্পহোতি – কম হয়; বিস্সজেত্বা – বিক্রয় করে; পূরেয্যাসি –

পূরণ করবেন; পহোসি – পর্যাপ্ত হল; টনং – কম; নাহোসি – হল না; অয্যা – মহাশয়গণ; ছিন্দিত্বা – ছিঁড়ে; সংবিদহিত্বা – সেলাই করে; নিবাসেত্বা – পরিধান করে; অনুচ্ছবিকং – অনুপযুক্ত; বিচরতি – বিচরণ করছে; দিসাবাসিকো – অন্যস্থানের; বন্দিত্বা – বন্দনা করে; ফাসু বিহারং – কুশল বার্তা; আদিতো পট্ঠায – প্রথম থেকে; পবত্তিং – বৃত্তান্ত; আরোচেসি – নিবেদন করলেন; ধারেতি – ধারণ করে; হত্থিমারকো – হস্তীমারক; মারেত্বা – মেরে; অন্তানি – অস্ত্র; বিক্কিণন্তো – বিক্রয় করে; জীবিকং কপ্পেতি – জীবিকা নির্বাহ করে; অরঞ্ঞে – অরণ্যে; পচ্চেকবুদ্ধে – পচ্চেক (প্রত্যেক) বুদ্ধকে; জন্নুকেহি নিপতিত্বা – জানু নত করে; তং কিরিযং – সেই কার্য; বন্দিত্বা পক্কমন্তি – বন্দনা করে চলে যেত; জাতস্সরং – সরোবরের; নহাযন্তস্স – স্নান করতে; যেনেত্বা – চুরি করে; সসীসং পারুপিত্বা – নিজের মস্তক আবৃত করে; পহরিত্বা – আঘাত করে; ভূমিযং নিখনিত্বা – ভূমিতে পুতে; পটিসন্ধিং গহেত্বা – জন্মগ্রহণ করে; যুথপতি – দলনেতা; পরিসায় – দল; পরিহানিং – পরিহানি; কোহিং – কোথায়; পরিসঙ্কিত্বা – আশংকা করে; সতিং উপট্ঠপেন্তো – সাবধানের সাথে; পক্খন্দি – অগ্রসর হলেন; সোভায – শুভ; পরিক্খিপিত্বা – জড়িয়ে ধরে; ধারেসিযেব – ধারণ করেছিল; অযম্মখো – আরও; দীপেতব্বো – প্রকাশ করা উচিত; সুট্ঠিতো – সুস্থিত।

সারমর্ম

ভগবান বুদ্ধ জেতবনে বাস করবার সময় দেবদত্তের উপাখ্যানটি 'কে কাষায় বস্ত্র (চীবর) ধারণের অনুপযুক্ত' – এ কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন।

সারিপুত্র ও মহামৌদগল্যায়ন– অগ্রশ্রাবকদ্বয় প্রত্যেকে পাঁচশত শিষ্যসহ রাজগৃহে গিয়েছিলেন। রাজগৃহবাসী সামর্থ্য অনুযায়ী আগন্তুক ভিক্ষুদেরকে ভিক্ষাদান করে। সারিপুত্র স্থবির পুণ্য অনুমোদন করবার সময় দানের সুফল সম্পর্কে ধর্মোপদেশ দেন। যে দান করে অথচ অপরকে উৎসাহিত করে না; তার ভোগসম্পদ লাভ হয়। কিন্তু পরিজন সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়। আর যে নিজে দান করে এবং অন্যকেও দান দিতে বলে তার উভয় সম্পদ লাভ হয়।
এ উপদেশ শুনে এক উপাসক সারিপুত্র স্থবির ও মৌদগল্যায়নসহ সকল ভিক্ষুকে তার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। উপাসক তার দানক্রিয়ার কথা রাজগৃহের সবাইকে জানালেন এবং যে যা পারে সেরূপ দান দিতে উৎসাহিত করেন।

কেউ দশজনের, কেউ একশত জনের এমনি করে প্রচুর দানসামগ্রী এল। উপাসক সবাইকে একত্রিত করে এক জায়গায় রান্না করালেন। তাঁর এক আত্মীয় এক লক্ষ টাকা মূল্যের কাষায় বস্ত্র দান দিয়ে উপাসককে বললেন, 'যদি দানীয় জিনিষের অভাব হয় তাহলে এটা বিক্রি করবেন। আর সংকুলান হলে যে ভিক্ষু ইচ্ছা করেন তাঁকে দেবেন।' দানসামগ্রী বেশি হওয়ায় সেটা বিক্রি করার দরকার হল না। কোনো কোনো উপাসক চীবরখানি সারিপুত্র স্থবিরকে দিতে বললেন। আবার কেউ দেবদত্তকে দিতে বললেন। অধিকাংশ উপাসক দেবদত্তকে দিতে বলায় তাঁকে দেওয়া হল।

দেবদত্ত চীবরখানি পরিধান করে বিচরণ করবার সময় অনেকে মন্তব্য করলেন, চীবরখানি দেবদত্তের যোগ্য নয়, সারিপুত্র স্থবিরেরই যোগ্য। একজন ভিক্ষু বুদ্ধ দর্শনে শ্রাবস্তী গিয়েছিলেন। শাস্তা অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের কুশল জিজ্ঞেস করলেন। তিনি এ ঘটনা বিস্তারিত জানালেন। বুদ্ধ বললেন, দেবদত্ত শুধু বর্তমান জন্মে অযোগ্য বস্ত্র পরিধান করছে না পূর্বেও করেছিল। এ বলে শাস্তা তার অতীতের কথা বলতে লাগলেন।

সুদূর অতীতে দেবদত্ত বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করে হস্তী মেরে জীবিকা নির্বাহ করত। সেই সময় বোধিসত্ত্ব হস্তীকুলে জন্ম নিয়ে বহু হস্তীর দলপতি হয়েছিলেন। দলসহ বিচরণ করবার সময় এক পচ্চেক বুদ্ধকে দেখে হস্তীরাজ নতজানু ২০২১

হয়ে বন্দনা করলেন। হস্তিব্যাধ তা দেখে চীবর পরিধান করে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকত। হস্তীরা তাকে বন্দনা করে চলে যেত। ব্যাধ শেষের হস্তীকে মেরে নিয়ে যেত। এভাবে দলের হাতি- কমে যেতে দেখে বোধিসত্ত্ব চিন্তা করলেন। একদিন তিনি সকলের পেছনে রইলেন। অন্যান্য হাতি ভিক্ষু বেশধারী হস্তিমারককে বন্দনা করে এগিয়ে যাচ্ছিল। শেষে বোধিসত্ত্বের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করল। মহাসত্ত্ব সাবধানে পিছু হটে আত্মরক্ষা করলেন। পরে তিনি শুড়ের দ্বারা হস্তী মারককে বৃক্ষের সাথে জড়িয়ে মেরে ফেলতে চাইল। কিন্তু কাষায় বস্ত্র থাকাতে তাকে মারল না। তার এরূপ গুরুতর কার্য করার জন্য ভর্ৎসনা করলেন। সেই হস্তীমারকই ছিলেন দেবদত্ত।

বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে দেবদত্তের অযোগ্য কাষায় বস্ত্র ধারণ করার জন্য নিম্নের দুটি গাথা ভাষণ করেছিলেন যার বাংলা অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হল ঃ

১। যে কামরাগাদি কলুষযুক্ত হয়ে গৈরিক বসন ধারণ করে, অথচ সত্য ও দমগুণ থাকে না সে গৈরিক বসনের অনুপযুক্ত।

২। যিনি কলুষমুক্ত, শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত, সংযত ও সত্যপরায়ণ তিনিই গৈরিক বসন ধারণের উপযুক্ত।

টীকা

দেবদত্ত

দেবদত্ত ছিলেন দেবদহ নগরের কোলিয়রাজ অঞ্জনের নাতি। পিতার নাম সুপ্রবুদ্ধ। যশোধরার খুড়তুতু ভাই। তিনিও ভদ্রিয়, আনন্দ, উপালি, অনিরুদ্ধ প্রভৃতির সঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ঋদ্ধিবলে সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে রাখতেন। বুদ্ধের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রথমে মগধরাজ অজাতশত্রুকে নিজের পক্ষে এনেছিলেন। বুদ্ধ রাজগৃহের গৃধ্রকুট পর্বতে অবস্থানের সময় তাঁকে হত্যার জন্য দেবদত্ত প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করেছিলেন। তাতেও সফলতা লাভ করতে না পেরে রাজা অজাতশত্রুর সহায়তায় নালাগিরি নামক মদমত্ত হস্তি লেলিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর তাঁর অনুগত ভিক্ষুদের নিয়ে পাঁচটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধ সঙ্ঘের ক্ষতিকর সেই পাঁচটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেননি। ফলে সংঘভেদ করে পাঁচশত অনুগত ভিক্ষু নিয়ে গয়াশীর্ষ নামক পর্বতে চলে যান। সংঘভেদ গুরুতর অপরাধ। মৃত্যুর পূর্বে দেবদত্ত দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে বুদ্ধের নিকট ক্ষমাভিক্ষা প্রার্থনা করার জন্য গয়াশীর্ষ পর্বত থেকে জেতবন অভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রাবস্তীর জেতবনের নিকটবর্তী পুকুরে স্নান ও জল পান করার জন্য মঞ্চ থেকে অবতরণ করলে পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দেবদত্ত মৃত্যুবরণ করে নরকে গমন করেন।

ধম্মপদট্‌ঠকথা

এটি বিরাট গ্রন্থ। ধর্মপদের মূল গ্রন্থের অর্থকথা হিসেবে স্বীকৃত। এর অন্তর্গত ৪২৩টি গাথারই অট্‌ঠকথা রচিত হয়েছে এবং ২৬টি বর্গে বিভক্ত। ধম্মপদট্‌ঠকথার প্রত্যেক গল্পকে গঠন পদ্ধতি অনুসারে আটভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন- ১. মূলগাথা যার ওপর ভিত্তি করে গল্পটি রচিত; ২. যাকে উপলক্ষ করে গল্পটি বলা হয়েছে; ৩. বর্তমান গল্প বা পচ্চুপন্ন বত্থু; ৪. ঘটনার অবতারণাসূচক গাথা; ৫. প্রত্যেক গাথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা; ৬. ধর্মদেশনার ফল; ৭. অতীত কাহিনী ও ৮. পাত্র-পাত্রী পরিচিতি।

বলতে গেলে জাতকের পাঁচটি অংশের মতই মনে হয়। জাতক ও ধম্মপদট্‌ঠকথার পার্থক্য এই যে, জাতকের গল্পে বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনী বলাই মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ধম্মপদট্‌ঠকথায় শ্রাবক বা বুদ্ধশিষ্যদের পূর্বজীবনের কাহিনীই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য এটিকে অপদানের সমপর্যায় বলা যায়। তখনকার ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতির উপাদান হিসেবে ধম্মপদট্‌ঠকথার গুরুত্ব অপরিসীম।

সুমনাদেবীযা বত্থু

"ইধ নন্দতী" তি ইমং ধম্মদেসনং সত্থা জেতবনে বিহরন্তো সুমনাদেবীং আরব্ভ কথেসি।

সাবত্থিযং হি দেবসিকং অনাথপিণ্ডিকস্স গেহে দ্বে ভিক্খুসহস্সানি ভুঞ্জন্তি। তথা বিসাখায মহাউপাসিকায। সাবত্থিযং চ যো যো দানং দাতুকামো হোতি সো সো তেসং উভিন্নং ওকাসং লভিত্বাব করোতি। কিং ধারণা? তুম্হাকং দানগ্গং অনাথপিণ্ডিকো বা বিসাখা বা আগতা"তি পুচ্ছিত্বা "নাগতা"তি বুত্তে সতসহস্সং বিস্সজ্জেত্বা কতদানম্পি "কিং দানং নামেতং" তি গরহন্তি। উভোপি তে ভিক্খুসঙ্ঘস্স রুচিং চ অনুচ্ছবিক-কিচ্চানি চ অতিবিয জানন্তি।

তেসু বিচারেন্তেসু ভিক্খু চিত্তরূপং ভুঞ্জতি, তস্মা সব্বে দানং দাতুকামা তে গহেত্বাব গচ্ছন্তি। ইতি তে অত্তনো ঘরে ভিক্খু পরিবিসিতুং ন লভন্তি। ততো বিসাখা –"কো নু খো মম ঠানে ঠত্বা ভিক্খুসঙ্ঘং পরিবিসিস্সতী"তি উপধারেন্তী পুত্তস্স ধীতরং দিস্বা তং অত্তনো ঠানে ঠপেসি। সা তস্সা নিবেসনে ভিক্খুসঙ্ঘং পরিবিসতি। অনাথপিণ্ডিকোপি মহাসুভদ্দং নাম জেট্ঠধীতরং ঠপেসি। সা ভিক্খূনং বেয্যাবচ্চং করোন্তী', ধম্মং সুণন্তী' সোতাপন্না হুত্বা পতিকুলং অগমাসি। ততো চুল?সুভদ্দং ঠপোসি। সাপি তথেব করোন্তী, সোতাপন্না হুত্বা পতিকুলং গতা।

অথ সুমনাদেবীং নাম কণিট্ঠ ধীতরং ঠপেসি। সা পন সকদাগামিফলং পত্বা কুমরিকাব হত্বা তথারূপেন অফাসুখেন আতুরা আহারুপচ্ছেদং কত্বা পিতরং দট্ঠুকামা হুত্বা পক্কোসাপেসি। সো একস্মিং দানগ্গে তস্সা সাসনং সুত্বাব আগন্ত্বা "কিং অম্ম সুমনে"?– তি আহ।

সাপি নং আহ– "কিং তাত কণিট্ঠভাতিকা"তি?

"বিপ্পলপসি অম্মা"তি? "ন বিপ্পলপামি কনিট্ঠভাতিকা"তি। "ভাযসি অম্মা"তি? "ন ভাযামি কণিট্ঠভাতিকা"তি।

এত্তকং বত্বাযেব পন সা কালমকাসি। সো সোতাপন্নোপি সমানো সেট্ঠিধীতরি উপ্পন্নসোকং অধিবাসেতুং অসক্কোন্তো ধীতু সরীরকিচ্চং কারেত্বা রোদন্তো সত্থু সন্তিকং গন্ত্বা "কিং গহপতি, দুক্খি দুম্মনো অস্সুমুখো রুদমানো উপাগতোসী" তি বুত্তে–

"ধীতা মে ভন্তে। সুমনাদেবী কালকতা"তি আহ।
"অথ কস্মা সোচসি? ননু সব্বেসং একংসিকং মরণং"তি?

"জানামেতং ভন্তে, এবরূপা পন মে হিরোত্তপ্পসম্পন্না ধীতা, সা মরণকালে সতিং পচচুপট্ঠাপেতুং অসক্কোন্তী বিপ্পলপমানা মতাতি মে অনপ্পকং দোমনস্সং উপ্পজ্জতী"তি।

কিং পন তায কথিতং মহাসেট্ঠী" তি?

অহং তং ভন্তে, অম্ম সুমনে'তি আমন্তেসিং, অথ মং আহ'কিং তাত কণিট্ঠ ভাতিকা" তি? ততো বিপ্পলপসি অম্মা" তি?
"ন বিপ্পলপামি কণিট্ঠভাতিকা" তি। ভাযাসি অম্মা" তি?
"ন বিপ্পলপামি কণিট্ঠভাতিকা"তি ভাযাসি অম্মা"তি।
"ন ভাযামি কণিট্ঠভাতিকা" তি। এত্তকং বত্বা কালমকাসী"তি।
অথনং ভগবা আহ– "ন তে মহাসেট্ঠি ধীতা বিপ্পলপতী"তি।
"অথ কস্মা এবমাহা"তি?

"কণিট্ঠত্তাযেব, ধীতা হি তে গহপতি মগ্গফলেহি তযা মহল্লিকা, ত্বং হি সোতাপন্নো, ধীতা পন তে সকদাগামিনী; সা

মগ্‌গফলেহি মহল্লিকত্তা এবমাহা"তি।

"এবং ভন্তে"তি?

"এবং গহপতী"তি।

"ইদানিং কুহি নিব্বত্তা ভন্তে"তি?

তুসিতভবনে গহপত্তী" তি বুত্তে-

"ভন্তে মম ধীতা ইধ ঞাতকানং অন্তরে নন্দমানা বিচরিত্বা ইতো গন্ত্বাপি নন্দনট্‌ঠানেযেব নিব্বত্তা"তি?

অথনং সত্থা – "আম গহপতি, অপ্পমত্তা নাম গহট্‌ঠা বা পব্বজিতা বা ইধলোকে চ পরলোকে চ নন্দতি যেবা"তি বত্বা ইমং গাথমাহ :

"ইধ নন্দতি পেচ্চ নন্দতি কতপুঞ্ঞো উভযত্থ নন্দতি,

পুঞ্ঞম্মে কতন্তি নন্দতি ভিয্যো নন্দতি সুগ্‌গতিং গতো" তি।

তত্থ – "ইধা" তি – ইধলোকে কম্মনন্দনেন নন্দতি।

"পেচ্চা"তি – পরলোকে বিপাক নন্দনেন নন্দতি।

"কতপুঞ্ঞো"তি নানপ্পকারস্‌স পুঞ্ঞস্‌স কত্তা।

"উভযত্থা"তি ইধ কতং মে কুসলং, অকতং পাপন্তি নন্দতি; পরত্থ বিপাকং অনুভবন্তো নন্দতি।

"পুঞ্ঞম্মে" তি-ইধ নন্দতো পন পুঞ্ঞম্মে কতন্তি সোমনস্‌সমত্তকেন বা কম্মনন্দনং উপাদায নন্দতি।

"ভীযো"তি-বিপাক নন্দনেন পন সুগতিং গতো সত্তপঞ্ঞাস বস্‌সকোটিযো সট্‌ঠিঞ্চ বস্‌সতহস্‌সানি দিব্বসম্পত্তিং অনুভবন্তো তুসিতপুরে অতিবিয নন্দতী"তি।

গাথা পরিযোসানে বহু সোতাপন্নদযো অহেসুং। মহাজনস্‌স সাত্থিকা ধম্মদেসনা জাতা'তি।

শব্দার্থ

নন্দতি – নন্দিত হয়; বিহরন্তো – অবস্থান করবার সময়; দ্বে ভিক্‌খু সহস্‌সানি – দুই হাজার ভিক্ষু; ভুঞ্জতি – ভোজন করেন; গেহে – গৃহে; সাবত্থিযং – শ্রাবস্তীতে; দাতুকামো – দিতে ইচ্ছা করা ; তেসং উভিন্নং – তাদের দুজনের; কিং কারণা – কী কারণ; দানগ্‌গং – দানকার্য; নাগতা – আসেন নি; পুচ্ছিত্বা – জিজ্ঞেস করে; রুচিং– অভিরুচি; গরহন্তি – উপহাস করে; অনুচ্ছবিক কিচ্চানি – অনুরূপ কাজ; অতিবিয – অত্যন্ত; দুক্‌খি দুম্মনো – দুঃখিত মনে; রুদমানো – কাঁদতে কাঁদতে; অগ্‌গমুখো – অগ্রমুখে; বিচরেন্তেসু – বিচরণ করেন; চিত্তরূপং – যথারুচি; তস্মা – তাই; গহেত্বাব – ইচ্ছায়; পরিবিসিতং – পরিবেশন করতে; উপধারেন্তি – উপযুক্ত মনে করে; ঠপেসি – নিযুক্ত করলেন; নিবেসনে – ঘরে; জেট্‌ঠধীতরং – জ্যেষ্ঠ কন্যা; বেয্যাবচ্চং – পরিচর্যা; পতিকুলং – স্বামীর গৃহে; সাপি – তিনিও; তথেব – সেরূপ; সোতাপন্না – স্রোতাপন্ন; কণিট্‌ঠ – ছোট; পত্বা – প্রাপ্ত হয়ে, লাভ করে; আতুরা – রোগ; আহারুপচ্ছেদং – আহারে অনিচ্ছা; দট্‌ঠকামা – দেখতে ইচ্ছা; পক্কোসাপেসি – ডেকে পাঠালেন; অম্মা – মা (সম্বোধনার্থে); ন বিপ্পলপামি – প্রলাপ বকছি না; ভাযসি – ভয় পাচ্ছ; এত্তকং – এতদূর; উপ্পন্নসোকং – উৎপন্ন শোক; অধিবাসেতুং – সম্বরণ করতে, অনুমোদন করতে; অসক্কোন্তো – অসমর্থ হয়ে ; সরীরকিচ্চং – অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, শেষকৃত্য; সন্তিকং – নিকটে; গহপতি – গৃহপতি; উপাগতোসি – আসছে; কালকতা – মারা গেছে; কস্মা – কেন; সোচসি – অনুশোচনা করছ; একংসিকং – একান্ত; জানামেতং – তা তো জানি; হিরোত্তসম্পন্না – লজ্জাশীলা ; সতিং পচ্চুপট্‌ঠাপেতুং – স্মৃতি ঠিক রাখতে; মহাসেট্‌ঠী –মহাশ্রেষ্ঠী, অত্যন্ত ধনশালী ব্যক্তি; ভাতিকা – ভ্রাতা; কণিট্‌ঠত্তাযেব – কনিষ্ঠ বলে; মহল্লিকা – বড়, বৃদ্ধ; এবমাহ – এরূপ বললেন; কোহিং – কোথায়; নিব্বত্তা – উৎপন্ন হয়েছে; ঞাতকানং –জ্ঞাতিদের মধ্যে; অন্তরে

নন্দমানা –আনন্দ মনে; নন্দনট্ঠানেযেব – আনন্দময় স্থানে; অপ্পমত্তা – অপ্রমত্ত হয়ে; পব্বজিতা – প্রব্রজিত; ইধনন্দতি – ইহলোকে আনন্দিত হয়; কতপুঞ্ঞো – কৃতপুণ্য; নানপ্পকারস্‌স –নানাপ্রকারের; পরত্থ বিপাকং – রলোকে কর্মফল; সোমনস্‌সমত্তকেন – সৌমন অর্থাৎ আনন্দ দ্বারা বর্ধিত।

মর্মার্থ

শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক ও মহা-উপাসিকা বিশাখা প্রত্যেকের ঘরে দৈনিক দুই হাজার ভিক্ষুকে ভোজন করাতেন। শ্রাবস্তীতে যাঁরা দান দিতেন তাঁরাও অনাথপিণ্ডিক ও বিশাখার সময় নিয়ে দানকার্য করতেন। কারণ, তাঁরা দুজন দানকার্যে উপস্থিত থাকলে ভিক্ষুসংঘ পরিতৃপ্ত সহকারে ভোজন করতেন এবং দাতারাও আনন্দ পেতেন। সেই কারণে তাঁদের দুজনের গৃহে তাঁরা ভিক্ষুসংঘকে খাদ্যভোজ্য পরিবেশন করতে পারতেন না। অন্যদের দানক্রিয়ায় অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকতেন।

ভিক্ষুসংঘের পরিচর্যার সুবিধার্থে বিশাখা তাঁর পুত্রের কন্যাকে উপযুক্ত মনে করে ভিক্ষুসংঘকে পরিবেশন করার জন্য নিযুক্ত করলেন। অনাথপিণ্ডিকও তাঁর মেয়ে মহাসুভদ্রাকে নিযুক্ত করলেন। মহাসুভদ্রা ধর্মকথা শুনে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করলেন এবং পরে স্বামীর ঘরে চলে গেলেন। তারপর ছোটমেয়ে সুভদ্রার ওপর কাজের ভার দিলেন। তিনিও বিয়ের পর শ্বশুরালয়ে স্বামীর ঘর করতে লাগলেন। ফলে সর্বকনিষ্ঠ মেয়ে সুমনাদেবীকে এ কাজে নিযুক্ত করলেন। তিনি সকৃদাগামী ফল লাভ করেন এবং কুমারী অবস্থাতেই ছিলেন।

এ সময় তাঁর রোগ হয়। রোগে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে যান। মৃত্যুকাল আসন্ন দেখে পিতাকে সংবাদ দিলেন। তখন অনাথপিণ্ডিক ছিলেন অন্য নিমন্ত্রণ-গৃহে। তিনি মেয়ের রোগসংবাদ শুনেই চলে এলেন। এসে মেয়েকে তার অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলেন। তাঁদের কথোপকথনে মেয়ে পিতাকে 'কনিষ্ঠ ভ্রাতা' সম্বোধন করলেন। পিতা মনে করলেন, মেয়ে যেন তার সাথে প্রলাপ বকছে। ভয় পেয়েছে কিনা পিতা তার জন্য চিন্তিত হলেন। কিন্তু মেয়ে ভয় পায়নি বলে পিতাকে জানিয়ে দিল। এতদুর বলেই সুমনা দেবীর মৃত্যু হল। শ্রেষ্ঠী স্রোতাপন্ন হলেও মেয়ের মৃত্যু শোক সম্বরণ করতে পারলেন না। মেয়ের শেষকৃত্য সমাপন করে তিনি কাঁদতে কাঁদতে ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ অনাথপিণ্ডিকের দুঃখিত মন দেখে তার কারণ জিজ্ঞেস করেন। শ্রেষ্ঠী তাঁর মেয়ে সুমনাদেবীর মৃত্যুর সংবাদ দিলেন। 'সকলের মৃত্যু অনিবার্য' এ বিষয় স্মৃতি করবার জন্য বুদ্ধ শ্রেষ্ঠীকে উপদেশ দিয়ে সংযত করলেন। মৃত্যুকালে সুমনাদেবী পিতাকে 'কনিষ্ঠ ভ্রাতা' সম্বোধন করাতে তা তিনি বুদ্ধকে নিবেদন করলেন এবং পুণ্যবতী মেয়ের মৃত্যুক্ষণ কিরূপ হবে তা নিয়ে ভাবিত হয়ে বুদ্ধকে জানালেন।

বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে বললেন, সুমনাদেবী আনন্দময় স্থান তুষিত ভবনে উৎপন্ন হয়েছে। মৃত্যুকালে সে প্রলাপ বকে নি। শ্রেষ্ঠী স্রোতাপত্তি ফললাভী এবং মেয়ে সকৃদাগামিনী বলে সে মার্গফলের দ্বারা বড় বলে এরূপ বলেছে। এ কথা প্রসঙ্গে বুদ্ধ যে গাথাটি বলেছিলেন তার বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হল ঃ

কৃতপুণ্য ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে উভয়েই আনন্দিত হন।
আমার দ্বারা পুণ্যকর্ম করা হয়েছে, এটা স্মরণ করে তিনি আনন্দিত হন
এবং সুগতিপ্রাপ্ত হয়ে তিনি আরও পরমানন্দ লাভ করেন।

২০২১

টীকা

অনাথপিণ্ডিক

তিনি বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সুমন শ্রেষ্ঠী। অনাথপিণ্ডিকের বাল্য নাম ছিল সুদত্ত। পিতার মৃত্যুর পর তিনি শ্রেষ্ঠীপদ লাভ করে অনেক ধন-সম্পদের অধিকারী হন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। অনাথ-আতুর তাঁর গৃহ থেকে ফিরে যেত না। সেজন্য তাঁকে 'অনাথপিণ্ডিক' বলা হত। তিনি এ নামেই সমধিক খ্যাত। তিনি বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে অনেক অবদান রেখেছেন। শ্রাবস্তীর জেতবন বিহার তাঁরই দান। এ বিহার নির্মাণ করার জন্য তিনি আঠার কোটি টাকা স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেছিলেন। এ বিহারেই বুদ্ধ উনিশ বর্ষা অতিবাহিত করেছিলেন।

সুমনাদেবী

তিনি শ্রাবস্তীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল সুদত্ত যিনি অনাথপিণ্ডিক নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। পিতার সর্বকনিষ্ঠা কন্যা বলে তাঁকে পরিবারের সবাই আদর করত। তিনি অবিবাহিতা ছিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘের ধর্মদেশনা শ্রবণকালে সকৃদাগামী ফল লাভ করেন। সর্বদা ভিক্ষুসঙ্ঘের পরিচর্যা করতেন। মৃত্যুর পর তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হন।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

১। দেবদত্তস্স বত্থু (১) এর সারমর্ম তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

২। দেবদত্তের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। দেবদত্তের উপাখ্যানের আলোকে তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

৪। 'সুমনাদেবীযা বত্থু'র বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।

৫। সুমনাদেবী কে ছিলেন? পিতার সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের বর্ণনা দাও।

৬। ধম্মপদট্‌ঠকথা'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দাও।

খ. সংক্ষেপে উত্তর লেখ ঃ

১। দেবদত্ত কে ছিলেন? তাঁর স্বভাব কীরূপ ছিল?

২। শ্রাবস্তীর লোকেরা কীভাবে দানকার্য সম্পন্ন করতো? সেই দানকার্যে অনাথপিণ্ডিক ও বিশাখার ভূমিকা কীরূপ ছিল?

৩। সুমনাদেবীর মৃত্যুর দৃশ্যটি সংক্ষেপে বল।

৪। নিচের গাথাটির বাংলা অনুবাদ কর ঃ

'যো চ বন্তকসাবস্স সীলেসু সুসমাহিতা,
উপেতো দমসচ্চেনসবেকাসাবমরহতী'তি'।

৫। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ

অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী, মহাউপাসিকা বিশাখা।

৬। "অনিক্কসাবো"তি - এই ধর্মদেশনা বুদ্ধ কোথায়, কাকে এবং কী উদ্দেশ্যে বলেছিলেন?

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

সাবত্থিযং হি ——— অনাথপিণ্ডিকস্‌স গেহে দ্বে ভিক্‌খুসহস্‌সানি ———
তথা বিসাখায ———। সাবত্থিযং চ যো যো দানং ——— হোতি সো।
সো তেসং উভিন্নং ——— লভিত্বাব করোতি।

ঘ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ

১। দেবদত্তের উপাখ্যানটি বুদ্ধ কোথায় দেশনা করেছিলেন?

ক. রাজগৃহে খ. সারনাথে
গ. বেনুবনে ঘ. জেতবনে

২। যে দান করে অথচ অপরকে উৎসাহিত করে না, তার শুধু কী লাভ হয়?

ক. ভোগসম্পদ খ. পরিজনসম্পদ
গ. উভয়সম্পদ ঘ. মিত্রসম্পদ

৩। পূর্বজন্মে দেবদত্ত বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করে কিসের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন?

ক. মাছ ধরে খ. পাখি শিকার করে
গ. ব্যবসা করে ঘ. হস্তী মেরে

৪। তখন হস্তীর দলপতি কে ছিলেন?

ক. আনন্দ খ. দেবদত্ত
গ. বোধিসত্ত্ব ঘ. মহাকাশ্যপ

৫। 'নিপ্পচ্চযো' শব্দের অর্থ কী?

ক. সৌভাগ্য খ. মন্দভাগ্য
গ. দুর্ভাগ্য ঘ. হতভাগ্য

৬। 'বেয্যাবচ্চং' শব্দের বাংলা কী?

ক. বোধিচর্চা খ. পরিচর্যা
গ. পরচর্চা ঘ. জ্ঞানচর্চা

৭। মহাউপাসিকা বিশাখা দৈনিক কত হাজার ভিক্ষুকে ভোজন করাতেন?

ক. এক হাজার খ. দুই হাজার
গ. তিন হাজার ঘ. চার হাজার

৮। অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর আসল নাম কী?

ক. সুদত্ত খ. জিনদত্ত
খ. জয়দত্ত ঘ. সোমদত্ত

২০২১

চতুর্থ অধ্যায়
খুদ্দক পাঠ
করণীয় মেত্তং

নিদানং

১. যস্সানুভাবতো যক্খা নেব দস্সেন্তি ভিংসনং,
যম্হি চেবানুযুঞ্জন্তো রত্তিং দিবমতন্দিতো।

২. সুখং সুপতি সুত্তো চ পাপং কিঞ্চিং ন পস্সতি,
এবমাদি গুণোপেতং পরিত্তং তং ভণাম হে।

সুত্তং

১. করণীযমত্থকুসলেন যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ,
সক্কো উজু চ সুজু চ সুবচো চস্স মৃদু অনতিমানী।

২. সন্তুস্সকো চ সুভরো চ অপ্পকিচ্চোচসল্লহুকবুত্তি
সন্তিন্দ্রিযো চ নিপকো চ অপ্পগব্ভো কুলেসু অননুগিদ্ধো।

৩. ন চ খুদ্দং সমাচারে কিঞ্চি যেন বিঞ্ঞূ পরে উপবদেয্যুং
সুখিনো বা খেমিনো হোন্তু সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

৪. যে কেচি পানা ভূতত্থি তসা বা থাবরা বা অনবসেসা,
দীঘা বা যে মহন্তা বা মজ্ঝিমা রস্সকানুকথূলা।

৫. দিট্ঠা বা যেব অদিট্ঠা যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সম্ভবেসী বা সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

৬. ন পরো পরং নিকুব্বেথ, নাতিমঞ্ঞেথ কত্থচি নং কিঞ্চি
ব্যারোসনা পটিঘসঞ্ঞা নাঞ্ঞমঞ্ঞস্স দুক্খমিচ্ছেয্য।

৭. মাতা যথা নিযং পুত্তং আযুসা একপুত্তমনুরক্খে,
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং।

৮. মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবযে অপরিমাণং,
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।

৯. তিট্ঠং চরং নিসিন্নো বা সযনো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো,
এতং সতিং অধিট্ঠেয্য ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

১০. দিট্ঠিঞ্চ অনুপগম্ম সীলবা দস্সনেন সম্পন্নো,
কামেসু বিনেয্য গেধং নহি জাতু গব্ভসেয্যং পুনরেতী'তি।

শব্দার্থ

যং তং সন্তং পদং – সেই যে শান্ত নির্বাণ পদ্ আছে; তং অভিসমেচ্চ – সেই পদ জ্ঞাত হয়ে; অত্থকুসলেন করণীযং – তা লাভেচ্ছুর কর্তব্য; সক্কো – দক্ষ; উজু জ্জ ঋজু; সুজু – অকুটিল; সুবচো – মিষ্টভাষি; মুদু – মৃদু; অনতিমানী চ অস্‌স – নিরভিমান হবে; সন্তুস্‌সকো – সন্তুষ্ট চিত্ত; সুভরো – সুখপোষ্য; অপ্পকিচ্চো – অল্পকৃত্য; সল?হুকবুত্তি – সংলঘুক বৃত্তি, অল্পে তুষ্ট হওয়া; সন্তিন্দ্রিযো – শান্তেন্দ্রিয়; নিপকো – প্রজ্ঞাবান; অপ্পগব্‌ভো – অপ্রগলভ; কুলেসু অননুগিদ্ধো –গৃহস্থদের প্রতি অনাসক্ত; ন চ কিঞ্চি খুদ্দং সমাচরে – কোন কিছু হীন আচরণ করবে না; যেন পরে বিঞ্ঞূ উপবদেয্যুং – যা দ্বারা অপর বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অপবাদ করতে পারেন; সব্বে সত্তা – সকল প্রাণী; সুখিনো – সুখি; সুখিতত্তা ভবন্তু – সুখি হোক, সন্তুষ্টচিত্ত হোক; যে কেচি অনবসেসা – যে সমুদয়; তসা – তৃষ্ণাযুক্ত; থাবরা – তৃষ্ণা ও ভয়হীন; দীঘা – দীর্ঘ; মহন্তা – মহৎ; মজ্‌ঝিমা – মধ্যমাকৃতি; রস্‌সকা –হ্রস্বা শরীরধারী; অণুকা – ক্ষুদ্রশরীর বিশিষ্ট; থুলা – স্থুল; পাণা ভূত'থি – জীব আছে; যে চ দিট্‌ঠা – যে সমুদয় দৃষ্ট; যে চ অদিট্‌ঠা – যে সমুদয় অদৃষ্ট; যে চ দুরে অবিদুরে বা বসন্তি – যারা দূরে বা নিকটে বাস করে; ভূতা – যারা জন্মেছে; সম্ভবেসী – যারা জন্মাবে; নহিজাতু – জন্মগ্রহণ করেন না; ন পরো পরং – একে অপরকে; নিকুব্বেথ – বঞ্চনা করবে না; কত্থচি নং কিঞ্চি নাতিমঞ্ঞেথ – কাউকে অবজ্ঞা করবে না; ব্যারোসনা পটিঘসঞ্ঞা – কায়মানোবাক্যের বিকৃতিবশত ক্রোধ উৎপাদন করে; অঞ্ঞো অঞ্ঞস্‌স – একে অপরকে; ন ইচ্ছেয্য – ইচ্ছা করবে না; নিযং – স্বীয়; একপুত্তং – একমাত্র পুত্রকে; আযুসা – আয়ু দ্বারা; অনুরক্‌খে – রক্ষা করে; সব্বভূতেসু – সকল জীবের প্রতি; এবম্পি – এরূপ; অপরিমাণং – অপ্রমেয়; মানসং ভাবযে – মৈত্রী ভাবনা করবে; উদ্ধং অধো চ – ওপরে ও নিচে; তিরিযঞ্চ – তির্যকভাবে; সব্বলোকস্মিং – সর্বত্র; অসম্বাধং – ভেদজ্ঞান রহিত; অবেরং – বৈরিতাহীন, শত্রুতাহীন; তিট্‌ঠং – স্থিত অবস্থায়; চরং – বিচরণ করতে করতে; নিসিন্নো বা –উপবিষ্ট অবস্থায়; সযনো বা – শায়িত অবস্থায়; যাবতা – যতক্ষণ; বিগতমিদ্ধো অস্‌স – মানসিক অলসতা বিগত হয়; এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্য – এ স্মৃতি অধিষ্ঠান করবে; ইদং ব্রহ্মবিহারমাহু – একে ব্রহ্মবিহার বলে। দিট্‌ঠিঞ্চ অনুপগম্ম – মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্বক; সীলবা দস্‌সনেন সম্পন্না – শীলবান ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন আর্যশ্রাবক ; কামেসু – কামের প্রতি; গেধং বিনেয্য – লিপ্‌সা বিদূরিত করে; গব্‌ভসেয্যং – গর্ভাশয়; পুনরেতি – পুনরায় আসেন না।

করণীয় মৈত্রী সূত্রের ভূমিকা

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। তখন বর্ষাবাসের প্রাক্কালে পাঁচশত ভিক্ষু ভগবানের নিকট থেকে কর্মস্থান গ্রহণ করেন। তারপর হিমালয়ের পাদদেশে মনোরম স্থানে বর্ষাবাস আরম্ভ করেছিলেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে ভিক্ষাচরণ করে তাঁরা নির্বিঘ্নে শ্রামণ্যধর্ম পালন করছিলেন। নির্মল বায়ু সেবনে ও নিয়মিত ধর্মাচরণে তাঁদের শরীর ও মন প্রফুল্ল হয়েছিল। সেখানে বহু বৃক্ষদেবতা বাস করতেন। ভিক্ষুগণের শীলতেজে তাঁরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করতে পারছিলেন না। ফলে আত্মীয়-স্বজন নিয়ে ইতঃস্তত পরিভ্রমণ করছিলেন। ভিক্ষুগণ কখন সেই স্থান পরিত্যাগ করে যাবেন অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু বর্ষাবাস শেষ না করে তাঁরা স্থান ত্যাগ করবেন না বুঝতে পেরে বৃক্ষদেবতাগণ উৎপাত শুরু করেন। তাঁরা রাতে বিরাট আকৃতি ধারণ করে ভিক্ষুদের কাছে এসে চীৎকার করতেন। চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়াতেন। তাঁদের উৎপাতে ভিক্ষুদের শীলের ব্যাঘাত ঘটল। মানসিক দুশ্চিন্তায় তাঁদের শরীর কৃশ হল। ২০২১

অতঃপর সকল ভিক্ষু পরামর্শ করে এর প্রতিকারের জন্য শ্রাবস্তীতে ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ তাঁদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন–'ভিক্ষুগণ, তোমরা কেন বর্ষাবাসের মধ্যে দেশভ্রমণ করছ? বর্ষাবাসে দেশভ্রমণ বিধিবদ্ধ নয়। তখন ভিক্ষুগণ তাঁদের অসুবিধার কথা ভগবানকে জানালেন। বুদ্ধ তাঁদেরকে পুনরায় সেস্থানে যাবার জন্য আদেশ দিলেন। অতঃপর তাঁদেরকে মৈত্রীসূত্র শিক্ষা দিয়ে বললেন–'এটাই তোমাদের পরিত্রাণ ও কর্মস্থান হবে।' ভিক্ষুরা পুনরায় সেস্থানে গিয়ে সেই পরিত্রাণ ভাবনা আরম্ভ করলেন। সেই পরিত্রাণের প্রভাবে ভিক্ষুগণ পুনরায় শীলতেজ প্রাপ্ত হলেন। বৃক্ষদেবতাগণও তাঁদের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হলেন।

সেজন্য করণীয় মৈত্রী সূত্রের ভূমিকায় বলা হয়েছে:

১. যে পরিত্রাণের প্রভাবে যক্ষগণ ভয় দেখাতে পারেন না, সেই সূত্র দিন রাত আলস্যহীন হয়ে ভাবনা করবে।

২. মৈত্রী সূত্র ভাবনাকারী সুখে নিদ্রা যায়। কোন কুস্বপ্ন দেখেন না।
এরূপ গুণযুক্ত পরিত্রাণ আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে পাঠ করব।

করণীয় মৈত্রী সূত্রের সারমর্ম

সাধকের মূল লক্ষ্য হবে নির্বাণ লাভ। তিনি সরল, শান্তস্বভাব ও অভিমানশূন্য হবেন। চঞ্চলতা পরিহার করে সাংসারিক জীবনের প্রতি অনাসক্ত হবেন। কোন পাপ কাজ করবেন না। ছোট-বড় সকল প্রাণীর প্রতি সর্বদা মৈত্রী চিত্তে অবস্থান করবেন। অল্পে তুষ্ট, শান্তেন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞাবান হবেন।

বঞ্চনা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও হিংসার বশবর্তী না হয়ে সকলের সুখ কামনা করাই ভাবনাকারীর একান্ত কর্তব্য। মা যেমন তার একমাত্র ছেলেকে নিজের জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করেন, অনুরূপভাবে সাধকও শত্রু–মিত্র ভেদাভেদ না রেখে সকলের প্রতি মৈত্রীভাবনা করবেন। স্থিত অবস্থায়, হাঁটতে হাঁটতে, উপবেশন অবস্থায়, শয়নে যতক্ষণ নিদ্রা যাবে না, ততক্ষণ এ স্মৃতি করবে। এর নাম 'ব্রহ্মবিহার'। মৈত্রীভাবনার মাধ্যমে যাঁরা কমপক্ষে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন; তাঁদের ভোগ ও কামলালসা বিদূরিত হয়। তাঁরা এ পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়ে সেখান থেকে নির্বাণ লাভ করেন।

টীকা
খুদ্দক পাঠ

খুদ্দক নিকায়ের প্রথম গ্রন্থ হল খুদ্দকপাঠ। 'ক্ষুদ্র পাঠ', 'অল্পতর পাঠ'– এ অর্থে গ্রন্থটির নামকরণ হয়েছে। নয়টি বিষয়বস্তু নিয়ে গ্রন্থটি সংকলিত হয়। যেমন - সরণত্তযং, দসসিক্‌খাপদং, দ্বাত্তিংসাকারো, কুমারপঞ্হা, মঙ্গল সুত্তং, রতন সুত্তং, তিরোকুড্ড্ সুত্তং, নিধিকণ্ড সুত্তং ও করণীয় মেত্ত সুত্তং।

ত্রিশরণ গ্রহণ ও দশশীল পালন শ্রামণদের নিত্যকর্ম। মানবদেহের ৩২টি অংশ নিয়ে 'দ্বাত্তিংসাকার'– অনিত্যভাবনার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। দেহের ক্ষণস্থায়িত্ব বোঝাতে এবং এর প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করার জন্যই এই পাঠ। চতুর্থ অংশ কুমার প্রশ্নে বৌদ্ধধর্মের মূল ধর্ম-দর্শন আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী পাঁচটি সূত্র মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠান, ত্রিরত্ন, প্রকৃত সম্পদ প্রভৃতি নিয়ে বর্ণিত। গ্রন্থটি শিক্ষানবিসদের শিক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।

মেত্তা

জীবন সাধনার পরিপূর্ণতায় মেত্তা বা মৈত্রী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৈত্রী সাধনা দ্বারা মানুষ ইহজীবনে অস্থির মনকে শান্ত করে লক্ষ্যস্থলে সহজে পৌঁছতে পারে। শুধু আধ্যাত্মিক জীবনে নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও এর অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। অনাবিল সুখ-শান্তির একমাত্র পথ। মনে সর্বক্ষণ মৈত্রীভাব পোষণ করা পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রকৃষ্টতম উপায়। চিত্ত ও মনে মৈত্রীভাব পোষণ করে ভাবনা করার নাম 'ব্রহ্মবিহার'। সাধনার সেই চারটি স্তর হল মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা। সুতরাং, মৈত্রী হল বৌদ্ধ সাধনার প্রথম স্তর। সাধক মনের উত্তেজনা ও হিংসাভাব বিদূরিত করে সুখে-শান্তিতে অবস্থান করেন।

মা যেমন তাঁর একমাত্র ছেলেকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেন, তদ্রূপ সকল প্রাণীর প্রতি প্রেম বিতরণের নামই মৈত্রী। এ প্রেম মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক মধুর করে এবং পরিবেশকে বিশুদ্ধ রাখে। মৈত্রী ভাবনা দ্বারা আত্ম-পর ভেদজ্ঞান লোপ পায়। সাধক সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী প্রসারিত করে শত্রুহীন, ভয়হীন ও বেদনাহীন হয়ে পরিপূর্ণ উদার মন নিয়ে অবস্থান করেন।

যিনি শত্রু-মিত্রের মধ্যস্থ ও আপনার মধ্যে বিভেদ দেখেন না তিনিই মৈত্রী ভাবনায় সফল হন। তিনি মনুষ্য-অমনুষ্য সকলের প্রিয়ভাজন হন। সুখে শয়ন করেন। দেবতা তাঁকে রক্ষা করেন। অগ্নি তাঁকে দহন করে না। শত্রু তাঁকে আক্রমণ করে না। তাঁর চিত্ত সমাহিত হয়। তিনি মৃত্যুকালে সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করেন। আর্যমার্গ ফল লাভ করে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। নির্বাণ সাক্ষাৎ করে বিমুক্ত হন।

লোকনীতি
সুজন কাণ্ড

১. সবিভরের সমাসেথ, সবিভ কুব্বেথ সন্থবং,
সতং সদ্ধম্মমঞ্ঞায়সেয়্যো হোতি ন পাপিযো।

২. চজ দুজ্জন সংসগ্‌গং, ভজ সাধু সমাগমং,
কর পুঞ্ঞমহোরত্তিং, সর নিচ্চমনিচ্চতং।

৩. যথা উদুম্বর পক্কা বহিরওকমেব চ,
অন্তো কিমিহি সম্পূণ্ণা এবং দুজ্জনহদযা।

৪. যথা'পি পনসপক্কা বহি কণ্টকমেব চ,
অন্তো অমতসম্পন্না এবং সুজনহদযা,

৫. সুক্‌খো'পি চন্দনতরু ন জহাতি গন্ধং,
নাগো গতো রণমুখে ন জহাতি লীলং,
যন্তগতো মধুরসং ন জহাতি উচ্ছুং;
দুক্‌খো'পি পণ্ডিজনো ন জহাতি ধম্মং।

৬. সীহো নাম জিঘচ্ছা'পি পণ্ণাদীনি ন খাদতি,
সীহো নাম কিসো চাপি নাগমংসং ন খাদতি।

৭. কুলজাতো কুলপুত্তো কুলবংসো সুরক্‌খতো,
অত্তনা দুক্‌খপ্পত্তো'পি হীনকম্মং ন কারযে।

৮. চন্দনং সীতলং লোকে, ততো চন্দ'ব সীতলং;
চন্দন চন্দং-সীতম্হা সাধুবাক্যং সুভাসিতং।

৯. উদেয্য ভানু পচ্ছিমে, মেরুরাজা নমেয্য'পি,
সীতলো যদি নরকগ্গি'পি, পব্বতগ্গে চ উপ্পলং
বিকসে, ন বিপরীতং সাধুবাক্যং কুদাচনং।

১০. সুখা রুক্‌খস্‌স ছাযা'ব, ততো ঞাতি মাতা-পিতু,
ততো আচরিযো রঞ্ঞো ততো বুদ্ধস্‌স'নেকধা।

১১. ভমরা পুপ্‌ফমিচ্ছন্তি, গুণমিচ্ছন্তি সজ্জনা,
মক্‌খিকা পূতিমিচ্ছন্তি, দোসমিচ্ছন্তি দুজ্জনা।

১২. মাতাহীনস্‌স দুব্ভাসা, পিতাহীনস্‌স দুক্কিরিযা,
উভো মাতা-পিতাহীনা দুব্ভাসা চ দুক্কিরিযা।

১৩. মাতাসেট্‌ঠস্‌স সুভাসা, পিতাসেট্‌ঠস্‌স সুক্কিরিযা,
উভো মাতা-পিতাসেট্‌ঠ সুভাসা চ সুক্কিরিযা।

১৪. সঙ্গামে সূরমিচ্ছন্তি, মন্তীসু অকুতূহলং,
পিযঞ্চ অন্ন-পানেসু, অত্থকিচ্চেসু পণ্ডিতং।

১৫. সুনখো সুনখং দিস্বা দন্তং দস্সেতি হিংসিতুং,
দুজ্জনো সুজনং দিস্বা রোসযং হিংসমিচ্ছতি।

১৬. মা চ বেগেন কিচ্চানি কারেসি কারাপেসি বা,
সহসা কারিতং কম্মং মন্দো পচ্ছানুতপ্পতি।

১৭. কোধং বিহিত্বা কদাচি ন সোচতি
মক্খপ্পহানং ইসযো বণ্ণযন্তি,
সব্বেসং ফরুসবাচং খমেথ
এতং খন্তিং উত্তমমাহু সন্তো।

১৮. দুক্খো নিবাসো সম্বাধে ঠানে অসুচিসঙ্কতে,
ততো অরিম্হি অপ্পিযে, ততো'পি অকতঞ্ঞুনা।

১৯. ওবদেয্য অনুসাসেয্য চ নিবারযে,
সতং হি সো পিযো হোতি, অসতং হোতি অপ্পিযো।

২০. উত্তমত্তনিবাতেন, সূরং ভেদেন নিজ্জযে,
নীচং অপ্পকদানেন, বীরিযেন সমং জযে।

২১. ন বিসং বিসমিচ্চাহু ধনং সঙ্ঘস্স উচ্চতে,
বিসং একং'ব হনতি সব্বং সঙ্ঘস্স সন্তকং।

২২. জবেন ভদ্রং জানাতি, বলিবদ্দঞ্চ বাহনা,
দুহেন ধেনুং জানাতি, ভাসমানেন পণ্ডিতং।

২৩. ধনমপ্পম্পি সাধুনং কূপে বারী'ব নিস্সযো,
বহুংবাপি অসাধুনং ন চ বারী'ব অণ্ণবে।

২৪. অপখেয্য ন পখেয্য, অচিন্তেয্যাং ন চিন্তযে,
ধম্মমেব সুচিন্তেয্য, কালং মোঘং ন অচ্চযে।

২৫. অচিন্তিতম্পি ভবতি, চিন্তিতম্পি বিনসস্সতি,
ন হি চিন্তমযা ভোগা ইত্থিযা পুরিসস্স বা।

২৬. অসন্তস্স পিযো হোতি, সন্তং ন কুরুতে পিযং,
অসতং ধম্মং রোচেতি তং পরাভবতো মুখং।

২৭. আপং পিবন্তি নো নজ্জা, রুক্খা খাদন্তি নো ফলং,
বস্সন্তি ক্বচি নো মেঘা, পরত্থায সতং ধনং।

২০২১

শব্দার্থ

সব্ভিরেব – সাধুর সঙ্গে; সমাসেথ – বাস কর; কুব্বেথ– মিত্রতা কর; সদ্ধম্মমঞ্ঞায় – সত্যধর্ম জানা থাকলে; চজ – ত্যাগ কর; দুজ্জনসংসগ্গং – দুর্জনের (খারাপ লোকের) সংসর্গ; ভজ – ভজনা কর, উপাসনা কর; সাধুসমাগমং – সাধু সমাগম; সর – স্মরণ কর; নিচ্চমনিচ্চতং (নিচ্চং + অনিচ্চতং) – নিত্য ও অনিত্যকে; যথা – যেমন; উদুম্বর – ডুমুর; বহিরত্ত – বহির্ভাগ; অন্তো – ভেতরভাগ; কিমিহিসম্পুণ্ণা – কৃমিতে পরিপূর্ণ; দুজ্জনহদযা – দুর্জনের হৃদয়; পনসপক্কা – পাকা কাঁঠাল; কন্টকমেব – কণ্টকময়, কাঁটায় পরিপূর্ণ; অমতসম্পন্না – অমৃতময়; সুজনহদযা – সুজনের (সৎব্যক্তির) হৃদয়; সুক্খো'পি – শুকালে; চন্দনতরু – চন্দনবৃক্ষ; ন জহাতি – ত্যাগ করে না; গতো – পতিত; নাগো – হাতি; যন্তগতো – যন্ত্র দ্বারা মাড়ালে (মর্দন করলে); উচ্ছুং – ইক্ষু, আখ; জিঘচ্ছা'পি – ক্ষুধার্ত হলে; পণ্ণাদীনি – তৃণপত্রাদি; ন খাদতি – খায় না; কিসো – কৃশ; নাগমংসং – হাতির মাংস; কুলজাতো – কুলীন বংশে; কুলবংসো – বংশের মর্যাদা; সুরক্খতো – সুরক্ষা করে; দুক্খপ্পত্তো'পি – দুঃখ পেলেও; হীনকম্মং – হীনকর্ম। ততো – তদপেক্ষা; চন্দন - চন্দ সীতমহা – চন্দন ও চন্দ্রকিরণের চেয়েও শীতল; সুভাসিতং – সুভাষিত; উদেয্য – উদিত হয়; ভানু – সূর্য; পচ্ছিমে – পশ্চিম দিকে; নমেয্য'পি – নমিত হয়; নরকগ্গি'পি – নরকাগ্নিও; পব্বতগ্গে – পর্বতাগ্রে; উপ্পলং – পদ্ম; বিকসে – প্রস্ফুটিত হয়; কুদাচনং – কদাচ, কখনও; রুক্খস্স – বৃক্ষের; ঞাতি – জ্ঞাতি; রঞ্ঞো – রাজা; সুখা – সুখদায়ক ; বুদ্ধস্স'নেকধা – বুদ্ধের শরণগ্রহণ; দুব্ভাসা – দুর্বাক, কটুভাষি; দুক্কিরিযা – দুষ্কর্মকারি, অনাচারি; মাতাসেট্ঠস্স – মাতা শিষ্টাচারি হলে; সুভাসা – সুভাষী; সুক্কিরিযা – সুকর্মী; সূরামিচ্ছতি – যোদ্ধার প্রয়োজন হয়; মন্তীসু – মন্ত্রণাদাতার; অকুতূহলং – নিরানন্দের সময়; পিযঞ্চ – প্রিয়জনের; অত্থকিচ্চেসু – অর্থ জানতে হলে; দন্তং দস্সেতি – দাঁত দেখায়; হিংসিতুং – হিংসা প্রকাশ করতে; রোসযং – আক্রোশ; মা চ কারেসি – কখনও করবে না; কারাপেসি – করাবে না; কিচ্চানি – কার্য; পচ্ছানুতপ্পতি – পরে অনুতপ্ত হয়। কোধং – ক্রোধ; বিহিত্বা – ত্যাগ করে; ন সোচতি – শোক করে না; মক্খপ্পহানং – অপরের দোষকীর্তন ত্যাগ করেছেন যাঁরা; ইসযো – ঋষিগণ; বণ্ণযন্তি – প্রশংসা করেন; ফরুসবাচং – পরুষ বাক্য, কর্কশ বাক্য; খমেথ – ক্ষান্ত থাকবে; উত্তমমাহু – উত্তম বলে; খন্তিং – ক্ষান্তি, ক্ষমা; সন্তো – সৎপুরুষ; সম্বাধে ঠানে – সঙ্কীর্ণ স্থানে; অসুচিসঙ্কতে – অপবিত্র স্থানে; অরিম্হি – শত্রুর সাথে; অপ্পিযে – অপ্রিয়ের সাথে; অকতঞ্ঞুনা – অকৃতজ্ঞ লোকের; ওবদেয্য – যে উপদেশ প্রদান করে; অনুসাসেয্য – যে অনুশাসন করে; অসতং অপ্পিযো হোতি – অসতের অপ্রিয় হয়; উত্তমত্তনিবাতেন – আত্মাভিমান ত্যাগ করে; বিরিযেন – বীর্যবলে; বিসং – বিষ; হনতি – হত্যা করে; সঙ্ঘস্স ধনং উচ্চতে – সঙ্ঘের ধনই প্রধান; একং'ব – একজনকে; জবেন – দ্রুতগতির জন্য; বলিবদ্দ – বলীবদ, বৃষভ; বাহনা – বাহন; দুহেন – দোহনে; ভাসমানেন – বাক্যালাপে; ধনমপ্পম্হি – অল্পধনেও; বারি'ব – জলের ন্যায়; অণ্ণব – সাগর; আপং – জল; পিবন্তি – পান করে; বস্সন্তি – বর্ষণ করে; পরত্থায় – পরোপকার; অপত্থেয্য – অপ্রার্থিত বস্তু; ন পত্থেয্য –প্রার্থনা করবে না; অচিন্তেয্যং – অচিন্তনীয় বিষয়; ধম্মমেব – ধর্মচিন্তাই; অচিন্তিতম্পি –যা চিন্তা করা হয় নি; বিনস্সতি – বিনষ্ট হয়; চিন্তামযা – যা চিন্তা করে ঠিক করা হয়েছে; ইত্থিযা-পুরিসস্স – স্ত্রী–পুরুষের; অসন্তস্স – অসাধুর; রোচেতি – পছন্দ হয়; পরাভবতো – পরাজিত হয়; সুজন – বন্ধু; কাণ্ড – শ্রেণি, বিভাগ।

সংক্ষিপ্ত অনুবাদ

সাধুর সঙ্গে বাস ও মিত্রতা করাই উত্তম। সত্যধর্ম জানা থাকলেই ভাল। দুর্জনের সংসর্গ ত্যাগ, সাধুর ভজনা, দিন-রাত পুণ্যকর্ম সম্পাদন ও নিত্য-অনিত্যকে স্মরণ করাই শ্রেয়।

কাঁঠালের বাইরের অংশ কাঁটাযুক্ত। ভেতরভাগ অমৃতময়। সেরূপ সুজনের বহির্ভাগ সুন্দর না হলেও হৃদয় কিন্তু গুণময়।

চন্দন বৃক্ষ শুকালেও সুগন্ধ থাকে। হাতি রণমুখে পতিত হলেও ক্রীড়া ত্যাগ করে না। সেরূপ পণ্ডিত ব্যক্তি দুঃখে

২০২১

পতিত হলেও ধর্ম ত্যাগ করে না।

সিংহ ক্ষুধার্ত হলেও ঘাস খায় না। সিংহ অনাহারে দুর্বল হলেও হাতির মাংস খায় না। কুলপুত্র বংশের মর্যাদা রক্ষা করে। সে নিজে দুঃখ পেলেও হীনকর্ম করে না।

এ জগতে চন্দন শীতল। তার চেয়ে চন্দ্রের কিরণ আরও শীতল। কিন্তু চন্দন ও চন্দ্রকিরণের চেয়ে সাধুর সুভাষিত বাক্য সর্বাপেক্ষা শীতল।

কোনদিন সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হতে পারে। মেরুরাজ নমিত হতে পারে। নরকের অগ্নি শীতল হতে পারে। পর্বতের অগ্রভাগে পদ্ম ফুল ফুটতে পারে। কিন্তু যাঁরা সৎপুরুষ, তাঁদের বাক্য বিপরীত হতে পারে না।

বৃক্ষের ছায়ায় শ্রান্তের সুখ লাভ হয়। তা অপেক্ষা মাতা-পিতা ও জ্ঞাতিগণের আশ্রয় সুখকর। তার চেয়ে আচার্য ও রাজার আশ্রয় সুখদায়ক। বহুগুণে গুণান্বিত বুদ্ধের শরণ সর্বাপেক্ষা সুখকর।

ভ্রমরেরা ফুল পেতে ইচ্ছা করে। সজ্জনেরা গুণ অর্জনে ব্যাপৃত থাকে। মাছি পচাগন্ধ ভালবাসে। আর দুর্জনেরা দোষ গ্রহণ করে।

নিচকুলে জন্মজাত পুত্র কর্কশভাষি হয়। অনুরূপ পিতার পুত্রও অনাচারে রত হয়। মাতা-পিতা উভয়েই নিচকুলের হলে পুত্র মুখরা ও অনাচারি হয়।

সংগ্রামে যোদ্ধার প্রয়োজন হয়। অসময়ে মন্ত্রদাতার পরামর্শ নিতে হয়। ভোজনে প্রিয়জনকে সাথে রাখতে হয়। আর দুরূহ বিষয় জানতে হলে পন্ডিতের সান্নিধ্য দরকার।

এক কুকুর অন্য কুকুরকে দেখলে দাঁত বের করে হিংসা করে। সেরূপ দুর্জন সুজনকে দেখে আক্রোশ ও হিংসাপরায়ণ হয়। ক্রোধ ত্যাগ করলে কখনো শোক করতে হয় না। যারা অপরের দোষকীর্তন থেকে বিরত থাকে তাদেরকে ঋষিগণ প্রশংসা করেন। কর্কশ বাক্য বলা থেকে ক্ষান্ত থাকবে। সৎপুরুষেরা ক্ষান্তিগুণকে উত্তম বলে প্রশংসা করেছেন।

সংকীর্ণ ও অপবিত্র স্থানে বাস করা দুঃখজনক। তার চেয়ে শত্রু ও অপ্রিয় লোকের সাথে বাস করা দুঃখকর। অকৃতজ্ঞ লোকের সাথে বাস করা অধিক দুঃখজনক।

যে উপদেশ দেয়, অনুশাসন করে; অন্যায় কার্য থেকে নিবারণ করে; সে সৎ-এর প্রিয়পাত্র হয় বটে, কিন্তু অসৎ-এর অপ্রিয় হয়।

আত্মাভিমান ত্যাগ করে শ্রেষ্ঠজনকে জয় কর। ভেদ ব্যবহারে বীরপুরুষকে পরাজয় কর। নীচ-হৃদয়কে দান দিয়ে পরাভূত কর। প্রচেষ্টা বলে সমজনকে পরাজিত কর।

বিষ বিষ নয়। সঙ্ঘের ধনই প্রধান বিষ। বিষ একজনকে হত্যা করে। কিন্তু সঙ্ঘ-সম্পত্তি সকলকে বিনাশ করে।

দ্রুতগতি দেখে অশ্বকে জানা যায়। ভার বহনে বৃষের শক্তি বোঝা যায়। দোহনে ধেনুর পরিচয় পাওয়া যায়। বাক্যালাপে পণ্ডিতকে বুঝতে হয়।

কূপের জলের ন্যায় সাধু ব্যক্তির অল্প ধনেও উপকার হয়। সাগরের জলের মত অসাধু ব্যক্তিরবহু ধনেও হিতসাধন হয় না।

নদী কখনো জলপান করে না। বৃক্ষ কখনো ফল খায় না। মেঘ বারি বর্ষণে মানুষের উপকার করে। সেরূপ, সাধু পরুষের ধন পরহিতার্থে ব্যয় করা হয়।

২০২১

অপ্রার্থিত বস্তুর চিন্তা করবে না। অচিন্তনীয় বিষয়ের চিন্তা করবে না। ধর্মচিন্তাই সুচিন্তার বিষয়। অযথা সময় কাটাবে না।

যা চিন্তা করা হয় না, তাও ঘটে থাকে। যা চিন্তা করে ঠিক করা হয়েছে, তাও একদিন বিফল হয়। স্ত্রী–পুরুষ চিন্তানুরূপ ফল কখনো ভোগ করতে পারে না।

যে অসাধুর প্রিয় হয়, সাধুর সেবা করে না, অধর্মকে ভালবাসে; সে সর্বদা পরাজিত হয়।

টীকা

লোকনীতি

সর্বস্তরের মানুষ যে নীতি অনুসরণ করলে সর্বপ্রকার উন্নতি সাধিত হয় তার নাম লোকনীতি। গাথাগুলোর অধিকাংশ পালি ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে হুবহু মিল আছে। যেমন – সুজন কাণ্ডের ১নং গাথা ধম্মপদ-এ, ৩নং গাথা জাতকে, ২৬ নং গাথা সেল সুত্ত-এ, ২৭ নং গাথা পরাভব সুত্ত-এ বর্ণিত হয়েছে। এরকম আরও অনেক গাথা পালিগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। তবে স্থান বিশেষে চাণক্য শ্লোকেরও পুনরাবৃত্তি আছে। শুধু পালিতে ভাষান্তর করা হয়েছে।

লোকনীতি গ্রন্থটি ক্ষুদ্রকায়। এর বিষয়বস্তুকে সাতটি কাণ্ডে বা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা – ১। পণ্ডিত কাণ্ড; ২। সুজন কাণ্ড; ৩। বাল-দুজ্জন কাণ্ড; ৪। মিত্ত কাণ্ড, ৫। ইত্থি কাণ্ড, ৬। রাজা-কাণ্ড, ৭। পকিণ্নক কাণ্ড।

প্রত্যেকটি কাণ্ডের গাথাগুলো নামের সাথে সম্পৃক্ত। বলতে গেলে, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের চলার পথে উপদেশগুলো মনে রেখে অগ্রসর হলে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়। তাই গাথাগুলো অনুবাদসহ মুখস্থ করতে পারলে ভাল হয়।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

১। বুদ্ধ কাদের উদ্দেশ্যে 'করণীয় মেত্ত সুত্ত' দেশনা করেছিলেন? এ সূত্রের পটভূমি সংক্ষেপে বিবৃত কর।

২। করণীয় মেত্ত সুত্ত-এর সারমর্ম লেখ।

৩। করণীয় মেত্ত সুত্ত-এর আলোকে 'মেত্তা' সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখ।

৪। লোকনীতি গ্রন্থের সুজন কাণ্ডের যে কোন তিনটি পালি গাথা বাংলা অনুবাদসহ উদ্ধৃত কর।

৫। সুজন কাণ্ডের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব নির্ধারণ কর।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

১। ব্রহ্মবিহার কাকে বলে?

২। নির্বাণ লাভেচ্ছু ব্যক্তির করণীয় কী কী?

৩। 'সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা'। – উদ্ধৃত অংশটির তাৎপর্য বাংলায় বুঝিয়ে লেখ।

৪। অনুবাদ কর ঃ

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে,
এবম্পি সববভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

৫। খুদ্দক পাঠ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দাও।

৬। লোকনীতি কী? লোকনীতির বিষয়বস্তু কয়টি কাণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে? সেগুলোর নাম লেখ।

৭। 'কুলপুত্র দুঃখ পেলেও হীনকর্ম করেন না।'— কথাটির তাৎপর্য কী?

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

মেত্তঞ্চ ———— মানসং ভাবযে ————।

উদ্ধং ———— চ তিরিযঞ্চ ———— অবেরমসপত্তং।

অসন্তস্স ———— হোতি, সন্তং ন ———— পিযং,

অসতং ———— রোচেতি ———— তং পরাভবতো ————।

ঘ. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ

১। বর্ষাবাসের পূর্বে কয় শত ভিক্ষু কর্মস্থান গ্রহণ করেছিলেন?

ক. চারশত খ. পাঁচশত

গ. ছয়শত ঘ. সাতশত

২। কর্মস্থান গ্রহণকারী ভিক্ষুদের সামনে কারা দুর্গন্ধ ছড়াতেন?

ক. মানুষেরা খ. নাগকন্যারা

গ. পাগলেরা ঘ. বৃক্ষদেবতারা

৩। 'সুভরো' শব্দের অর্থ কী?

ক. সুখপোষ্য খ. দুগ্ধপোষ্য

গ. ঘৃতপোষ্য ঘ. যমজপোষ্য

৪। দাঁড়ানো অবস্থায়, গমনে, শয়নে, উপবেশনে যে ভাবনা করতে হয় তার নাম কী?

ক. প্রমোদবিহার খ. নৌবিহার

গ. ব্রহ্মবিহার ঘ. মৈত্রীবিহার

৫। 'সক্কো' শব্দের বাংলা অর্থ কোনটি?

ক. দক্ষ খ. অকুটিল

গ. মিষ্টভাষী ঘ. নিরভিমান

৬। বৌদ্ধ সাধকের মূললক্ষ্য কী?

ক. মোক্ষলাভ খ. অর্থলাভ

গ. সম্পদ লাভ ঘ. নির্বাণ লাভ

২০২১

৭। সুজন কাণ্ড কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?

ক. খুদ্দক পাঠ　　খ. লোকনীতি

গ. সুত্তনিপাত　　ঘ. বিমানবত্থু

৮। সুজনের হৃদয় কীরূপ?

ক. ধ্যানময়　　খ. প্রজ্ঞাময়

গ. গুণময়　　ঘ. শ্রুতময়

৯। সাধুপুরুষের ধন কিভাবে ব্যয় করা হয়?

ক. রাষ্ট্রীয়কার্যে　　খ. ব্যক্তি স্বার্থে

গ. সামাজিকতায়　　ঘ. পরহিতার্থে

১০। 'জবেন' শব্দের অর্থ কী?

ক. দ্রুতগতির জন্য　　খ. দুর্গতির জন্য

গ. জীবের জন্য　　ঘ. জীবিকার জন্য

পঞ্চম অধ্যায়

ধম্মপদ

পপ্ফ বগ্গ

১। কো ইমং পঠরিং বিজেস্সতি যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং?
কো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্ফমিব পচেস্সতি?

২। সেখো পঠবিং বিজেসস্তি যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং,
সেখো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্ফমিব পচেস্সতি।

৩। ফেণুপমং কাযমিমং বিদ্বিত্বা মরীচিধম্মং অভিসম্বুধানো,
ছেত্বান মারস্স পপুপ্ফকানি অদস্সনং মচ্ছুরাজস্স গচ্ছে।

৪। পুপ্ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং,
সুত্তং গামং মহোঘো'ব মচ্চু আদায গচ্ছতি।

৫। পুপ্ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং,
অতিত্তং যেব কামেসু অন্তকো কুরুতে বসং।

৬। যথাপি ভমরো পুপ্ফং বণ্ণগন্ধং অহেঠযং,
পলেতি রসমাদায এবং গামে মুনী চরে।

৭। ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং,
অত্তনো'ব অবেক্খেয্য কতানি অকতানি চ।

৮। যথাপি রুচিরং পুপ্ফং বণ্ণবন্তং অগন্ধকং,
এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুব্বতো।

৯। যথাপি রুচিরং পুপ্ফং বণ্ণবন্তং সগন্ধকং,
এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি সকুব্বতো।

১০। যথাপি পুপ্ফরাসিম্হা কযিরা মালাগুণে বহু,
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তববং কুসলং বহুং।

১১। ন পুপ্ফগন্ধো পটিবাতমেতি ন চন্দনং তগর মল্লিকা বা,
সতঞ্চ গন্ধো পটিবাতমেতি সব্বা দিসা সপ্পুরিসো পবাতি।

১২। চন্দনং তগরং বা'পি উপ্পলং অথ বস্সিকী,
এতেসং গন্ধ জাতানং সীলগন্ধো অনুত্তরো।

১৩। অপ্পমত্তো অযং গন্ধো যা'যং তগরচন্দনী,
যো চ সীলরতং গন্ধো বাতি দেবেসু উত্তমো।

২০২১

১৪। তেসং সম্পন্নসীলানং অপ্পমাদবিহারিনং,
সম্মদঞ্ঞা বিমুত্তানং মারো মগ্গং ন বিন্দতি।

১৫। যথা সংকারধানস্মিং উজ্‌ঝিতস্মিং মহাপথে,
পদুমং তত্থ জাযেথ সুচিগন্ধং মনোরমং।

১৬। এবং সংকারভূতেসু অন্ধভূতে পুথুজ্জনে,
অতিরোচতি পঞ্ঞায সম্মাসম্বুদ্ধসাবকো।

শব্দার্থ

কো – কে; **ইমং** – এই; **পঠবিং** – পৃথিবী; **বিজেস্‌সতি** – জয় করবে; **যমলোকঞ্চ** – যমলোকসহ; **সদেবকং** – দেবলোকসহ; **সুদেসিতং** – সুদেশিত; **কুসলো** – দক্ষ; **পুপ্‌ফমিব** – পুষ্পের ন্যায়; **পচেস্‌সতি** – আহরণ করবে; **সেখো** – শিক্ষাব্রতী, শিক্ষার্থী; **ফেণূপমং** – ফেনপিন্ডের ন্যায়; **মরীচিধম্মং** – মরীচিকা বিশেষ; **অভিসম্বুধানো** – সম্যকরূপে উপলব্ধি করে; **ছেত্ত্বান** – ছেদন করে; **মারস্‌স পপুপ্‌ফকানি** – মারের ফুলশর, কামে আসক্তি; **অদস্‌সনং** – অদৃশ্য, দৃষ্টির বাইরে; **মচ্চুরাজস্‌স** – মৃত্যুরাজের। **পচিনন্তং** –আহরণে নিরত; **ব্যসত্তমনসং** – আসক্ত চিত্ত; **সুত্তং** – সুপ্ত; **গামং** – গ্রাম; **মহোঘো'ব** – প্রবল স্রোতের ন্যায়; **আদায গচ্ছতি** – নিয়ে যায়; **মচ্চু** – মৃত্যু; **কামেসু** – কামে; **অন্তকো** – মৃত্যু; **অতিত্তং** – অতৃপ্ত; **ভমরো** – ভ্রমর; **যথাপি** – যেমন; **বণ্ণগন্ধ** – বর্ণগন্ধ; **বিলোমানি** – বিচ্যুতি; **পরেসং** – পরের; **কতাকতং** –বৃত ও অকৃত; **অবকখেয্য** –লক্ষ্য রাখবে; **রুচিরং** – সুন্দর; **বণ্ণবন্তং** – বর্ণযুক্ত; **অগন্ধকং** – গন্ধহীন; **অফলা** – নিষ্ফল; **অকুব্বতো** – নিরর্থক; **সকুব্বতো** – সার্থক; **পুপ্‌ফরাসিম্‌হা** – পুষ্পরাশি থেকে; **মালাগুণে বহু** – নানাবিধ মাল্য; **জাতেন মচ্চেন** – যে মানব জন্মগ্রহণ করেছে; **কতব্বং** – কর্তব্য; **পটিবাতমেতি** – বায়ুর প্রতিকূলে প্রবাহিত হয়; **সব্বাদিসা** – সকল দিক; **সপ্পুরিসো** – সৎপুরুষ; **পবাতি** – প্রবাহিত হয় ; **বা'পি** – কিংবা; **বস্‌সিকী** – চামেলী; **এতেসং** – এদের থেকে; **অনুত্তরো** – উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ; **অপ্পমত্তো** – অল্পমাত্র, অপ্রমত্ত; **সম্পন্নসীলানং** – শীলে পরিপূর্ণ; **অপ্পমাদবিহারিনং** – অপ্রমাদপরায়ণ; **সম্মদঞ্ঞা** – সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়ে; **বিমুত্তানং** – বিমুক্ত হয়ে; **ন বিন্দতি** – জানতে পারে না ; **সংকারধানস্মিং** – আবর্জনারাশিতে; **উজ্‌ঝিতস্মিং** – পরিত্যক্ত স্থানে; **পদুমং তত্থ জায়তে** – তথায় পদ্ম জন্মে; **সূচিগন্ধং** – পবিত্র সুগন্ধযুক্ত; **অন্ধভূতে পুথুজ্জনে** – অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে; **অতিরোচতি** – আলোকিত হয়; **পঞ্ঞায** – প্রজ্ঞায়; **সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স সাবকো** – সম্যক সম্বুদ্ধের শ্রাবক।

সারাংশ

উদ্যান থেকে পুষ্প চয়নের ন্যায় বুদ্ধবাণী সংগৃহীত হয়েছে। সদ্ধর্ম-শিক্ষার্থী যমলোকসহ দেব-মনুষ্যলোক জয় করতে সক্ষম। কামনা-বাসনাহীন ভিক্ষু এ দেহকে ক্ষণভঙ্গুর মনে করে মারের প্রভাব অতিক্রম করেন। কামপরায়ণ ব্যক্তি পুষ্পচয়নকারীর ন্যায় ভোগবাসনায় লিপ্ত হয়। অতৃপ্ত হৃদয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মুক্তিকামী ভিক্ষু বত্রিশ প্রকার ঘৃণ্যবস্তুতে পরিপূর্ণ এ মরদেহের প্রতি মমত্ববোধ ত্যাগ করেন। আর্যমার্গ অনুশীলন করে নির্বাণ উপলব্ধি করেন।

ভ্রমর পুষ্পের বর্ণগন্ধ নষ্ট না করে কেবল মধু আহরণ করে। সেরূপ ধ্যানপরায়ণ ভিক্ষু কারো ক্ষতি না করে লোকালয় থেকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। পরের দোষগুণ অন্বেষণ করে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। নিজের দোষগুণ বিচার করাই শ্রেয়। সুন্দর পুষ্পের গন্ধ না থাকলে সমাদৃত হয় না। তদ্রূপ সুভাষিত বাক্য প্রতিপালিত না হলে নিষ্ফল হয়। সুভাষিত বুদ্ধবচন আচরণের ওপর সাফল্য নির্ভর করে। মালাকার নানা প্রকার ফুল আহরণ করে সুন্দর মালা তৈরি করে। সেরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিও বিবিধ পুণ্য সঞ্চয় করে মুক্তির পথ সুগম করেন। চন্দন, টগর, মল্লিকা প্রভৃতি ফুলের গন্ধ বিপরীতে গমন করে না। কিন্তু শীলগন্ধের সৌরভ চারদিকে আমোদিত হয়। সৎপুরুষের যশগুণ সর্বত্র

পরিব্যাপ্ত হয়। বুদ্ধ শ্রাবকগণ তাঁদের শীলগন্ধে চারদিক প্রমোদিত করেন। সর্বপ্রকার গন্ধের চেয়ে শীলগন্ধই উত্তম। শীলবান ব্যক্তির খ্যাতি দেবতাদের মধ্যেও প্রসারিত হয়।

শীলবান ও উদ্যমী ভিক্ষুর গতি মারের গোচরীভূত নয়। রাজপথে পরিত্যক্ত আবর্জনার স্তূপেও মনোরম সুগন্ধযুক্ত পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। সেরূপ অবিদ্যাচ্ছন্ন মানব সমাজেও বুদ্ধ শিষ্যগণ তাঁদের চরিত্র ও জ্ঞান-সৌরভে প্রদীপ্ত হন।

টীকা

ধম্মপদ

খুদ্দক নিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ধম্মপদ' বৌদ্ধশাস্ত্রে সবচেয়ে পরিচিত ও প্রচারিত গ্রন্থ। নৈতিক মূল্য বিচারে গ্রন্থটি সর্বত্র সমাদৃত। 'ধর্মপদ'-এর 'ধর্ম' শব্দের অর্থ স্বাভাবিক, নীতি, বিষয়, পদ্ধতি, পুণ্য। আর 'পদ' বলতে কারণ, পথ, রাস্তা, উপায়, মার্গ বোঝায়। সুতরাং, ধম্মপদ বা ধর্মপদ শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'পুণ্যের পথ', 'ধর্মের পথ', 'সত্যের পথ'।

ধর্মপদে ৪২৩টি গাথা আছে। গাথাগুলো ২৬টি বর্গে বিভক্ত। আলোচ্য বিষয়ের নাম অনুসারে বর্গগুলোর নামকরণ করা হয়েছে। ধর্মপদের ২৬টি বর্গ নিম্নরূপ ঃ যমক, অপ্পমাদ, চিত্ত, পুপ্ফ, বাল, পণ্ডিত, অরহন্ত, সহস্স, পাপ, দণ্ড, জরা, অত্ত, লোক, বুদ্ধ, সুখ, পিয, কোধ, মল, ধম্মট্ঠ, মগ্গ, পকিণ্ণক, নিরয, নাগ, তণ্হা, ভিক্খু ও ব্রাহ্মণ বগ্গ।

নৈতিক উপদেশ ছাড়াও বৌদ্ধ ধর্মের তাত্ত্বিক উপদেশে ধম্মপদ সমৃদ্ধ। চতুরার্য সত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ সম্বন্ধে এতে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্গগুলোর বিষয়বস্তু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশে ভরপুর।

বাল বগ্গ

১। দীঘা জাগরতো রত্তি দীঘং সন্তস্স যোজনং,
দীঘো বালানং সংসারো সদ্ধম্মং অবিজানতং।

২। চরংচে নাধিগচ্ছেয্য সেয্যং সদিসমত্তনো,
একচরিযং দল্হং কযিরা নত্থি বালে সহাযতা।

৩। পুত্তামত্থি ধনমত্থি ইতি বালো বিহঞ্ঞতি,
অত্তাহি অত্তনো নত্থি কুতো পুত্তো কুতো ধনং।

৪। যো বালো মঞ্ঞতি বাল্যং পণ্ডিতো বা'পি তেন সো,
বালো চ পণ্ডিতমানী স বে বালো'তি বুচ্চতি।

৫। যাবজীবংপি চে বালো পণ্ডিতং পযিরুপাসতি,
ন সো ধম্মং বিজানাতি দব্বী সূপরসং যথা।

৬। মুহুত্তম্পি চে বিঞ্ঞূ পণ্ডিতং পযিরুপাসতি,
খিপ্পং ধম্মং বিজানাতি জিব্হা সূপরসং যথা।

৭। চরন্তি বালা দুম্মেধা অমিত্তেনে'ব অত্তনা,
করোন্তা পাপকং কম্মং যং হোতি কটুকপ্ফলং।

৮। ন তং কম্মং কতং সাধু যং কত্বা অনুতপ্পতি,
যস্স অস্সুমুখো রোদং বিপাকং পটিসেবতি।

৯। তং চ কম্মং কতং সাধুং যং কত্বা নানুতপ্পতি,
যস্স পতীতো সুমনো বিপাকং পটিসেবতি।

১০। মধু'ব মঞ্ঞতি বালো যাব পাপং ন পচ্চতি,
যদা চ পচ্চতি পাপং অথ বালো দুক্খং নিগচ্ছতি।

১১। মাসে মাসে কুসগ্গেন বালো ভুঞ্জেথ ভোজনং,
ন সো সংখতধম্মানং কলং অগ্ঘতি সোলসিং।

১২। ন হি পাপং কতং কম্মং সজ্জু খীরং'ব মুচ্চতি,
ডহন্তং বালমন্বেতি ভস্মাচ্ছন্নো'ব পাবকো।

১৩। যাবদেব অনত্থায ঞত্তং বালস্স জাযতি,
হন্তি বালস্স সুক্কংসং মুদ্ধমস্স বিপাতযং।

১৪। অসতং ভাবনমিচ্ছেয্য পুরেক্খারঞ্চ ভিক্খুসু,
আবাসেসু চ ইস্সরিযং পূজা পরকুলেসু চ।

১৫। মমেব কতঞ্ঞন্তু গিহী পব্বজিতা উভো,
মমেবাতিবসা অস্সু কিচ্চাকিচ্চেসু কিস্মিচি।
ইতি বালস্স সংকপ্পো ইচ্ছামানো চ বড্ঢতি।

১৬। অঞ্ঞাহি লাভূপনিসা অঞ্ঞা নিব্বানগামিনী,
এবমেতং অভিঞ্ঞায ভিক্খু বুদ্ধস্স সাবকো
সক্কারং নাভিনন্দেয্য বিবেকমনুব্রূহযে।

শব্দার্থ

দীঘা – দীর্ঘ; জাগরতো – জেগে থাকে; রত্তি – রাত; সন্তস্‌স – শ্রান্ত ব্যক্তির; বালানং – অজ্ঞদের; সদ্ধম্মং – সদ্ধর্ম; সংসারো – সংসার; অবিজানতং – অনভিজ্ঞ; চরংচে – [সংসারে] বিচরণ; নাধিগচ্ছেয্য –পাওয়া যায় না; সেয্যং – উন্নত ; সদিসমত্তনো – নিজের সদৃশ; একচরিযং – একাকি বিচরণ; দল্‌হং – দৃঢ়তা; সহাযতা – সাহচর্য; পুত্তামত্থি (পুত্তং + অত্থি) – পুত্র আছে; ধনমত্থি (ধনং + অত্থি) – ধন আছে; বিহঞ্ঞতি – চিন্তা করে; অত্তাহি অত্তনো নত্থি – নিজেই নিজের নয়; কুতো – কিরূপ; যো – যে; মঞ্ঞতি – মনে করে; পণ্ডিতমানী – পণ্ডিতাভিমানী, যে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে; ॥– বলা হয়; কথিত হয়; যাবজীবম্পি – আজীবন; পযিরুপাসতি – সান্নিধ্যে বাস করে; বিজানাতি – সম্যকভাবে জানতে পারে; খিপ্‌পং – শীঘ্র, মুহূর্তকাল; দব্বী – চামচ; সূপরসং – তরকারির স্বাদ ; বালা দুম্মেধা – মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন মূর্খগণ; অমিত্তো – অমিত্র, শত্রু; করোন্তা পাপকং কম্মং – পাপকর্ম করে; কটুকপ্‌ফলং – দুঃখময় ফল; অনুতপ্পতি – অনুতাপ করে; যস্‌স – যার; অস্‌সমুখো – অশ্রুমুখে; রোদং – রোদন, কান্না; সুমনো – প্রসন্নচিত্ত; পটিসেবতি – ভোগ করে; নানুতপ্পতি –অনুতাপ করতে হয় না; যাব পাপং ন পচ্চতি – যতদিন পাপ পরিণতি লাভ না করে; বালো দুক্‌খং নিগচ্ছতি – মূর্খকে দুঃখ ভোগ করতে হয়; কুসগ্গেন – কুশাগ্র দ্বারা, তৃণ বিশেষের অগ্রভাগ দ্বারা; ভুঞ্জেথ – আহার করে; সংখাত ধম্মানং – জ্ঞাতধর্মা ব্যক্তির, যে ব্যক্তি ধর্ম জ্ঞাত হয়; ন অগ্‌ঘতি – যোগ্য হয় না; সোলসিং – ষোলভাগের একভাগ; সজ্জু – সদ্য; খীরং'ব – দুধের ন্যায়; মুচ্চতি – রক্ষা পায় ; বিমুক্ত থাকে; ভস্মাচ্ছন্নো'ব পাবকো – ভস্মাচ্ছন্ন আগুনের ন্যায়; অনত্থায – অনর্থের জন্য; মুদ্ধং – শির, মাথা; সুক্কং – সৌভাগ্য; ভাবনমিচ্ছেয্য – লাভের ইচ্ছা করে; পুরেক্‌খারং – প্রাধান্য; ইস্‌সরিযং – আধিপত্য ; মমেব কতমঞ্ঞন্তু – আমার দ্বারা কৃত মনে করুক ; কিচ্চাকিচ্চেসু – কর্তব্য ও অকর্তব্যে; সংকপ্‌পো –সংকল্প; মানো – অভিমান ; বড্‌ঢতি – বৃদ্ধি পায়; লাভূপনিসা – লাভের উপায়; অভিঞ্ঞায – পরিজ্ঞাত হয়ে; সক্কারং – সৎকার; নাভিনন্দেয্য – কামনা করবে না।

মর্মার্থ

বাল বর্গে মূর্খ ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে। নিদ্রাহীন ব্যক্তির রাত দীর্ঘ হয়। পথশ্রান্ত ব্যক্তির অল্পপথও দীর্ঘ মনে হয়। সেরূপ সদ্ধর্মে অজ্ঞ ব্যক্তির সংসার যাত্রাও দীর্ঘ হয়। সেজন্য সংসার চলার পথে নিজের সমান অথবা উৎকৃষ্টতর সঙ্গী থাকা দরকার। নতুবা একাকী বিচরণ করাই শ্রেয়। কখনো মূর্খের সাহচর্য করবে না।

মূর্খ ব্যক্তি নিজেকে পণ্ডিত মনে করে। আসলে সে প্রকৃতই মূর্খ। সারাজীবন ধর্মচর্চা করলেও ধর্মের স্বাদ বুঝতে পারে না। বিজ্ঞ ব্যক্তি মুহূর্তকাল পণ্ডিতের সান্নিধ্য পেলে ধর্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারেন। মূর্খকে চামচের সঙ্গে এবং জিহ্বাকে পণ্ডিতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। জিহ্বা তরকারির স্বাদ সহজে বোঝে কিন্তু চামচ তা পারে না।

নির্বোধ ব্যক্তি নিজের হিতাহিত বুঝতে পারে না। নিজের প্রতি নিজেই শত্রুতাচরণ করে। এমন কার্য করবে না যার জন্য অনুশোচনা করতে হয়। যে কর্ম দ্বারা ইহ-পরকালের হিতসাধন হয় তা করা উচিত। পাপকর্মের ফল পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত মূর্খ ব্যক্তি আনন্দ পায়। ফল দিতে আরম্ভ করলে ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করে। মূঢ় ব্যক্তি দীর্ঘদিন কুশাগ্রে বসে আহার করলেও তপস্যা হয় না। অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তির ধর্মাচরণজনিত পুণ্যের ষোলভাগের একভাগও হয় না। শিল্পজ্ঞান ও ধনার্জন মূর্খব্যক্তিকে বিনাশের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তি তা যথাযথ ব্যবহারের দ্বারা সম্মান ও প্রভূত পুণ্যের অধিকারী হয়।

অজ্ঞ ভিক্ষুরাই বিহার, প্রভুত্ব, নায়কত্ব লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকে। ফলে ভাবনা ও মার্গফল লাভের অন্তরায় হয়। বুদ্ধশিষ্য শীলবান ভিক্ষুরা লাভ সৎকার পরিত্যাগ করে মুক্তিমার্গ অনুসরণ করেন।

টীকা

অভিঞ্ঞা

অভিঞ্ঞা বলতে অভিজ্ঞা বা উচ্চতর জ্ঞান বোঝায়। অভিজ্ঞা লৌকিক ও লোকোত্তর ভেদে দ্বিবিধ।

বিবিধি ঋদ্ধি, (অলৌকিক শক্তি), দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত জ্ঞান, অতীত জন্মের স্মৃতি, দিব্যচক্ষু বা প্রাণিগণের জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞানই লৌকিয় অভিজ্ঞা।

আসবক্ষয় জ্ঞান বা অকুশল মনোবৃত্তির ধ্বংসই লোকোত্তর অভিজ্ঞা। এতেই প্রকৃত দুঃখমুক্তি ঘটে। অর্হত্বফল লাভ হয়।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

১। পুপ্‌ফ বগ্‌গ-এর সারাংশ লেখ।

২। 'এতেসং গন্ধজাতানং সীলগন্ধো' অনুত্তরো' - উদ্ধৃত গাথাংশের আলোকে শীলগুণ বর্ণনা কর।

৩। ধম্মপদ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। বাল বর্গের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।

৫। বাল বর্গের উপমাগুলোর মাধ্যমে মূর্খলোকের স্বরূপ তুলে ধর।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

১। দক্ষ মালাকারের সাথে পন্ডিত ব্যক্তির সাদৃশ্য কোথায়?

২। বুদ্ধশিষ্যগণের চরিত্র ও জ্ঞান-সৌরভ কীভাবে প্রদীপ্ত হয়?

৩। ধর্মপদের ছাব্বিশটি বর্গের নাম লেখ।

৪। বাল বর্গের আলোকে মূর্খ ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে আলোকপাত কর।

৫। ভিক্ষুদের মার্গফল লাভের অন্তরায় কী কী?

৬। 'অভিঞ্ঞা' সম্পর্কে টীকা লেখ।

গ. বাংলায় অনুবাদ কর ঃ

১। যথাপি রুচিরং পুপ্‌ফং বণ্ণবন্তং সুগন্ধকং,
এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি সুকুব্বতো।

২। নহি পাপং কতং কম্মং সজ্জু খীরং'ব মুচ্ছতি,
ডহন্তং বালমন্বেতি ভস্মাচ্ছন্নো'ব পাবকো।

ঘ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ

১। 'বিঞ্ঞতি' শব্দের অর্থ কী?

ক. বিনষ্ট করে　　খ. বপন করে

গ. চিন্তা করে　　ঘ. বিরাজ করে

২০২১

২। 'বসসিকী' শব্দের অর্থ কোনটি?

ক. চামেলী খ. টগর

গ. মল্লিকা ঘ. চন্দন

৩। নির্বোধ ব্যক্তি নিজের কী বুঝতে পারে না?

ক. আত্ম-সম্মান খ. কাজ-কর্ম

গ. হিতাহিত ঘ. মাতাপিতা

৪। বাল বর্গে মূর্খ ব্যক্তির কী সম্বন্ধে বলা হয়েছে ?

ক. চিত্ত খ. চরিত্র

গ. ধর্ম ঘ. বল

৫। ধর্মপদের গাথাগুলোকে কয়টি বর্গে বিভক্ত করা হয়েছে?

ক. পঁচিশ খ. ছাব্বিশ

গ. সাতাশ ঘ. আটাশ

৬। বুদ্ধশিষ্য শীলবান ভিক্ষুরা কী অনুসরণ করেন ?

ক. মুক্তিমার্গ খ. যুক্তিমার্গ

গ. তীর্থমার্গ ঘ. মোক্ষমার্গ

৭। শীলগন্ধের সৌরভ কোনদিকে আমোদিত হয়?

ক. বায়ুর অনুকূলে খ. উত্তর দিকে

গ. দক্ষিণ দিকে ঘ. চারদিকে

৮। 'দল্হং' শব্দের অর্থ কী?

ক. দৃষ্টতা খ. দৃঢ়তা

গ. দক্ষতা ঘ. দারিদ্রতা

৯। 'দব্বী' বলতে কী বোঝায়?

ক. দধি খ. দড়ি

খ. চামচ ঘ. বচন

২০২১

ষষ্ঠ অধ্যায়

চরিয়া পিটক

সিবিরাজ চরিযং

১। অরিট্ঠসব্হযে নগরে সিবিনামাসি খত্তিযো
নিসজ্জ পাসাদবরে এবং চিন্তেস'হং তদা।

২। যং কিঞ্চি মানুসং দানং অদিন্নং মে ন বিজ্জতি
যোপি যাচেয্য মং চক্খুং দদেয্যং অবিকম্পিতো।

৩। মম সংকপ্পং অঞ্ঞায সক্কো দেবানং ইস্সরো
নিসিন্নো দেব পরিসায ইদং বচনং অব্রবি।

৪। নিসজ্জ পাসাদবরে সিবি রাজা মহিদ্ধিকো
চিন্তেন্তো বিবিধং দানং অদেয্যং সো ন পস্সতি।

৫। তথং নু বিতথং এতং হন্দ বিমংসযামি তং
মুহুত্তং আগময্যাথ যাব জানামি তং মন'ন্তি।

৬। পবেধমানো ফলিতসিরো বলিতগত্তো জরাতুরো
অন্ধবণ্ণো ব হুত্বান রাজানং উপসঙ্কমি।

৭। সো তদা পগ্গহেত্বান বামং দক্খিণবাহু চ
সিরস্মিং অঞ্জলিং কত্বা ইদং বচনং অব্রবি।

৮। যাচামি তং মহারাজ ধম্মিকরট্ঠবড্ঢনং
তাব দানরতা কিত্তি উগ্গতা দেবমানুসে।

৯। উভোপি নেত্তা নযনা অন্ধা উপহতা মম
একং মে নযনং দেহি ত্বং পি একেন যাপযা'তি।

১০। তস্সা'হং বচনং সুত্বা হট্ঠো সংবিগ্গমানসো
কতঞ্জলি বেদজাতো ইদং বচনং অব্রবিং।

১১। অহো মে মানসং সিদ্ধং সংকপ্পো পরিপূরিতো
অদিন্নপুব্বং দানবরং অজ্জ দস্সামি যাচকে।

১২। ইদানা'হং চিন্তহিত্বান পাসাদতো ইধাগতো
ত্বং মম চিত্তং অঞ্ঞায নেত্তং যাচিতং আগতো।

১৩। এহি সিবক উট্ঠেহি মা দন্তহি মা পবেধযি
উভোপি নযনে দেহি উপ্পাতেত্বা বনিব্বকে।

১৪। ততো সো চোদিতো মযহং সিবকো বচনং করো
উদ্ধরিত্বান পাদাসি তালমিঞ্জং ব যাচকে।

১৫। দদমানস্স দেন্তস্স দিন্নদানস্স মে সতো
চিত্তস্স অঞ্ঞথা নত্থি বোধিয়া যেব কারণা।

১৬। ন মে দেস্সা উভো চক্খু অত্তান মে ন দেস্সিযো
সব্বঞ্ঞুতং পিযং মযহং তস্মা চক্খুং অদাসি'হন্তি।

শব্দার্থ

অরিট্‌ঠসবহুযে – অরিষ্ট নামক; সিবিনামাসি – শিবি নামক; খত্তিযো – ক্ষত্রিয়; নিসজ্জ – বসে; পাসাদবরে – উত্তম প্রাসাদে; চিন্তেস'হং – আমি চিন্তা করেছিলাম; তদা – তখন; যং কিঞ্চি – যা কিছু; দানং অদিন্নং – দান দেওয়ার আছে; মে ন বিজ্জতি – আমার দেওয়া হয় নি; যোপি – যে কেউ; যাচেয্য – যাচনা করবে; মং চক্খুং – আমার চক্ষু; দদেয্যং – দিব; অবিকম্পিতো – অবিচলিত চিত্তে; মম সংকপ্পং – আমার সংকল্প; সক্কো ইন্দ্র' অঞ্ঞায – জ্ঞাত হয়ে; দেবানং ইস্সরো – দেবরাজ ; বচনং – কথা; নিসিন্নো – বসে; দেবপরিসায – দেব পরিষদে; অব্রবি – বলেছিলেন; মহিদ্ধিকো – মহাঋদ্ধিমান; চিন্তেন্তো – চিন্তা করে; অদেয্যং – দেওয়া হয় নি; তথং – ঠিক; মুহুত্তং – মুহূর্তের মধ্যে; বিতথং – মিথ্যা, ভ্রান্ত; বিমংসযামি – পরীক্ষা করব; পবেধমানো – কম্পমান; ফলিতসিরো – পক্ককেশ; বলিতগত্তো – কুঞ্চিতদেহ; জরাতুরো – জরাগ্রস্থ; অন্ধবণ্ণো'ব – অন্ধ ব্যক্তির বেশে; উপসঙ্কমি – উপস্থিত হলেন; পগ্গহেত্বান – প্রসারিত করে; বামং দক্খিণবাহু চ – বাম ও ডান বাহুদ্বয়; অঞ্জলিং কত্বা – অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে; রট্‌ঠবড্ঢনং – রাজ্যের হিতৈষী; কিত্তি – কীর্তি; উগ্গতা – ছড়িয়ে পড়েছে; উপহতা – নষ্ট হয়ে গেছে; একং মে নয়নং দেহি – আমাকে একটি চক্ষু দিন; যাপযা'তি – যাপন করুন ; তস্সা'হং বচনং সুত্বা – আমি তাঁর কথা শুনে; সংবিগ্গমানসো – আনন্দিত চিত্ত, মনের সংবেগে; পরিপূরিতো – পরিপূরণ হওয়ায়; অদিন্নপুব্বং-অদত্তপূর্ব; অজ্জ – আজ ; দস্সামি – দিব; চিন্তযিত্বান – চিন্তা করে; বনিব্বকে – প্রার্থীকে ; ইধাগতো (ইধং + আগতো) – এখানে এসেছি; সীবক – অস্ত্র চিকিৎসক; উট্‌ঠেহি – উঠুন ; মা পবেধযি – ভীত হয়ো না; উপ্পাটেত্বা – উৎপাটিত করে, উপড়ে ফেলে; চোদিতো – কথামত; তালমিঞ্জং – তালের শাঁস; চিত্তস্স অঞ্ঞথা – মনের বিরূপ ক্রিয়া ; বোধিযা – বোধি লাভের জন্য ; দেস্সা – ঈর্ষার পাত্র ; সব্বঞ্ঞুতং – সর্বজ্ঞতা।

সারমর্ম

বোধিসত্ত্ব একসময় অরিষ্ট নগরে শিবি নামে রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একদিন প্রাসাদে বসে তিনি চিন্তা করছিলেন, আর কিছু দান দেওয়ার বাকি আছে কিনা। তাঁর চক্ষু দান করার কথা ভাবলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তা সত্য কিনা পরীক্ষা করবার জন্য মুহূর্তের মধ্যে রাজার নিকট উপস্থিত হলেন। ইন্দ্র পক্ককেশে জরাগ্রস্থ কুঞ্চিত দেহে এক অন্ধের বেশে শিবি রাজার একটি চক্ষু চাইলেন। দেবরাজ দুই হস্ত দ্বারা অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে রাজার দানের প্রশংসা করলেন। দুই চক্ষু অন্ধকে একটি চক্ষু দান করে অপরটি দ্বারা তাঁকে কালযাপন করতে বললেন। রাজা প্রাসাদ থেকে নেমে এসেছিলেন কাউকে চক্ষু দান করার জন্য। তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ হয়েছে। সংকল্প সিদ্ধ হয়েছে।

শিবিরাজ অস্ত্র চিকিৎসককে ডেকে নিয়ে এলেন। ইতস্তত না করে তাঁর চক্ষু দুটি উৎপাটন করতে আদেশ দিলেন। সিবক (অস্ত্র চিকিৎসক) তাই করল। চক্ষু দুটি দান করার সময় শিবিরাজের কোনো ভাবান্তর হয় নি। এটা কেবল বুদ্ধত্ব লাভের জন্যই করেছিলেন। চক্ষু দুটি তাঁর ঈর্ষার পাত্র নয়। তিনি চক্ষুকে ভালবাসতেন না তাও নয়। তাঁর কাছে সর্বজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিল। সেজন্যই চক্ষু দুটি দান করেছিলেন।

শিবিরাজ

শিবিরাজ চরিতে বোধিসত্ত্ব কিভাবে দান পারমী পূর্ণ করেছিলেন তাই বর্ণিত হয়েছে। বোধিসত্ত্বের এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল ঘটনা। শিবি জাতকেও অনুরূপ কাহিনী পাওয়া যায়।

অতীতে শিবিরাজ্যে শিবি মহারাজ রাজত্ব করতেন। বোধিসত্ত্ব অরিস্টপুর নগরে তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয়েছিল শিবিকুমার। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তক্ষশিলায় গিয়ে বিদ্যাশিক্ষা করেন। শিক্ষা শেষে রাজধানী অরিস্টপুর নগরে ফিরে আসেন। পিতা তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে উপরাজ্য শাসনের ভার অর্পণ করেন। কালক্রমে শিবি মহারাজের মৃত্যু হলে শিবিকুমার রাজা হন। তিনি দুর্গতিগমন পরিহারের জন্য দশবিধ রাজধর্ম প্রতিপালন করে রাজত্ব করতেন। তিনি নগরের চারদ্বারে, নগরের মধ্যে এবং রাজপ্রাসাদের সম্মুখে ছয়টি দানশালা নির্মাণ করান। সেখান থেকে প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করে মহাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় নিজে দানশালায় গিয়ে বিতরণ-কার্য পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি পার্থিব সম্পদ সমস্ত দান করেন। বাহ্যদানে সন্তুষ্ট না হয়ে শেষ পর্যন্ত চক্ষু দুটি দান করে দানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

চরিয়া পিটক

সুত্ত পিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের শেষ গ্রন্থ চরিয়াপিটক। গ্রন্থটি সম্পূর্ণ গাথায় রচিত। এতে ৩৫টি কাহিনী আছে। বোধিসত্ত্বরূপে জন্ম-জন্মান্তরে বুদ্ধ যে পারমীগুলো পূরণ করেছিলেন সেগুলোর কথাই এতে বলা হয়েছে। স্বয়ং বুদ্ধ এ কাহিনীগুলো বিবৃত করেছিলেন।

কাহিনীগুলো জাতকের অনুরূপ। কেবল পারমিতার চর্যার উদ্দেশ্যেই এগুলো পদ্যে রচিত হয়েছে। রচনারীতি ধর্মপদের মতই। অকত্তি, ধনঞ্জয়, সুদর্শন, গোবিন্দ, চন্দ্রকিন্নর, বেস্‌সান্তর, সসপণ্ডিত, ভূরিদত্ত, চম্পেয্য, চূলবোধি, মহালোমহংস প্রভৃতি কাহিনীগুলো চরিয়া পিটকের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম বিশটি কাহিনীতে দান ও শীল পারমীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী ১৫টি চরিত-নৈষ্ক্রম্য, বীর্য, প্রজ্ঞা, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা — এ আটটি নিয়ে বর্ণিত হয়েছে।

ধম্ম দেবদূত চরিযং

১। পুনাপরং যথা হোমি মহাযক্খো মহিদ্ধিকো,
ধম্মো নাম মহাযক্খো সব্বলোকানুকম্পকো।

২। দসকুসল কম্মপথে সমাদপেন্তো মহাজনং,
চরামি গামনিগমং সমিত্তো সপরিজ্জনো।

৩। পাপো কদরিযো যক্খো দীপেন্তো দসপাবকে,
সো পেত্থ মহিযা চরতি সমিত্তো সপরিজ্জনো।

৪। ধম্মবাদী অধম্মো চ উভো পচ্চনিকা মযং,
দুরে দুরং ঘট্টযন্তা সমিম্হা পটিপথে উভো।

৫। কলহো বত্ততি অস্মা কল্যাণ পাপকস্স চ,
মগ্গা ওক্কমনত্থায মহাযুদ্ধো উপট্ঠিতো।

৬। যদি অহং তস্স পকুপ্পেয্যং যদি ভিন্দে তপোগুণং,
সহ পরিজনেন তস্স রজভূতং করেয্য'হং।

৭। অপি চা'হং সীলরক্খায নিব্বাপেত্বান মানসং,
সহ-জনেন ওক্কমিত্বা পথং পাপস্স অদাসি অহং।

৮। সহ পথতো ওক্কন্তো কত্বা চিত্তস্স নিব্বুতিং,
বিবরং অদাসী পঠবী পাপযক্খস্স তাবদেতি।

শব্দার্থ

পুনাপরং – পুনরায়; যদা – যখন; হোমি – হয়েছিলাম ; মহিদ্ধিকো – মহাঋদ্ধিমান ; সব্বলোকানুকম্পকো – পৃথিবীর সকলের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে; দসকুসলকম্মপথে – দশপ্রকার কুশলকর্মপথে; সমাদপেন্তো – সম্পন্ন করার জন্য; মহাজনং – মহাপরিষদ, অনেক লোক; চরামি – বিচরণ করেছিলাম; গামনিগমং – গ্রাম ও নগর; সমিত্তো – শান্ত অবস্থা; মযং – আমরা; কদরিযো – কদর্য; দীপেন্তো – আলোকিত করতে ; সপরিজ্জনো – পরিজনসহ; পচ্চনিকা – বিপরীত; ঘট্টযন্তা – সৃষ্টি করে; পটিপথে – গতিপথ; বত্ততি – সংঘটিত হয়; কল্যাণ পাপকস্স – কল্যাণকামী ও পাপীদের মধ্যে ; কলহো – বিবাদ; মগ্গ – রাস্তা; ওক্কমনত্থায – ছেড়ে দেওয়ার জন্য; উপট্ঠিতো – অবতীর্ণ হল; পকুপ্পেয্যং – ক্রুদ্ধ হতাম; ভিন্দ – ভঙ্গ; তপোগুণং – তপগুণ; রজভূতং – ভস্মীভূত; অপি চা'হং – যদি চাইতাম; সীলরক্খায – শীল রক্ষার জন্য; নিব্বাপেত্বান – প্রশমিত করতে; মানসং – মনোভাব; ওক্কমিত্বা – নেমে ; পাপস্স – অধর্মকে; অদাসি – দিয়েছিলাম; চিত্তস্স নিব্বুতিং – মনকে প্রশান্ত করে; বিবরং – বিদীর্ণ।

সারমর্ম

বোধিসত্ত্ব একসময় মহাঋদ্ধিমান দেব-পরিষদের ধর্ম নামক গুণসম্পন্ন দেবপুত্র ছিলেন। তখনও তিনি জগতবাসীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেছিলেন। মানুষকে দশপ্রকার কুশলকর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাঁর পরিষদ নিয়ে গ্রামে নগরে পরিভ্রমণ করেছিলেন।

তিনি পাপকর্মে লিপ্ত অধর্ম নামক দেবপুত্র ও যক্ষদেরকে দশপ্রকার অকুশল কর্মপথ থেকে বিরত রাখার উপদেশ দিতেন। সেজন্য সমগ্র জম্বুদ্বীপ বিচরণ করেছিলেন। অধর্মবাদীর রথ ধর্মবাদীর রথের মুখোমুখি হয়েছিল। গতিপথে বাধার সৃষ্টি হওয়ায় বিবাদ উৎপন্ন হয়। শেষে মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার উপক্রম হয়। তিনি তাদেরকে মুহূর্তের মধ্যে

ভস্মীভূত করতে পারতেন। কিন্তু তপঃগুণ ভঙ্গ হওয়ার ভয়ে তা করেন নি। শীল রক্ষার জন্য তাঁর মনকে প্রশমিত করেছিলেন।

পারমী পূরণের জন্য তিনি পরিজন সহ রথ থেকে নেমে অধর্মবাদীদেরকে পথ ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিবাদ এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এ শীলগুণে পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে পাপীকে গ্রাস করে। শীলগুণই জগতে শ্রেষ্ঠ।

টীকা

পারমী

পারমী বা পারমিতার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল পরম + √ম্নিন + তা অর্থাৎ পরমের ভাব। এর আসল অর্থ দাঁড়ায় পূর্ণতা। 'বোধি' বা জ্ঞান লাভ হলেই পূর্ণতা লাভ করা যায়। সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ সাধিত হয় এমন বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলিকেই পারমী বলে। পরম নির্বাণ লাভের অভিপ্রায়ে প্রজ্ঞাময় কুশল কর্মই পারমী।

পারমী দশ প্রকার। যথা – দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা। সম্যক সম্বোধি লাভের জন্য বুদ্ধকে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় উক্ত দশ প্রকার পারমী পূর্ণ করতে হয়েছিল।

অনুশীলনী

ক. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

১। শিবিরাজ চরিতের বিষয়বস্তুর বর্ণনা দাও ঃ

২। শিবিরাজ কিভাবে দান পারমী পূর্ণ করেছিলেন? শিবিরাজ চরিতের আলোকে লেখ।

৩। শিবিরাজের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। 'ধম্ম দেবদূত চরিযং' এর সারমর্ম তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

৫। বোধিসত্ত্ব ধর্ম নামক দেবপুত্র হিসেবে জগতবাসীর প্রতি যে অনুকম্পা প্রদর্শন করেছিলেন তা উল্লেখ কর।

খ. সংক্ষেপে উত্তর লেখ ঃ

১। চরিয়া পিটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। শিবিরাজ কে ছিলেন? তিনি কীভাবে মহাদান দিয়েছিলেন?

৩। 'পারমী' বলতে কী বোঝ? পারমী কয় প্রকার ও কী কী?

৪। ধর্ম নামক দেবপুত্রের প্রকৃত পরিচয় কী? ধর্মবাদী ও অধর্মবাদীর মধ্যে বিবাদ উৎপন্ন হয়েছিল কেন?

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

মম সংকপ্পং ———— সক্কো দেবানং ———— ।

নিসিন্নো ———— ইদং ———— অব্রবি।

পাপো ———— যক্খো ———— দসপাবকে

সো পেথ ———— চরতি ———— সপরিজ্জনো।

ঘ. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ

১। বোধিসত্ত্ব অরিষ্ট নগরে কোন রাজা হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

ক. মগধরাজ খ. কোশলরাজ
গ. বারাণসীরাজ ঘ. শিবিরাজ

২। চরিযা পিটকে কয়টি কাহিনী আছে?

ক. পঁচিশটি খ. পঁয়ত্রিশটি
গ. পঁয়তাল্লিশটি ঘ. পঞ্চান্নটি

৩। শিবিরাজ কাকে তাঁর দুটি চক্ষু দান করেছিলেন?

ক. দুই চক্ষু অন্ধ লোকটিকে খ. দেবরাজ ইন্দ্রকে
গ. অর্হৎ ভিক্ষুকে ঘ. চক্ষুপাল স্থবিরকে

৪। 'পাসাদবরে' শব্দটির বাংলা অর্থ কী?

ক. প্রাসাদের ওপরে খ. প্রাসাদের ভেতরে
গ. উত্তম প্রাসাদে ঘ. প্রাসাদের চারদিকে

৫। 'সর্বজ্ঞতা' শব্দের পালি কোনটি?

ক. সব্বঞ্ঞুতং খ. অনুঞ্ঞুতং
গ. সলাযতনং ঘ. রূপায়তনং

৬। 'পারমী' কয় প্রকার?

ক. আট প্রকার খ. নয় প্রকার
গ. দশ প্রকার ঘ. বার প্রকার

৭। শিবিকুমার কোথায় বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন?

ক. রাজগৃহে খ. নালন্দায়
গ. অরিস্ট নগরে ঘ. তক্ষশিলায়

২০২১

থেরগাথা

মালুঙ্ক্যপুত্তো থেরো

মনুজস্‌স পমত্তচারিনো তণ্‌হা বড্‌ঢতি মালুবা বিয,
সো পল্লবতি হুরাহুরং ফলমিচ্ছং'ব বনস্মিং বানরো।

যং এসা সহতে জম্মী তণ্‌হা লোকে বিসত্তিকা,
সোকা তস্‌স পবড্‌ঢন্তি অভিবট্ঠং'ব বীরণং।

যো বে তং সহতে জম্মিং তণ্‌হং লোকে দুরচ্চযং,
সোকা তম্‌হা পপতন্তি উদবিন্দু'ব পোক্‌খরা।

তং বো বদামি ভদ্দং বো যাবন্তেত্থ সমাগতা,
তণ্‌হায মূলং খনথ উসীরত্থো'ব বীরণং।

মা বো নলং'ব সেতো'ব মারো ভঞ্জি পুনপ্পুনং,
করোথ বুদ্ধবচনং খণো বো মা উপচ্চগা।

খণা তীতা হি সোচন্তি নিরযম্‌হি সমপ্পিতা,
পমাদো রজো, পমাদানুপতিতো রজো;
অপ্পমাদেন বিজ্জায অব্বহে সল্লমত্তনো'তি।

শব্দার্থ

মনুজস্‌স – মানুষের; পমত্তচারিনো – প্রমত্তচারী; তণ্‌হা – তৃষ্ণা; মালুবা – মালুলতা, পত্রলতা (যে লতা অন্য বৃক্ষকে ধ্বংস করে); বিয – মত, ন্যায়; বড্‌ঢতি – বর্ধিত হয়; প্লবতি – ধাবিত হয়; ফলমিচ্ছং'ব – ফলের প্রত্যাশায়; হুরাহুরং –এক স্থান থেকে অন্যস্থানে; বনস্মিং – বনে; বিসত্তিকা – বিষতুল্য; জম্মী – হীন, নিচ; সোকা – শোকসমূহ। বীরণ – বীরণতৃণ, বেণা বা খড় থেকে যে তৃণ জন্মে; সহতে – অভিভূত হয়, সহ্য হয়; উদবিন্দু'ব – বৃষ্টির জলের ন্যায়; দুরচ্চযং – দুরতিক্রম্য; অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য; পবড্‌ঢতি – প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি পায়; পপতন্তি – পড়ে যায়; পোক্‌খরা – পদ্ম; তং বো বদামি – সেই কারণে বলছি; যাবন্তেত্থ সমাগতা – যারা এখানে সমাগত হয়েছে; তণ্‌হায মূলং – তৃষ্ণার মূল; খণথ – খনন কর; উসীরত্থো'ব বীরণং – বীরণ তৃণকে কোদাল দ্বারা; নলং'ব সেতো'ব – নদী তীরে জাত নলবনকে নদীস্রোত যেমন; ভঞ্জি – ভেঙ্গে ফেলে; পুনপ্পুন – বারবার; করোথ – করবে; উপচ্চগা – অতিক্রম কর; খণাতীতা – সুক্ষণকে যারা অতিক্রম করে; নিরযম্‌হি সমপ্পিতা – নিরয়ে পতিত হয়; পমাদানুপতিতো – প্রমাদের বশবর্তী হয়ে; সল?মত্তনো – কামরাগাদি শল্যসমূহ (প্রতিবন্ধক)।

সারমর্ম

প্রমত্তচারী ব্যক্তির তৃষ্ণা মালুব লতার ন্যায় বৃদ্ধি পায়। বানর ফল লাভের আশায় বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে গমন করে। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিও ভব থেকে ভবান্তরে ধাবিত হয়। বিষতুল্য বিষাক্ত তৃষ্ণা যে ব্যক্তিকে অভিভূত করে তার শোক ক্রমেই বর্ধিত হয়। যিনি হীন তৃষ্ণা ধ্বংস করেন, তাঁর শোকসমূহ পদ্মপত্র থেকে জলবিন্দু পতনের ন্যায় দূরীভূত হয়।

সেই কারণে মালুঙ্ক্যপুত্র স্থবির উপস্থিত সবাইকে অপ্রমত্ত হয়ে তৃষ্ণার বিনাশসাধন করতে বলেছিলেন। কৃষকেরা বীরণ তৃণকে কোদাল দ্বারা খনন করেন। সেরূপ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা অর্হৎমার্গরূপ প্রজ্ঞাকোদাল দিয়ে অবিদ্যাদি ক্লেশরাশিকে ছেদন করেন।

মারের রাজ্য অতিক্রম করার জন্য বুদ্ধবচন যথানিয়মে সম্পাদন কর। যে বুদ্ধবচন রক্ষা করে না, সে সমস্ত সুক্ষণ অতিক্রম করে। তারা নিরয়ে পতিত হয়ে শোকার্ত হয়। দুঃখভোগ করে। প্রমাদ জন্মান্তর বৃদ্ধি করে। অপ্রমাদ ও মার্গফলরূপ বিদ্যা হৃদয়ে আশ্রিত কামরাগাদির মূল উৎপাটন করে।

টীকা

মালুঙ্ক্যপুত্ত থের

তিনি পূর্ববুদ্ধগণের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর কোশলরাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন অগ্রাসনিক। মাতার নাম মালুঙ্ক্যা। তাই মাতার নাম অনুসারে তিনি 'মালুঙ্ক্যপুত্র' বলে পরিচিত হন।

তিনি যৌবনে গৃহত্যাগ করে পরিব্রাজক হিসেবে ঘুরে বেড়ান। পরে বুদ্ধের ধর্ম শুনে প্রব্রজিত হন এবং সহসা ষড়াভিজ্ঞ হন। জ্ঞাতিদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তিনি তাঁদের নিকট যান। জ্ঞাতিগণ ভাল খাদ্য পরিবেশন করে ধনের প্রলোভন দেখান। তারা তাঁর সম্মুখে ধনস্তূপ স্থাপন করেন। তাঁকে চীবর ত্যাগ করে সেই ধন দিয়ে স্ত্রী–পুত্র প্রতিপালন পূর্বক পুণ্যকার্য সম্পাদন করতে অনুরোধ জানান। স্থবির তাঁদের অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়ে আকাশে উপবেশন করেন। সেই সময় তিনি যে গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন সেগুলোই থের গাথায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

থের গাথা

থের গাথা খুদ্দক নিকায়ের অষ্টম গ্রন্থ। এতে বুদ্ধের সমসাময়িক ২৬৪ জন থের কর্তৃক রচিত গাথা সংকলিত হয়েছে। জ্ঞানী ও বয়োবৃদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের থের বা স্থবির বলা হয়। এ গ্রন্থে ১৩৬০টি গাথা আছে। গাথাগুলোকে ২১টি নিপাতে বিভক্ত করা হয়েছে : যেমনজ্জ একে নিপাত, দ্বিক নিপাত, তিক নিপাত ইত্যাদি। গাথার সংখ্যা অনুসারেই এটা করা হয়েছে। গাথাগুলোতে বৌদ্ধ স্থবিরদের অভিজ্ঞতা সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁরা প্রকৃতির সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন। বুদ্ধযুগে রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহের মধ্যে থেরগাথা অন্যতম। প্রব্রজ্যাজীবনের ঘটনা এবং লোকোত্তর জীবনের পূর্ণতা এতে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। তাছাড়া, বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ ও তত্ত্বগুলোর ব্যাখ্যা রয়েছে। লোভ, দ্বেষ, মোহ বর্জন করে সংসারের প্রতি অনাসক্ত হয়ে জীবনচর্চার উপদেশ রয়েছে। মেত্তা, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষার আদর্শগুলো প্রতিপন্ন করা হয়েছে। মহাজ্ঞানী সারিপুত্র, মহাঋদ্ধিমান মৌদগল্যায়ন, আনন্দ, উপালি, বঙ্গীশ, অঙ্গুলিমাল, তালপুট প্রভৃতি স্থবিরদের জীবনের গতি ও পরিণতি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করে।

সোপাকো থেরো

দিস্বা পাসাদছায়াযং চঙ্কমন্তং নরুত্তমং,
তত্থ নং উপসঙ্কম্ম বন্দিসং পুরিসুত্তমং।

একংসং চীবরং কত্বা সংহরিত্বান পাণযো,
অনুচঙ্কমিস্‌সং বিরজং সব্বসত্তানমুত্তমং।

ততো পঞ্‌হে অপুচ্ছি মং পঞ্‌হানং কোবিদো বিদূ,
অচ্ছম্ভী চ অভীতো চ ব্যাকাসিং সত্থুনো অহং।

বিস্‌সজ্জিতেসু পঞ্‌হেসু অনুমোদি তথাগতো,
ভিক্‌খুসঙ্ঘং বিলোকেত্বা ইমমত্থং অভাসথ।

লাভা অঙ্গান-মগধানং যেসাযং পরিভুঞ্জতি,
চীবরং পিণ্ডপাতং চ পচ্চযং সযনাসনং।

পচ্চুট্‌ঠানং চ সামীচিং, তেসং লাভাতি চ' ব্রুবি,
অজ্জতগ্‌গে মং সোপাক দস্‌সনাযো পসঙ্কম।

এসা চেব তে সোপাক ভবতু উপসম্পদা,
জাতিযা সত্তবস্‌সো'হং লদ্ধান উপসম্পদং;
ধারেমি অন্তিমং দেহং' অহো ধম্ম-সুধম্মতা'তি।

শব্দার্থ

পাসাদছায়াযং – প্রাসাদের (গন্ধকুটিরের) ছায়ায়; চঙ্কমন্তং দিস্বা – চংক্রমণ করতে দেখে; নরুত্তমং – নরোত্তম; তত্থ – সেখানে; উপসঙ্কম্ম – উপস্থিত হয়ে; একংসং – একাংশ; সংহরিত্বান – জোড় করে; পাণযো – হাত; অনুচঙ্কমিস্‌সং – পশ্চাতে চংক্রমণ করি; সব্বসত্তানমুত্তমং – সকল প্রাণিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; পঞ্‌হং – প্রশ্ন; অপুচ্ছি – জিজ্ঞেস করলেন; কোবিদো – পারদর্শী; বিদূ – জ্ঞানী; অচ্ছম্ভী – অকম্পিত; অভীতো – নির্ভয়ে; ব্যাকাসিং – ব্যাখ্যা করলেন; সত্থুনো – শাস্তাকে; অনুমোদি – অনুমোদন করলেন; বিস্‌সজ্জিতেসু পঞ্‌হেসু – প্রশ্নোত্তরের ব্যাখ্যা; বিলোকেত্বা – দর্শন করে; ইমমত্থং (ইমং + অত্থং) – এই অর্থ, এই বিষয়; অঙ্গান-মগধানং – অঙ্গ ও মগধবাসিদের, পরিভুঞ্জতি – পরিভোগ করে; অভাসথ – ভাষণ দেন; সযনাসনং – শয্যাসন; পচ্চুট্‌ঠানং – প্রত্যুত্থান, আগন্তুকের সম্মানার্থ উঠে দাঁড়ানো; সামীচিং – সেবাকর্ম; লাভাতি – লাভ হয়; জাতিযা সত্তবস্‌সো'হং – সাত বছর বয়ঃক্রমকালে; ধারেমি – ধারণ করছি; অন্তিমং দেহং – শেষ জন্ম।

টীকা

সোপাকো থেরো

সোপাক স্থবির সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কামভোগের দোষ দেখে গৃহবাস ত্যাগ করে তাপস-প্রব্রজ্যা নেন। এক পর্বতে অবস্থানের সময় তাঁর আসন্ন মৃত্যুদর্শনে ভগবান তথায় উপস্থিত হন। তিনি বুদ্ধ দর্শনে প্রীত হয়ে শাস্তাকে পুষ্পাসন দান করেন। সেই পুণ্যফলে সোপাক মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হন।

গৌতম বুদ্ধের সময় বণিককুলে জন্মগ্রহণ করে সোপাক নামে অভিহিত হন। চারমাস বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। কাকা তাঁকে লালন-পালন করেন। নিজপুত্রের সাথে ঝগড়া করায় কাকা অত্যন্ত রাগান্বিত হন। তখনি তাঁকে হাত-পা বেঁধে শ্মশানে ফেলে দেয়া হয়। পারমীপূর্ণ বালকের কেউ অনিষ্ট করল না। সে অর্ধরাতে বিলাপ করতে লাগল – 'আমার কী দুর্গতি? আমার সহায় কে হবে? আমাকে কে অভয় দেবে? আমি তো একাকী বাঁধা অবস্থায় আছি'। তখন বুদ্ধ প্রাণিদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিয়ে দেখলেন। তিনি সোপাকের অর্হত্বফলের বিষয় অবগত হয়ে নিজ দেহ হতে আলো প্রজ্জ্বলিত করলেন। স্মৃতি উৎপন্ন করে বললেনজ্ঞ 'সোপাক, এস, ভয় কর না। তথাগতকে দর্শন কর। রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় তোমাকে মুক্ত করব'।

বুদ্ধের প্রভাবে বালকের বন্ধন খুলে গেল। গাথা শ্রবণের পর স্রোতাপন্ন হয়ে জেতবনের গন্ধকুটিরের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। এদিকে ছেলেকে না দেখে তাঁর মা কাকাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে কিছুই জানে না উত্তর দিল। পরিশেষে মা বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন। তথাগত তাঁকে ধর্মোপদেশ দিলে সোতাপন্ন হলেন। মাকে ধর্মদেশনা করার সময় সোপাকও অর্হত্বফল লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স সাত বছর। ভগবান তাঁকে উপসম্পদা দেয়ার ইচ্ছায় জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য দশটি প্রশ্ন করেছিলেন। সোপাক উত্তর প্রদানে বুদ্ধকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। সাত বছর বয়স্ক কুমারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল বলে এ প্রশ্নগুলো 'কুমার পঞ্হা' (কুমার প্রশ্ন) এবং শ্রামণেরকে প্রশ্ন করেছিল বলে 'সামণের পঞ্হা' বা 'শ্রাবণের প্রশ্ন' নামে অভিহিত। এখনও শ্রামণেরদেরকে এ প্রশ্নগুলো উত্তরসহ শিক্ষা করতে হয়।

সারমর্ম

বুদ্ধের ঋদ্ধি প্রভাবে সোপাক বন্ধনমুক্ত হয়ে শ্মশান থেকে জেতবনের গন্ধকুটির বিহারে উপস্থিত হন। তখন বুদ্ধ চংক্রমণ করছিলেন। সোপাক তাঁকে বন্দনা করে বুদ্ধের পেছনে পেছনে চংক্রমণ করতে লাগলেন। বুদ্ধ তাঁকে দশটি প্রশ্ন করেন। সোপাক সুন্দর ও নির্ভীকভাবে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেন। তথাগত তাতে সন্তুষ্ট হন। তৎপর ভিক্ষুসংঘের পরিষদে তিনি সোপাক শ্রামণের বিষয় বলতে গিয়ে অঙ্গ-মগধবাসির প্রদত্ত চীবর, পিণ্ড, শয্যাসন ও ঔষধপত্র দানের প্রশংসা করলেন। 'ভিক্ষু সোপাক তা পরিভোগ করছে, ওটাই তাদের মহালাভ।' - একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সাতবছর বয়স্ক সোপাক উপসম্পদা প্রাপ্ত হলেন। এ জন্যই তাঁর অন্তিম দেহধারণ ছিল। অহো ! নৈর্বাণিক ধর্মের কী প্রভাব!

থেরী গাথা
মন্দা থেরী

আতুরং অসুচিং পূতিং পস্‌স নন্দে সমুস্‌সযং।
অসুভায চিত্তং ভাবেহি একগ্‌গং সুসমাহিতং॥

অনিমিত্তঞ্চ ভাবেহি মানানুসযমুজ্জহ।
ততো মানাভিসময়া উপসন্তা চরিস্‌সসি॥

শব্দার্থ

আতুরং – আতুর, রুগ্ন, শোকের কারণ; অসুচিং – অশুচি, অপবিত্র; পূতিং – পূতি, পচা; পস্‌স – দেখ; সমুস্‌সযং – সুন্দর দেহ, শরীরপিণ্ড; অসুভায – অসার, অশুভ; চিত্তং ভাবেহি – চিত্তকে (ধ্যানে) মগ্ন কর; একাগ্‌গং – একাগ্র; সুসমাহিতং – সুসমাহিত; অনিমিত্ত – যা অস্থায়ী পদার্থের ওপর নির্ভর করে না; মান – নিজের রূপ, শরীর, পদ ইত্যাদির অভিমান; উজ্জহ (উৎ + জহ) – পরিত্যাগ কর; উপসন্তা – উপশম করে; চরিস্‌সসি – বিচরণ করবে।

সারমর্ম

নন্দা তাঁর সৌন্দর্যের অহংকার করতেন। ভিক্ষুণী হয়েও তা তিনি পরিত্যাগ করতে পারেননি। সেজন্য বুদ্ধ তাঁকে ভর্ৎসনা করতেন বলে তাঁর নিকটে যেতেন না। অথচ জ্ঞান লাভের উপযুক্ত ছিলেন। বুদ্ধ মহা-প্রজাপতিকে আদেশ দিলেন যে, সমস্ত ভিক্ষুণী যেন তাঁর নিকট এসে ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে। নন্দা নিজের পরিবর্তে অন্যজনকে পাঠালেন। ভগবান প্রতিনিধি পাঠাতে নিষেধ করলেন। এরূপে বাধ্য হয়ে নন্দাকে আসতে হল। ভগবান তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে এক সুন্দরী স্ত্রীলোকের মূর্তি উপস্থাপিত করলেন। তাঁর বার্ধক্য ও পরিণতি প্রদর্শন করে দেহের অসারতা দেখালেন। ঐ দৃশ্য নন্দার মর্মে আঘাত করল। বুদ্ধ সেই সময় নন্দাকে সম্বোধন করে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা দুটি গাথায় থেরী নিজেই রচনা করেন। নিম্নে তার অনুবাদ দেওয়া হল :

> নন্দে! পূতি, অশুচি ও ব্যাধির এ দেহ-সমষ্টিকে অবলোকন কর। সুসমাহিত ও একাগ্র চিত্তে অশুভ ভাবনায় চিত্তকে নিয়োজিত কর। অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মরূপ অনিমিত্তের ওপর চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করে অহংভাব বিদূরিত কর। চিত্তকে সম্যকভাবে দমন করে শান্ত ও নির্মল অবস্থায় স্থিত হও।

টীকা

নন্দা

তিনি বিপস্সী বুদ্ধের সময়ে বন্ধুমতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন জনৈক ধনবান নাগরিক। নাম রাখা হয়েছিল অভিরূপ-নন্দা। ছোটকাল থেকে ধর্মে অনুরক্তা ছিলেন। বিপস্সী বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে নন্দা তাঁর স্মৃতি মন্দিরে রত্ন-খচিত একটি সোনার ছাতা দান করেছিলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলাবস্তু নগরে শাক্য খেমকের প্রধানা স্ত্রীর কন্যারূপে জন্ম নেন। সুন্দর দেহ গঠনের জন্য তাঁর নাম তখনও অভিরূপ নন্দা রাখা হয়।

স্বয়ম্বর সভার দিন নন্দার ইপ্সিত যুবক শাক্যকুমার চরভূতের মৃত্যু হয়। তাই তাঁর পিতামাতা তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করেন। তিনি ভিক্ষুণীসংঘে প্রবেশ করেও নিজ দেহ-সৌন্দর্য দেখে নিজেই মুগ্ধ হতেন। বুদ্ধ জাগতিক অনিত্য-বিষয়ে দেশনা করতেন বলে তাঁর সঙ্গ এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু ভগবান জানতেন নন্দা জ্ঞান লাভের উপযুক্ত পাত্রী।

পরে নন্দা বুদ্ধের অলৌকিক শক্তিবলে পূঁতিগন্ধময় দেহের অসারতা উপলব্ধি করেন। বুদ্ধের ধর্মদেশনাকালে নন্দা অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন।

থেরী গাথা

থেরীগাথা খুদ্দক নিকায়ের নবম গ্রন্থ। গ্রন্থখানিতে ৭৩ জন থেরী-র গাথা সংগৃহীত হয়েছে। তাতে থেরী-দের জীবন কাহিনী বর্ণিত আছে। তাঁদের রচিত গাথার সংখ্যা ৫২২। এঁদের মধ্যে ২৩ জন সম্ভ্রান্তবংশীয় রাজপরিবারের বধূ ও কন্যা, ১৩ জন শ্রেষ্ঠী বা বণিক সম্প্রদায়, ৭ জন ব্রাহ্মণ ও ১৫ জন পতিতা নারী।

এ গ্রন্থে ভিক্ষুণীদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বলা হয়েছে। তাঁরা আত্মশক্তিতে বলীয়ান ছিলেন। সমাজের বহু অবহেলিত নারীকে ধর্মে স্থান দেওয়া হয়েছিল। পুত্রহারা কৃশা গৌতমী; স্বামী পরিত্যক্তা ইসিদাসী, আত্মীয়-স্বজনহারা, পাগলিনীপ্রায় পটাচারা; গণিকা আম্রপালী প্রমুখ নারী ভিক্ষুণীসংঘে যোগদান করে আত্ম-পরহিতে অবদান রেখেছিলেন।

২০২১ সেই যুগের সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান নির্ণয় করার পক্ষে এই সংকলন গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন ভারতীয়

সমাজ ব্যবস্থার অনেক তথ্যে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। গ্রন্থটিকে ভারতীয় গীতিকাব্য সাহিত্যে প্রথম সারিতে স্থান দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন, শিক্ষা-দীক্ষার আলোচনাও এতে সংক্ষেপে উল্লেখ আছে।

এতে বৈষয়িক বর্ণনা বেশি থাকলেও ভিক্ষুণীদের নির্বাণ-সাধনাও কম নেই। সংঘমধ্যে তাঁরা মর্যাদা পেতেন। মুক্তিলাভের আশাই ছিল তাঁদের সংসার ত্যাগের মূল উদ্দেশ্য।

সুভা থেরী

১। দহরাহং সুদ্ধবসনা যং পুরে ধম্মমসুণিং।
তস্‌সা মে অপ্‌পমত্তায সচ্চাভিসমযো অহু॥

২। ততো'হং সব্বকামেসু ভূসং অরতিমজ্ঝগং।
সক্কাযস্মিং ভযং দিস্বা নেক্‌খমং যেব পিহযে॥

৩। হিত্বান'হং ঞাতিগণং দাসকম্মকরানি চ।
গামখেত্তানি ফীতানি রমণীযে পমোদিতে।
পহায'হং পব্বজিতা সাপতেয্যং অনপ্‌পকং।

৪। এবং সদ্ধায নিক্‌খম্ম সদ্ধম্মে সুপ্‌পবেদিতে।
ন মে তং অস্‌স পতিরূপং আকিঞ্চঞ্ঞংহি পত্থযে॥
যা জাতরূপরজতং ঠপেত্বা পুনরাগমে॥

৫। রজতং জাতরূপং বা ন বোধায ন সন্তযে।
ন এতং সমণসারুপ্‌পং ন এতং অরিযধনং॥

৬। লোভনং মদনং চেতং মোহনং রজবড্‌ঢনং।
সাসঙ্কং বহু আযাসং নত্থি চেত্থ ধুবং ঠিতি॥

৭। এত্থরত্তা পমত্তা চ সংকিলিট্‌ঠমনা নরা।
অঞ্ঞমঞ্ঞেন ব্যারুদ্ধা পুথুকুব্বন্তি মেধগং॥

৮। বধো বন্ধো পরিকিলেসো জানি সোকপরিদ্দবো।
কামেসু অধিপন্নানং দিস্‌সতে ব্যসনং বহুং।

৯। তং মঞ্ঞাতী অমিত্তা ব কিং মং কামেসু যুঞ্জথ।
জানাথ মং পব্বজিতং কামেসু ভযদস্‌সিনিং॥

১০। ন হিরঞ্ঞসুবণ্ণেন পরিক্‌খীযন্তি আসবা।
অমিত্তা বধকা কামা সপত্তা সল্লবন্ধনা॥

১১। তং মঞ্ঞাতী অমিত্তা ব কিং মং কামেবসু যুঞ্জথ।
জানথ মং পব্বজিতং মুত্তং সংঘাটিপারুতং॥

১২। উত্তিট্‌ঠপিণ্ডো উঞ্ছো চ পংসুকূলঞ্চ চীবরং।
এতং খো মম সারুপ্‌পমং অনগারুপনিস্‌সযো॥

২০২১

১৩। বন্তা মহেসিনা কামা যে দিব্বা যে চ মানুসা।
খেমট্‌ঠানে বিমুত্তা তে পত্তা তে অচলং সুখং॥

১৪। মাহং কামেহি সংগচ্ছিং বেসু তাণং ন বিজ্জতি।
অমিত্তা বধকা কামা অগ্‌গিক্‌খন্ধূপমা দুক্‌খা॥

১৫। পরিপন্থো এসো সভযো সবিঘাতো সকণ্টকো।
গেধো সুবিসমো চেসো মহন্তো মোহনামুখো॥

১৬। উপসগ্‌গো ভীমরূপো চ কামা সপ্‌পসিরূপমা।
যে বালা অভিনন্দন্তি অন্ধভূতা পুথুজ্জনা॥

১৭। কামপঙ্কসত্তা হি জনা বহু লোকে অবিদ্দসূ।
পরিযন্তং নাভিজানন্তি জাতিযা মরণস্‌স চ॥

১৮। দুগ্‌গতিগমনং মগ্‌গং মনুস্‌সা কামহেতুকং।
বহু বে পটিপজ্জন্তি অত্তনো রোগমাবহং॥

১৯। এবং অমিত্তজননা তাপনা সংকিলেসিকা।
লোকামিসা বন্ধনীযা কামা মরণবন্ধনা॥

২০। উম্মাদনা উল?পনা কামা চিত্তপমাথিনো।
সত্তানং সংকিলেসায খিপ্‌পং মারেন ওড্‌ডিতং॥

২১। অনন্তাদীনবা কামা বহুদুক্‌খা মহাবিসা।
অপ্‌পস্‌সাদা রণকরা সুক্কপক্‌খবিসোসনা॥

২২। সাহং এতাদিসং কত্বা ব্যসনং কামহেতুকং।
নতং পচ্চাগমিস্‌সামি নিব্বানাভিরতা সদা॥

২৩। রণং করিত্বা কামানং সীতভাবাভিকঙ্খিনী।
অপ্‌পমত্তা বিহিস্‌সামি তেসং সংযোজনক্‌খযে॥

২৪। অসোকং বিরজং খেমং অরিযট্‌ঠঙ্গিকং উজুং।
তং মগ্‌গং অনুগচ্ছামি যেন তিণ্ণা মহেসিনো॥

২৫। ইমং পস্‌সথ ধম্মট্‌ঠং সুভং কম্মারধীতরং।
অনেজং উপসম্পজ্জ রুক্‌খমূলংহি ঝাযতি॥

২৬। অজ্জট্‌ঠমী পব্বজিতা সদবা সদ্ধম্মসোভণা।
বিনীতা উপ্পলবণ্ণায ভেবিজ্জা মচচুহাযিনী॥

২৭। সাযং ভুজিস্‌সা অনণা ভিক্‌খুণী ভাবিতিন্দ্রিযা।
সব্বযোগবিসংযুত্তা কতকিচ্চা অনাসবা॥

২৮। তং সক্কো দেবসঙ্ঘেন উপসংগম্ম ইদ্ধিযা।
নমস্‌সতি ভূতপতি সুভং কম্মার ধীতরং॥

শব্দার্থ

দহরাহং – তরুণ বয়সে; সুদ্ধবসনা – নির্মল বস্ত্র; ধম্মমসুণিং – ধর্মোপদেশ শুনলাম; তস্‌সা – সেদিন; অপ্‌পমত্তায – অপ্রমত্তভাবে; সচ্চাভিসমযো – সত্যের প্রকৃত জ্ঞান; অহু – লাভ করেছিলাম; ততোহং – সেদিন থেকে; সব্বকামেসু – সর্বপ্রকার ভোগসুখে; অরতিমজ্ঝগং – অনাসক্তি জন্মাল; সক্কাযস্মিং – সৎকায়ে; ভযং দিস্বা –ভয় দেখে; নেক্‌খমং – পরিত্যাগ; ঞাতিগণং – জ্ঞাতিগণ; গামখেত্তানি – গ্রামের ক্ষেত; কম্মকারা – কর্মকারগণ; পহাযহং – নিঃক্ষেপ করে; পব্বজিতা – প্রব্রজিত হলাম; সাপতেয্যং – ঐশ্বর্য, ধন-সম্পদ; অনপ্‌পকং (ন + অপ্‌পকং) বিশাল; এবং সদধায – পূর্ণ শ্রদ্ধায়; সদধম্মে সুপ্‌পবেদিতে – সদ্ধর্মে যথার্থ জ্ঞান লাভ করে; যা – যেগুলো; জাতরূপরজতং – সোনা-রূপা; ঠপেত্বা – রেখে; পুনরাগমে – পুনরায় আসতে পারি না; ন বোধায় – বোধিও নয়; ন সন্তযে – শান্তিও নেই; আকিঞ্চঞঞং – কিছুই না; সমণসরুপ্পং – শ্রমণের উপযুক্ত; অরিযধনং – আর্যধন; রজবড্‌ঢনং – কামের জনক; সাসঙ্কং – আশঙ্কা; নত্থি ঠিতি – স্থিতি নেই; সংকিলিট্‌ঠমনা – ভোগলালায়িত; অঞঞমঞঞং – পরস্পর; ব্যারুদ্ধা – বিরুদ্ধ; মেধগং – শত্রুতা; পরিকিলিসা – পরিক্লেশ, নির্যাতন; সোকপরিদ্দবো – শোক ও বিলাপ; অধিপন্নানং – অমঙ্গল, ক্ষতিকর; দিসস্‌তে – দর্শন করে; হিরঞঞসুবণ্ণেন – হিরণ্য ও স্বর্ণ দ্বারা; পরিক্‌খীযন্তি – বিনষ্ট হয় না। সপত্তা – শত্রুগণ; সলঃবন্ধনা – শৈল্যবিন্ধ,. শরবিন্ধ; সংঘাটিপারুতং – পীতবসনা; সংঘাটি পরিহিত; পংসুকূলঞ্চ চীবরং – ধূলিম্লান চীবর; অনাগারূপনিস্‌সযো – গৃহহীন জীবন; মহেসিনা – মহর্ষিগণ, মহাপুরুষগণ; অচলং – নিরবচ্ছিন্ন; মা'হং সংগচ্ছিং – আমি লিপ্ত নই; ন বিজ্জতি – পরিত্রাণ নেই; অগ্‌গিক্‌খন্ধুপমা – অগ্নিকুণ্ডের ন্যায়; সবিঘাতো –বিরক্তিকর; উপসগ্‌গ – উপসর্গ; সপ্‌পসিরূপমা – সর্পের ন্যায়; পুথুজ্জনা – পৃথকজন, অজ্ঞানান্ধ; কামহেতুকং – ভোগতৃষ্ণা; পটিপজ্জন্তি – নিজেই উৎপন্ন হয়; রণং করিত্বা – সংগ্রাম করে; সংযোজনক্‌খযে – সংযোজন ছিন্ন করে, শৃঙ্খল ছেদন করে; ঝাযতি – ধ্যান করে; তেবিজ্জা – ত্রিবিদ্যা; সক্কো – ইন্দ্র।

সারমর্ম

শুভা তরুণ বয়সে একদিন নির্মল বস্ত্র পরিধান করে ধর্মশ্রবণ করেছিলেন। সেদিনই তিনি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছিলেন। ঐদিন থেকে ভোগসুখে অনাসক্ত হলেন। দেহের অনিত্যতা উপলব্ধি করলেন। দাস-দাসী, জ্ঞাতিগণ পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। সুবিশাল ঐশ্বর্য পেছনে পড়ে রইল।

তিনি শ্রদ্ধায় সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুণী হয়েছিলেন। তাই স্বর্ণ, রৌপ্য, ভোগ্যবস্তুর প্রতি তাঁর আকর্ষণ থাকতে পারে না। এগুলো শ্রমণের উপযুক্ত নয়। মোহ ও কামের জনক। এগুলো স্থিতিহীন, আশঙ্কা ও উদ্বেগে পরিপূর্ণ। প্রমত্ত ব্যক্তিরা এতে আসক্ত হয়ে পরস্পর শত্রুতা করে।

হত্যা, বন্ধন, নির্যাতন, বিত্তনাশ, শোক, বিলাপই কামাসক্ত মানুষের পরিণতি। তবু তাঁর জ্ঞাতিগণ পুনরায় সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়। ভোগতৃষ্ণা ত নির্দয়, প্রাণনাশী শত্রু। মানুষকে শরবিদ্ধ করে। জ্ঞাতিগণ জেনে রাখ, শুভা এখন মুণ্ডিত মস্তক, পীতবসনা, প্রব্রজিতা এক ভিক্ষুণী।

তিনি পার্থিব ভোগ্যবস্তুতে লিপ্ত নন। সংসার ত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায়। কণ্টকাকীর্ণ, দুর্গম গহ্বর বিশেষ। যারা অজ্ঞানান্ধ ও আসক্তিযুক্ত তাদের কাছেই সংসার প্রীতিপ্রদ। ভোগতৃষ্ণাই দুর্গতির কারণ। তা মানুষকে পার্থিব প্রলোভনেই রাখে। তৃষ্ণা থেকেই উন্মত্ততা ও প্রলাপের উৎপত্তি। অনন্ত দুর্দশার কারণ। মানবজীবনের আলোর শোষণকারী।

তিনি এতদূর অগ্রসর হয়ে তৃষ্ণার ধ্বংস অবশ্য করবেন। নির্বাণের অনুসরণই তাঁর আনন্দ। এখন পরম শান্তি নির্বাণের অপেক্ষায় আছেন। যে মার্গে শোক নেই, নির্বাণ প্রত্যক্ষকরণীয়, মহর্ষিরা যদ্বারা ভবসাগর উত্তীর্ণ হয়েছেন, তিনি সেই আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গই অনুসরণ করছেন।

পরবর্তী তিনটি গাথা বুদ্ধভাষিত। শুভার দীক্ষার অষ্টম দিনে তিনি অর্হত্বফল লাভ করলে বুদ্ধ ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে

বলেছিলেন যার মর্মার্থ নিম্নরূপ ঃ
যেদিন শুভা শ্রদ্ধাবতী হয়ে প্রব্রজিতা হন, সেই থেকে অষ্টম দিনে উৎপলবর্ণা কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ত্রিবিদ্যায় সিদ্ধ; মৃত্যুঞ্জয়ী। তিনি মুক্ত, অঋণী ও সর্ববন্ধন ছিন্ন। তাঁর সমুদয় কর্তব্য সম্পন্ন হয়েছে; তিনি অনাসক্ত।

টীকা

শুভা

জন্ম–জন্মান্তরে পুণ্য সঞ্চয় করে ইনি গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন একজন ধনী স্বর্ণকার। অতীব সুন্দরী ছিলেন বলে কন্যার নাম রাখা হয় 'শুভা'। বয়ঃপ্রাপ্তা হলে শুভা বুদ্ধের উপদেশ শুনে স্রোতাপন্না হন। পরবর্তীকালে তিনি গৃহত্যাগ করে মহাপ্রজাপতির নিকট প্রব্রজিতা হন।
আত্মীয়বর্গ তাঁকে পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি তাদের সাংসারিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা বিবৃত করে উপদেশ দান করেন। অহর্ত্ব প্রাপ্তির পর তিনি তাঁর গৃহীজীবনও অনাগারিক জীবনের বিমুক্তির বিষয় ঘোষণা করেন। তাঁর বর্ণিত সেই বিষয় গাথাকারে থেরী গাথায় সংকলিত হয়েছে।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

১। মালুঙ্ক্যপুত্তো থেরে'র গাথাগুলোর সারাংশ লিপিবদ্ধ কর।
২। 'তণ্হায মূলং খণথ উসীরত্থো'ব বীরণং'। উক্ত গাথাংশে তৃষ্ণাকে বীরণ তৃণের সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন? মালুঙ্ক্যপুত্ত থেরো-র গাথাগুলোর আলোকে গাথাংশটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান কর।
৩। থের গাথার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দাও।
৪। সোপাকো থেরো'র জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৫। নন্দা থেরী'র জীবনী সংক্ষেপে বর্ণনা করে বুদ্ধ দেশিত অনিত্য গাথাটির ভাবার্থ লেখ।
৬। থেরী গাথার বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৭। সুভা থেরী'র গাথাগুলোর সারমর্ম লেখ।

খ. সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১। জ্ঞাতিগণ মালুঙ্ক্যপুত্ত থেরকে সংসারে ফিরে যাবার জন্য কিভাবে প্রলুব্ধ করেছিলেন?
২। সোপকো থেরো কে ছিলেন?
৩। সোপাকো থেরোর গৃহীজীবনে যে ঘটনাটি ঘটেছিল তা সংক্ষেপে লেখ।
৪। থেরী নন্দা কিসের অহংকার করেছিলেন? তিনি বুদ্ধের নিকট যেতে চাইতেন না কেন?
৫। থেরী সুভা কে ছিলেন? বুদ্ধ তাঁকে কীভাবে প্রশংসা করেছিলেন?

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

মা বো নলং'ব ———— মারো ভঞ্জি ————,
করোথ ———— বুদ্ধবচনং ———— বো মা উপচ্চগা।
ততো পঞ্ঞহে ———— মং পঞ্ঞহানং ———— বিদূ,
অচ্ছম্ভী চ ———— চ ব্যাকাসিং ———— অহং।

ঘ. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ

১। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা অর্হৎ মার্গরূপ প্রজ্ঞাকোদাল দিয়ে কী ছেদন করেন?

ক. তৃণরাশি খ. মৃত্তিকারাশি
গ. ক্লেশরাশি ঘ. বৃক্ষরাজি

২। থের গাথায় কতজন থের'র গাথা সংকলিত হয়েছে?

ক. ২৬৩ খ. ২৬৪
গ. ২৬৫ ঘ. ২৬৬

৩। বুদ্ধ শিষ্যদের মধ্যে কে মহাঋদ্ধিমান ছিলেন?

ক. আনন্দ খ. উপালি
গ. সারিপুত্র ঘ. মৌদ্‌গল্যায়ন

৪। 'কোবিদো' শব্দের অর্থ কী?

ক. পারদর্শী খ. অর্থদর্শী
গ. অন্তদর্শী ঘ. কায়ানুদর্শী

৫। সোপাকো থেরো কত বছর বয়সে অর্হত্ব প্রাপ্ত হন?

ক. দশ খ. বিশ
গ. ত্রিশ ঘ. চল্লিশ

৬। নন্দা থেরী কিসের অহংকার করতেন?

ক. ধনের খ. বিদ্যার
গ. সৌন্দর্যের ঘ. স্বর্ণ-রৌপ্যর

৭। থেরী গাথায় কতজন থেরী-র গাথা সংগৃহীত আছে?

ক. ৭২ খ. ৭৩
গ. ৭৪ ঘ. ৭৫

৮। 'মেধগং' বলতে কী বোঝায়?

ক. মিত্রতা খ. মলিনতা
গ. শত্রুতা ঘ. তিক্ততা

সপ্তম অধ্যায়

গ. ব্যাকরণ

সংজ্ঞা

১. যে শাস্ত্রে কোন ভাষা বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ, প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি বুঝিয়ে দেওয়া হয়, সে শাস্ত্রকে সে ভাষার ব্যাকরণ বলে।

২. দেশ ভেদে ভাষা নানা প্রকার। যথা- পালি, বাংলা, উর্দু, ইংরেজি, সংস্কৃত ইত্যাদি। বুদ্ধ যে ভাষায় তাঁর ধর্ম প্রচার করেছেন, তার নাম পালিভাষা।

৩. যে পুস্তক পাঠ করলে পালিভাষা শুদ্ধ করে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায় এবং ভাষা সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি বা জ্ঞান জন্মে তাকে পালি ব্যাকরণ বলে।

পালি ও বাংলা ভাষার সম্পর্ক

পালিভাষার সাথে বাংলাভাষার সম্পর্ক গভীর। পালিভাষা দীর্ঘদিন ভারতের জাতীয় ভাষা ছিল। বাংলাভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রথমে পালিভাষার জ্ঞান একান্ত অপরিহার্য। বিশেষত বাংলাভাষার ক্রম বিকাশের ধারা, ধ্বনি, শব্দগুচ্ছ, বাগধারা প্রভৃতি পালিভাষাও সাহিত্যের বিবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন, বৌদ্ধ চর্যাপদের ভাষাই প্রাচীন বাংলাভাষা।

এক হাজার বছর আগে বাংলাভাষার উদ্ভব হয়। প্রাকৃতভাষা কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে জনসাধারণের ভাষায় রূপ নেয়। তার পরবর্তী রূপ অপভ্রংশ। এর পূর্ববর্তী রূপ মাগধী। মাগধীভাষা পরিশীলিত হয়ে পালিভাষা নামধারণ করে বিশাল পালিসাহিত্য গড়ে উঠেছে। এ পালিভাষার ধ্বনি কখনও সোজাসুজি, কখনো প্রাকৃতের মাধ্যমে বাংলাভাষায় পরিণত হয়েছে। যেমন- কম্ম > কর্ম; হত্থ > হস্ত > হাত; ভত্ত > ভাত; অম্ব > আম্র > আম; খণে খণে > ক্ষণে ক্ষণে ইত্যাদি।

সন্ধি

দুই বর্ণ পরস্পর মিলিত হলে ঐ মিলনকে সন্ধি বলে।

সন্ধি তিন প্রকার। যথা ঃ সরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও নিগ্গহিত বা অনুস্বার সন্ধি।

১। সর সন্ধি

স্বরবর্ণ ও স্বরবর্ণে মিলে যে সন্ধি হয় তাকে স্বর সন্ধি বলে। যথা ঃ নোহি + এতং = নোহেতং; কো + অসি = কোসি।

২। ব্যঞ্জন সন্ধি

ব্যঞ্জনবর্ণ ও ব্যঞ্জণবর্ণ মিলে যে সন্ধি হয় তার নাম ব্যঞ্জন সন্ধি। যথা ঃ মচ্ছুনো + পদং = মচ্ছুনোপদং; মুনি + চরে = মুনীচরে।

৩। নিগ্গহিত বা অনুস্বার সন্ধি

নিগ্গহিত বা অনুস্বারের সাথে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের যে সন্ধি হয় তাকে নিগ্গহীত বা অনুস্বার সন্ধি বলে। যথা ঃ সচচং + চ = সচচঞ্চ; তং + পি = তম্পি।

সন্ধির সংজ্ঞাসহ উদাহরণ

স্বর সন্ধি

১। সরা-সরে লোপং

স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকলে পূর্বস্বর লুপ্ত হয়। যথা- এক + উন = একূন; পঞ্চ + ইন্দ্রিযানি = পঞ্চিন্দ্রিযানি; অথ + এব = অথেব; পক্ক + ওদন = পক্কোদন; সদ্ধা + ইধ = সদ্ধীধ; বুদ্ধ + উপ্পাদো = বুদ্ধোপ্পাদো; ন + এব = নেব; পন + এতং = পনেতং।

২। বা পরো অসরূপা

পরস্পর সন্নিহিত স্বরবর্ণ যদি একরূপ হয় তাহলে পরবর্তী স্বরবর্ণ লোপ পায়। যথা- হুত্বা + অপি = হুত্বাপি; মিগী + ইব = মিগীব; চত্তারো + ইমে = চত্তারোমে; ইতি + অপি = ইতিপি; তে + অপি = তেপি।

৩। ক্বচা সবণ্ণং লুত্তে

পূর্বের স্বরবর্ণ লুপ্ত হলে পরের স্বর কখনও কখনও অসমান প্রাপ্ত হয়। ই, ঈ, স্থানে এ কার এবং উ, ঊ স্থানে ওকার হয়। যথা- বুদ্ধস্স + ইব = বুদ্ধস্সেব; মহা + ইসি = মহেসি; যথা + ইদকং = যথোদকং; ন + উপেতি = নোপতি; চন্দ + উদয = চন্দোদযো।

৪। দীঘং

পূর্বের স্বর লুপ্ত হলে পরের স্বর ক্বচিৎ দীর্ঘ হয়। যথা- তত্র + অহং = তত্রাহং; চ + উভযং = চূভযং; তথা + উপমং = তথূপমং; যানি + ইধ = যানীধ; সচে + অহং = সচাহং; কিঞ্চি + অপি = কিঞ্চাপি।

৫। পুব্বো চ

পরবর্তী স্বরবর্ণ লুপ্ত হলে পূর্বের স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়। যথা- কিংসু + ইধ = কিংসূধং; সাধু + ইতি = সাধূতি; ন + অহং = নাহং; দস্সামি + ইতি = দস্সামীতি; ব্রুমি + ইতি=ব্রুমীতি।

৬। যমদন্তস্সা দেসো

অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তঃস্থিত 'এ' কারের স্থানে ক্বচিৎ 'য'-কার আদেশ হয়। যথা- তে + অহং = ত্যাহং; তে + অস্থু = ত্যাস্থু; তে + অজ্জ = ত্যাজ্জ; মে + অযং = ম্যাযং; তে + অসয + ত্যাসয; অগ্গি + আগারে = অগ্গ্যাগারে।

৭। ইবণ্ণো যং ন বা

ই-বর্ণ ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ পরে থাকলে ই-বর্ণের স্থানে কখনও কখনও য আদেশ হয়। যথা- ইতি + এতং = ইত্যেতং = ইচ্চেতং; ইতি + আদি = ইত্যাদি = ইচ্চাদি; বুত্তি + অস্স = বুত্ত্যস্স; পতি + অন্তং = পত্যন্তং = পচ্চন্তং; বিত্তি + অনুভুয্যতে = বিত্ত্যনুভুয্যতে; বি + আপাদ = ব্যাপাদং; বি + অঞ্জনং = ব্যঞ্জনং; বি + আকতো = ব্যাকতো।

৮। বমোদুদন্তানং

স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তঃস্থিত ও-কার ও উ-কারের স্থানে ক্বচিৎ ব আদেশ হয়। যথা- সো + অস্স = স্বস্স; খো + অস্স = খ্বস্স; অনু + এতি = অন্বেতি; বহু + আবাধো = বহ্বাবাধো; সু + আগতং = স্বাগতং; সো + অহং = স্বাহং; সো + অস্স = স্বস্স।

৯। দো ধস্স চ

স্বরবর্ণ পরে থাকলে ধ এর স্থানে ক্বচিৎ দ আদেশ হয়। যথা- ইধ + অহং = ইদাহং; ইধ + ভিক্খবে = ইদভিক্খবে।

২০২১

১০। সব্বোচন্তি

স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্ববর্তী তি-কারের স্থানে চ আদেশ হয়। যথা- ইতি + অস্স = ইত্যস্স; পতি + অন্তং = পচ্চন্তং; পতি + আগমি = পচ্চাগমি; অতি + আসন্ন = অচ্চাসন্ন; অতি + উন্হ = অচ্চন্হ; জাতি + অন্ধো = জচ্চন্ধো।

১১। এবাদিস্স রি পুব্বো রস্সো

স্বরবর্ণের পর এব থাকলে 'এ'-র স্থানে বিকল্পে রি আদেশ হয় এবং পূর্বের স্বর হ্রস্ব হয়। যথা - যথা + এব = যথরিব; তথা + এব = তথরিব; সা + এব = সরিব।

১২। য-ব-ম-দ-ন-ত-র-লা-চা-গমা।

স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকলে কখনও কখনও উভয় স্বরবর্ণের মধ্যে য ব ম দ ন ত র ল এই ব্যঞ্জন বর্ণের আগম হয়। যথা ঃ

য আগমে ঃ যথা + ইদং = যথযিদং; ন + ইমস্স = নযিমস্স; পরি + ওসানং = পরিযোসানং; ন + ইদং = নযিদং; পরি + অন্তং = পরিযন্তং; পরি + এসতি = পরিযেসতি।

ব আগমে ঃ তি + অঙ্গিকং = তিবঙ্গিকং; প + উচ্চতি = পবুচ্চতি

ম আগমে ঃ লহু + এস্সতি = লহুমেস্সতি; কসা + ইব = কসামিব; একং + একং = একমেকং; ইধ + আহ = ইধমাহ।

দ আগমে ঃ অত্ত + অত্থং = অত্তদত্থং; সম্ম + অঞ্ঞা = সম্মদঞ্ঞা; যাব + এব = যাবদেব; তাব + এব = তাবদেব; য + অত্থং = যদত্থং; কিঞ্চি + এব = কিঞ্চিদেব; অহু + এব = অহুদেব।

ন আগমে ঃ ইতো + আযাতি = ইতোনাযাতি; চিরং + আযাতি = চিরন্নাযাতি।

ত আগমে ঃ অজ্জ + অগ্গে = অজ্জতগ্গে; তস্মা + ইহ = তস্মাতিহ; যস্মা + ইহ = যস্মাতিহ।

র আগমে ঃ নি + অন্তরং = নিরন্তরং; সব্বি + এব = নি + উত্তরো = নিরুত্তরো; নি + উপদ্দবো = নিরুপদ্দবো; দু + অতিক্কমো = দুরতিক্কমো; দু + আগতং = দুরাগতং; পাতু + অহোসি = পাতুরহোসি; পুন + এব = পুনরেব; ধি + অত্থু = ধিরত্থু; পুন + এতি = পুনরেতি; সাসপো + ইব = সাসপোরিব; পাত + আসো = পাতরাসো।

ল আগমে ঃ ছ + অভিঞ্ঞা = ছলাভিঞ্ঞা; ছ + আযতনং = ছলাযতনং।

১৩। অবেভা অভি

স্বরবর্ণ পরে থাকলে 'অভি' উপসর্গের স্থানে 'অবভ' আদেশ হয়। যথা - অভি + উগ্গতো = অবভুগ্গতো; অভি + উদীরিতং = অবভূদীরিতং; অভি + ওকাসো = অব্ভোকাসো।

১৪। অজ্ঝো অধি

স্বরবর্ণ পরে থাকলে অধি উপসর্গের স্থানে অজ্ঝ আদেশ হয়। যথা - অধি + অভাসি = অজ্ঝভাসি; অধি + ওকাসো = অজ্ঝোকাসো; অধি + আগমা = অজ্ঝাগমা; অধি + উপগতো = অজ্ঝুপগতো; অধি + আসয = অজ্ঝাসয; অধি + উপেতি = অজ্ঝুপেতি।

১৫। পাস্স চন্তো রস্স

স্বরবর্ণ পরে থাকলে 'পা' শব্দের পরে গ আদেশ হয় এবং পা শব্দের অন্তঃস্বর হ্রস্ব হয়। যথা - পা + এব = পগেব।

১৬। গো সরে পুথস্সাগমো ক্বচি

২০২১ স্বরবর্ণ পরে থাকলে পুথু শব্দের অন্তে কখনও কখনও গ আগম হয়। যথা - পুথ + এব = পুথগেব।

১৭। ইবণ্ণু বণ্ণা ঝলা। ঝলানং ইযুবা সরে বা

অসদৃশ স্বরবর্ণ পরে থাকলে কখনও কখনও ই-বর্ণ স্থানে 'ইয়্' এবং উ-বর্ণের স্থানে 'উব্' আদেশ হয়। যথা - তি + অন্ধং = তিযন্ধং; পঞ্চমী + অন্তং = পঞ্চমীযন্তং; তি + অন্তং = তিযন্তং; পুথু + আসনে = পুথুবাসনে; সত্তমী + অত্থে = সত্তমীযত্থে।

১৮। ও সরে চ

স্বরবর্ণ পরে থাকলে 'গো' শব্দের ও কারের স্থানে অব আদেশ হয়। যথা - গো + অজিনং = গবাজিনং; গো + এলকং = গবেলকং।

১৯। অতিস্স চন্তস্স

ই বর্ণ পরে থাকলে 'অতি'; 'ইতি' এবং 'পতি' শব্দের তি-কারের স্থানে চ-কার আদেশ হয় না। যথা - অতি + ইতো = অতীতো; অতি + ঈরিতং = অতীরিতং; ইতি + ইতি = ইতীতি; পতি + ইতো + পতীতো।

২০। তেন বা ইবণ্ণে

ই বর্ণ পরে থাকলে 'অভি' এবং 'অধি' শব্দের স্থানে কখনও কখনও যথাক্রমে 'অব্ভ' এবং 'অজ্ঝ' আদেশ হয় না।

যথাজ্জ অভি + ইজ্ঝিতং = অভিজ্ঝিতং; অধি + ঈরিতং = অধীরিতং।

ব্যঞ্জন সন্ধি

১। সরা ব্যঞ্জনে দীঘং

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে ক্বচিৎ পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়। যথা- দু + রকখং = দূরক্খং; সম্ম + ধম্মং = সম্মধম্মং; খন্তি + বলং = খন্তীবলং; জাযতি + ভযং = জাযতীভযং; উজু + চ = উজূচ।

২। রস্সং

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে পূর্বের স্বর কখনও কখনও হ্রস্ব হয়। যথা- ভোবাদী + নাম = ভোবাদিনাম; ভাবী + গুণেন = ভাবিগুণেন; পরা + কমো = পরক্কমো; আ + সাদো = অস্সাদো; পুগ্গলা + ধম্মা = পুগ্গলধম্মা।

৩। পরদ্বেভাবো ঠানে

স্বরবর্ণের পরস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ কখনও কখনও দ্বিত্ব হয়। যথা- প + গহো = পগ্গহো; ইধ + পমাদো = ইদপ্পমাদো; বিজ্জু + লতা = বিজ্জুলতা; নি + গতং = নিগ্গতং; নানা + পকারেহি = নানাপ্পকারেহি; জাতি + সর = জাতিস্সর; বি + ভন্তো = বিবভন্তো; প + বজ্জং = পব্বজ্জং; চতু + দসো = চতুদ্দসো; দু + সীলো = দুস্সীলো; অ + পমাদো = অপ্পমাদো; বি + ঞানং = বিঞ্ঞানং; বহু + সুতো = বহুস্সুতো; সীল + বতং = সীলব্বতং; পুন + পুন = পুনপ্পুনং।

৪। লোপঞ্চ তত্রাকারো

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে ক্বচিৎ 'সো' এবং 'এসো' শব্দের ও-কার স্থানে অ-কার হয়, এবং কখনও কখনও পূর্বস্থিত অকার স্থানে উকার ও-কার স্থানে ওকার হয়। যথা - এসো + খো = এস খো; সো + গচ্ছং = স গচ্ছং; সো + সীলবা = স সীলবা; সো + ভিক্খু = স ভিক্খু; জানেম + তং = জানেমুতং; নু + ত্বং = নোত্বং।

৫। বগ্গে ঘোসাঘোসানং ততিয - পঠমা

স্বরবর্ণের পরস্থিত বর্গীয় দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের সাথে সেই বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ যুক্ত হয়। যথা- নি + ঘোসো = নিগ্‌ঘোসো; পঠম + ঝানং = পঠমজ্‌ঝানং; অভি + ঝাযতি = অভিজ্‌ঝাযতি; বিং + ধংসেতি = বিদ্ধংসেতি; মহা + ধনো = মহদ্ধনো; পঞ্চ + খন্ধা = পঞ্চক্‌খন্ধা; বোধি + ছাযা = বোধিচ্ছাযা; নি + ঠিতং = নিট্‌ঠিতং।

৬। ও-অবস্‌স

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে 'অব' শব্দের স্থানে কখনও কখনও ওকার আদেশ হয়। যথা- অব + কামো = ওকামো; অব + নদ্ধা = ওনদ্ধা; অব + বদতি = ওবদতি; অব + সানং = ওসানং।

৭। এতেসমো লোপে

বিভক্তির লোপ হলে মন গণাদি শব্দের অন্ত্য অ-কার স্থানে ও কার হয়। যথা - মন + মযং = মনোমযং; মন + সেট্‌ঠো = মনোসেটঠো; অহ + রত্তং = অহোরত্তং; তম + নুদো = তমোনুদো; অয + পত্তো = অযোপত্তো; তপ + ধনো = তপোধনো; বাযু + ধাতু = বাযোধাতু; তেজ + কসিনং = তেজোকসিনং; রহ + গতো = রহোগতো।

৮। ক্বচি ও ব্যঞ্জনে

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে 'অতিপ্প' এবং 'পর' শব্দের পর ওকার আগম হয়। যথা - অতিপ্প + খো = অতিপ্পগোখো; পর + গতং = পরোগতং, পর + সহস্‌সং = পরোসহস্‌সং।

৯। যবতং ত-ল-ন-দকারানং ব্যঞ্জনানি চ-ল-ঞ-জকারত্তং।

ই বর্ণের স্থানে যকার আদেশ হলে শব্দের অন্ত্য ত্য ল্য ন্য এবং দ্য স্থানে কৃচিৎ যথাক্রমে চ ল ঞ ও জ আদেশ হয় এবং এদের দ্বিত্ব হয়। যথা- জাতি + অন্ধো = জচ্চন্ধো; বিপলি + আসো = বিপল্লাসো; যদি + এবং = যজ্জেবং; অপি + একচ্চে = অপ্পেকচ্চে।

১০। ক্বচি পটি পতিস্‌স

স্বরবর্ণ অথবা ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে 'পতি' শব্দের কৃচিৎ 'পটি' আদেশ হয়। যথা-
পতি + হঞ্‌ঞতি = পটিহঞ্‌ঞতি।

১১। তবিপরিতুপপদে ব্যঞ্জনে চ

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে 'অব' শব্দের স্থানে কখনও কখনও উকার আদেশ হয়। যথা- অব + গতে = উগ্‌গতে; অব + গচ্ছতি = উগ্‌গচ্ছতি; অব + গহেত্বা = উগ্‌গহেত্বা।

নিগ্‌গহীত বা অনুস্বার সন্ধি

১। বগ্‌গন্তং বা বগ্‌গে

বর্গীয় বর্ণ পরে থাকলে অনুস্বারের স্থানে বিকল্পে বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা- তং + ঞাণং = তঞ্‌ঞাণং; তং + ঠানং = তণ্ঠানং; কিং + কতো = কিঙ্কতো; সং + জাতো = সঞ্জাতো, জুতিং + ধরো = জুতিন্ধরো।

২। সযে চ

অনুস্বারের পর য থাকলে অনুস্বার এবং অন্তঃস্থ য উভয়ে মিলে ঞঞ হয়। যথা- সং + যোগ = সঞ্‌ঞোগ; বিসং + যোগ = বিসঞ্‌ঞোগ; যং + দেব = যঞ্‌ঞদেব; সং + যতো = সঞ্‌ঞতো।

২০২১

৩। নিগ্গহীতঞ্চ

স্বরবর্ণ কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে ক্বচিৎ নিগ্গহীত আগম হয়। যথা- চক্খু + উদপাদি = চক্খুং উদপাদি; অব + সিরো = অবংসিরো; অনু + থুলানি = অনুংথুলানি; পুব্ব + গমা = পুব্বঙ্গামা।

৪। ক্বচি লোপং

স্বরবর্ণ পরে থাকলে কখনও কখনও নিগ্গহীতের লোপ হয়। যথা- বিদূনং + অগ্গং = বিদূনগ্গং; তাসং + অহং = তাসাহং।

কথং + অহং = কথাহং; কিং + অহং = ক্যাহং।

৫। ব্যঞ্জনে চ

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে ক্বচিৎ অনুস্বারের লোপ হয়। যথা- বুদ্ধানং + সাসনং = বুদ্ধানসাসনং; অরিয়সচ্চানং + দস্সনং = অরিয়সচ্চানদস্সনং; অবিসং + হারো = অবিসাহারো।

৬। পরো বা স্বরো

কখনও কখনও নিগ্গহীতের পরবর্তী স্বরবর্ণের লোপ হয়। যথা- চক্কং + ইব = চক্কংব; বীজং + ইব = বীজংব; কিং + ইতি = কিন্তি; দাতুং + অপি = দাতুম্পি; ত্বং + অসি = ত্বংসি।

৭। ব্যঞ্জনে চ বিসঞ্ঞোগো

নিগ্গহীতের পরবর্তী স্বরবর্ণ লুপ্ত হলে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথমটাও লুপ্ত হয়। যথা- এবং + অসস = এবংস; পুপ্ফং + অস্সা = পুপ্ফংসা; পুতং + অসসা = পুতং'সা।

৮। মদাসরে

স্বরবর্ণ পরে থাকলে অনুস্বারের স্থানে বিকল্পে ম-কার এবং দ-কার আদেশ হয়। যথা- তং + অহং = তমহং; যং + আহু = যমাহু; কিং + এতং = কিমেতং; যং + অনিচ্ছং = যদনিচ্চং; এতং + অবোচ = এতদবোচ; এবং + অস্স = এবমস্স।

৯। অনুপদিট্ঠানং বুত্তযোগতো

উপসর্গ, নিপাতাদির যোগে যে সকল সন্ধি পূর্বে বর্ণিত হয়নি, সেই স্বর, ব্যঞ্জন ও অনুস্বার সন্ধির সূত্রানুসারে তাদের রূপসিদ্ধি দেখানো হল।

১. **স্বর সন্ধিতে** - প + অজ্ঞানং = পাজ্ঞানং; পর + আসনং = পরাসনং; উপা + আগতো = উপাগতো; অধি + আসযো = অজ্ঝসযো; ধী + অতিক্কমো = ধীতিক্কমো।

২. **ব্যঞ্জন সন্ধিতে** - পরি + গহো = পরিগ্গহো; নি + খমতি = নিক্খমতি; নি + কসাবো = নিক্কসাবো; দু + ভিক্খং = দুবিভক্খং; সু + গহো = সুগ্গহো।

৩. **অনুস্বার সন্ধিতে** - সং + দিট্ঠং = সন্দিট্ঠং; নি + গতং = নিগ্গতং।

১০। অং ব্যঞ্জনে নিগ্গহীতং

ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকলে অনুস্বারের ক্বচিৎ লোপ হয় না। যথা- এবং + বুত্তে = এবংবুত্তে, তং + সাধু = তংসাধু।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

১। পালিভাষার সাথে বাংলাভাষার সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। সন্ধি কাকে বলে? সন্ধি কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেকটির সংজ্ঞা সহ উদাহরণ দাও।

৩। নিম্নের সূত্রগুলোর ব্যাখ্যা কর এবং উদাহরণ দাও ঃ

সরাসরে লোপং; বা পরো অসরূপা; ক্বচা সবণ্ণং লুত্তে; বামোদুদন্তানং; সব্বোচন্তি, পরদ্বেভাবো ঠানে; লোপঞ্চ তত্রাকারো; বগ্গে ঘোসা-ঘোসানং ততিয-পঠমা; পুথুস্স ব্যঞ্জনে; নিগ্গহীতঞ্চ; মদাসরে।

৪। সন্ধি কর ঃ

পক্কোদন; নোপেতি; সাধুতি; পচ্চন্তং; যাবদেব; পাতরাসো; বিজ্জুলতা; ওবদতি; পরোগতং; সঞ্ঞোগ; তম্হং।

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

১। পালি ব্যাকরণ কাকে বলে?

২। পালিভাষা থেকে পরিবর্তিত হয়ে বাংলাভাষায় আগত পাঁচটি শব্দের উদাহরণ দাও।

৩। নিগ্গহীত সন্ধি কাকে বলে? দুটি উদাহরণ লেখ।

৪। লোপঞ্চ তত্রাকারো কোন সন্ধির অন্তর্গত সংজ্ঞা? তিনটি উদাহরণ দাও।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও ঃ

১। পালিতে সন্ধি কত প্রকার?

ক. তিন   খ. চার
গ. পাঁচ   ঘ. ছয়

২। স্বরসন্ধির উদাহরণ কোনটি?

ক. দুস্সীলো   খ. ওকামো
গ. পরোগতং   ঘ. সাধূতি

৩। ব্যঞ্জন সন্ধির উদাহরণ কোনটি?

ক. পনেতং   খ. পব্বজং
গ. নিগ্গতং   ঘ. ক্যাহং

৪। পরবর্তী স্বরবর্ণ লুপ্ত হলে পূর্বের স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়। -এটির সংজ্ঞা কোনটি?

ক. ক্বচা সবণ্ণং লুত্তে   খ. দীঘং
গ. পুব্বচ   ঘ. দো ধস্স চ

লিঙ্গ

যে বিশেষ্য পদ দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ-নপুংসক পার্থক্য করা যায় তার নাম লিঙ্গ। লিঙ্গ - ধাতু, প্রত্যয় ও বিভক্তি বর্জিত হয়। পালিতে লিঙ্গ তিন প্রকার। যথা - পুংলিঙ্গ, ইথি লিঙ্গ (স্ত্রীলিঙ্গ) ও নপুংসক লিঙ্গ।

১। যেসব শব্দ পুরুষ জাতি বোঝায় তাকে পুংলিঙ্গ বলে। যথা- কুমারো, পিতা ইত্যাদি।

২। যেসব শব্দে স্ত্রী জাতি বোঝায় তাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যথা- মাতা, কুমারী, কঞ্ঞা ইত্যাদি।

৩। যেসব শব্দে স্ত্রী বা পুরুষ কোনটাই বোঝায় না তার নাম ক্লীব লিঙ্গ। যেমন- ফল, বারি, বন ইত্যাদি।

নিম্নে লিঙ্গ পরিবর্তনের কিছু উদাহরণ দেওয়া হল ঃ

ক. আ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যোগ হয়।

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**
খত্তিযো (ক্ষত্রিয়)	খত্তিযা
মানুস (মানুষ)	মানুসা
অস্‌স (অশ্ব)	অস্‌সা
কণিট্‌ঠ (কনিষ্ঠ)	কণিট্‌ঠা

খ. অ-কারান্ত শব্দের উত্তর কোন কোন ক্ষেত্রে 'ঈ' প্রত্যয় যোগ হয়।

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**
মাণব	মাণবী
সুন্দর	সুন্দরী
ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী
দেব	দেবী

গ. কতকগুলো শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে 'নী' প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়।

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**
মালী	মালিনী
দণ্ডী	দণ্ডিনী
তপস্‌সী	তপস্‌সিনী
মেধাবী	মেধাবিনী

বিশেষণের তারতম্য

বিশেষণ

১। যা দ্বারা বিশেষ্যের দোষ, গুণ, অবস্থা প্রকাশ পায় তাকে বিশেষণ বলে। যথা- ধবলো গো।

২। সাধারণত বিশেষ্যের যে লিঙ্গ, যে বচন ও যে বিভক্তি হয়, বিশেষণের ও সেই লিঙ্গ, সেই বচন ও সেই বিভক্তি হয়। যথা- সুন্দরো দারকো; সুন্দরী দারিকা, সুন্দরং ফলং।

৩। কতকগুলো বিশেষণের কখনও কখনও বচন, লিঙ্গ ও বিভক্তির পরিবর্তন হয় না। যেমন - সতং দারকা; বীসতি চিত্তানি- একশতজন বালক, বিশ প্রকার চিত্ত।

৪। বিধেয় বিশেষণের লিঙ্গ কখনও কখনও উদ্দেশ্যের অনুযায়ী হয় না। যথা- গুণা পমাণং; পমাদো মচ্চুনো পদং গুণগুলোই প্রমাণ; প্রমাদ মৃত্যুর পথ।

বিশেষণের তারতম্য

বিশেষণের তারতম্য বোঝাতে পালিতে বেশ কিছু নিয়ম আছে। দুই পদের মধ্যে তুলনা বোঝাতে বিশেষণ পদের শেষে 'তর' বা ইয প্রত্যয় হয় এবং অনেকের মধ্যে তুলনা হলে 'তম', ইস্সিক, ইট্‌ঠ প্রত্যয় যুক্ত হয়।

নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল ঃ

বিশেষণ পদ	**দুই এর মধ্যে তুলনা**	**অনেকের মধ্যে তুলনা**
সুচি (শুচি)	সুচিতর	সুচিতম
পাপ	পাপতর	পাপতম
কাল	কালতর	কালতম
সাধু	সাধুতর	সাধুতম
কট্‌ঠ (নিকৃষ্ট)	কট্‌ঠিয	কট্‌ঠিট্‌ঠ

মা, বা, বী, বিন প্রভৃতি প্রত্যয়ন্ত বিশেষণ শব্দের উত্তর ইধ, ইয্য, ইট্‌ঠ ও ইস্সিক প্রত্যয় হলে ঐ সকল প্রত্যয়ের নিকটবর্তী পূর্ববর্তী স্বরের লোপ হয়।

গুণবা	গুণিয	গুণিট্‌ঠ
জুতিমা (জ্যোতিষ্মান)	জুতিয	জুতিট্‌ঠ
সতিমা (স্মৃতিমান)	সতিয্য	সতিট্‌ঠ
মেধাবী	মেধিয	মেধিট্‌ঠ
ধনবা	ধনিয	ধনিট্‌ঠ

এমন কিছু বিশেষণ আছে যা সাধারণ নিয়মে পড়ে না। নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল ঃ

অপ্প (কতিপয়)	কনিয	কনিট্‌ঠ
বুড্ঢ (বৃদ্ধ)	সাদিয	সাদিট্‌ঠ
অন্তিক (নিকট)	নেদিয	নেদিট্‌ঠ
গুরু (ভারী)	গরিয	গরিট্‌ঠ

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

১। লিঙ্গ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণ সহ লেখ।

২। লিঙ্গান্তর কর ঃ

খত্তিযো, অস্স, দেবী, মালিনী, তপস্সী, মেধাবী।

৩। বিশেষণের তারতম্যের কয়েকটি নিয়ম লিপিবদ্ধ কর।

৪। প্রত্যয়যোগে নিম্নের বিশেষণগুলোর প্রত্যেকটির তারতম্য দেখাও।

কট্‌ঠ; সতিমা; ধনবা; মেধাবী; বুড্ঢ; অন্তিক; পাপ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

১। লিঙ্গ কাকে বলে? প্রত্যেকটির দুটি করে উদাহরণ দাও।

২। বিশেষণ কাকে বলে? উদাহরণ সহ লেখ।

৩। বিশেষণের তারতম্য বলতে কী বোঝ?

৪। বিশেষণের তারতম্যের সাধারণ নিয়মে পড়ে না এমন চারটি প্রত্যয়ন্ত শব্দের উদাহরণ দাও।

গ. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ

১। স্ত্রীলিঙ্গ পদ কোনটি?

ক. সুন্দর খ. দেব

গ. মানব ঘ. খত্তিযা

২। পুংলিঙ্গ পদ কোনটি?

ক. কণিট্‌ঠা খ. মালিনী

গ. অস্সা ঘ. মালী

৩। দুই এর মধ্যে তুলনামূলক বিশেষণ কোনটি?

ক. জুতিমা খ. গুণবা

গ. গুরু ঘ. মেধিয

৪। অনেকের মধ্যে তুলনার উদাহরণ কোনটি?

ক. সাধুতর খ. ধনবা

গ. কণিট্‌ঠ ঘ. অপ্প

অষ্টম অধ্যায়

শব্দরূপ (Declension)

পালিতে লিঙ্গ-এ সাত প্রকার বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা ঃ প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী। এক সংখ্যা বুঝালে একবচন ও একাধিক সংখ্যা বুঝালে বহুবচন। বচন ভেদে প্রত্যেক বিভক্তি দ্বিবিধ। সম্বোধন পদকে পালিতে 'আলাপনং' বলে।

বিভক্তির স্বরূপ

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	সি	যো
দুতিযা	অং	যো
ততিযা	না	হি
চতুত্থী	স	নং
পঞ্চমী	স্মা, ম্হা	হি
ছট্‌ঠী	স	নং
সত্তমী	স্মিং	সু

অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের বিভক্তির আকৃতি

	একবচন	বহুবচন
পঠমা (কত্তা)	ও	আ
দুতিযা (কম্ম)	অং	এ
ততিযা (করণ)	এন	এহি, এভি
চতুত্থী (সম্পদান)	অসস,	নং
পঞ্চমী (অপাদান)	আ, সমা, ম্হা	এহি, এভি
ছট্‌ঠী (সম্বন্ধ)	অস্‌স	নং
সত্তমী (অধিকরণ)	এ, স্মিং, মহি	এসু
আলাপনং (সম্বোধন)	অ	আ

বুদ্ধ (Buddha)

বিভত্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	বুদ্ধো	বুদ্ধা
দুতিযা	বুদ্ধং	বুদ্ধে
ততিযা	বুদ্ধেন	বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি
চতুত্থী	বুদ্ধসস্, বুদ্ধায়	বুদ্ধানং
পঞ্চমী	বুদ্ধা, বুদ্ধমহ্া, বুদ্ধস্মা	বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি
ছট্ঠী	বুদ্ধস্স	বুদ্ধানং
সত্তমী	বুদ্ধে, বুদ্ধমিহ্, বুদ্ধস্মিং	বুদ্ধেসু
আলাপনং	বুদ্ধ, বুদ্ধা	বুদ্ধা

দারক (boy) = বালক

বিভত্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	দারকো	দারকা
দুতিযা	দারকং	দারকে
ততিযা	দারকেন	দারকেহি, দারকেভি
চতুত্থী	দারকস্স, দারকায়	দারকানং
পঞ্চমী	দারকা, দারকস্মা, দারকম্হা	দারকেহি, দারকেন
ছট্ঠী	দারকস্স	দারকানং
সত্তমী	দারকে, দারকস্মিং, দারকমিহ্	দারকেসু
আলাপনং	দারক	দারকা

নর (A man)

বিভত্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	নর	নরা
দুতিযা	নরং	নরে
ততিযা	নরেন	নরেহি, নরেভি
চতুত্থী	নরস্স, নরায়	নরানং
পঞ্চমী	নরো, নরস্স, নরম্হা	নরেহি, নরেভি
ছট্ঠী	নরস্স	নরানং
সত্তমী	নরে, নরস্মিং, নরম্হা	নরেসু
আলাপনং	নর	নরা

দ্রষ্টব্য ঃ ধম্ম, সংঘ, কায়, যক্খ, নাগ, দোস, মোহ, অস্স, সুর, অজ, দেব, অসুর, কচ্ছপ, বক, মিগ, যব, লোক, নিলয়, রথ, গম, নিবাম, আগম, সকুণ, আলয়, গন্ধব্ব, কিন্নব, মনুস্স, পিসাচ, মাতঙ্গা, তুরগ, তুরঙ্গা, সীহ, ব্যগ্ঘ, পসদ, তাল, বকুল, কিংসুক, পচিন্দ ইত্যাদি রূপ উপরোক্ত বুদ্ধ, দারক, নর শব্দের ন্যায়।

২০২১

আ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

সখা (Friend)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	সখা	সখা, সখাযো, সখিনো, সখা
দুতিযা	সখং, সখানং, সখারং	সখা, সখাযো, সখিনো, সখানো
ততিযা	সখিনা	সখারেহি, সখারেভি, সখেহি, সখেভি
চতুত্থী	সখিনো, সখিস্স	সখারানং, সখিনং, সখানং
পঞ্চমী	সখারা, সখিনা, সখারস্মা	সখারেহি, সখারেভি, সখেহি, সখেভি
ছট্ঠী	সখিনো, সখিস্স	সখারানং, সখীনং, সখানং
সত্তমী	সখে	সখেসু, সখারেসু
আলাপনং	সখ, সখা, সখি,	সখী, সখে সখা, সখাযো, সখিনো, সখানো

সা = (সন = Dog)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	সা	সা, সানো
দুতিযা	সানং, সং	সানে
ততিযা	সানা, সেন	সানেহি, সানেভি, সেহি, সেভি
চতুত্থী	সাস্স, সায়	সানং
পঞ্চমী	সানা, সম্মা, সম্হা	সানেহি, সানেভি, সেহি, সেভি
ছট্ঠী	সাস্স	সানং
সত্তমী	সানে, সস্মিং, সম্হি	সানেসু, সাসু
আলাপনং	সা	সা, সানো

ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

বিভক্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	+	ঈ, যো
দুতিযা	ং	ঈ, যো
ততিযা	না	হি, ভি
চতুত্থী	স্স, নো	নং
পঞ্চমী	না, স্মা, ম্হা	হি, ভি
ছট্ঠী	স্স, নো	নং
সত্তমী	স্মিং, ম্হি	সু
আলাপনং	+	ঈ, যো

মুনি (মুনি – Sage)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	মুনি	মুনী, মুনযো
দুতিযা	মুনিং	মুনী, মুনযো
ততিযা	মুনিনা	মুনীহি, মুনীভি
চতুত্থী	মুনিস্‌স, মুনিনো	মুনীনং
পঞ্চমী	মুনিনা, মুনিস্মা মুনিম্‌হা	মুনীহি, মুনীভি
ছট্‌ঠী	মুনিনো, মুনিস্‌স	মুনীনং
সত্তমী	মুনিস্মিং, মুনিম্‌হি	মুনীসু
আলাপনং	মুনি	মুনী, মুনযো

ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

কপি (Monkey)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	কপি	কপী, কপযো
দুতিযা	কপিং	কপী, কপযো
ততিযা	কপিনা	কপী, কপযো
চতুত্থী	কপিনা, কপিস্‌স	কপীনং
পঞ্চমী	কপিনা, কপিস্মা, কপিম্‌হা	কপীহি, কপীভি
ছট্‌ঠী	কপিনো, কপিস্‌স	কপীনং
সত্তমী	কপে, কপিস্মিং কপিম্‌হি	কপীসু
আলাপনং	কপি	কপী, কপয়ো

অগ্গি (Fire)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	অগ্গি	অগ্গী, অগ্গযো
দুতিযা	অগ্গিং	অগ্গী, অগ্গযো
ততিযা	অগ্গিনা	অগ্গীতি, অগ্গীভি
চতুত্থী	অগ্গিনো, অগ্গিস্‌স	অগ্গীনং
পঞ্চমী	অগ্গিনা, অগ্গিস্মা, অগ্গিম্‌হা	অগ্গীহি, অগ্গীভি
ছট্‌ঠী	অগ্গিনো, অগ্গিস্‌স	অগ্গীনং
সত্তমী	অগ্গিম্‌হি, অগ্গিস্মিং	অগ্গিসু, অগ্গাসু
আলাপনং	অগ্গি	অগ্গী, অগ্গযো

দ্রষ্টব্য ঃ জোতি, পানি, মুট্‌ঠি, বোধি, সন্ধি, মতি, কবি, অপি, অহি, কলি, হরি ইত্যাদি রূপ উপরোক্ত কপি এবং অগ্গি শব্দের ন্যায়।

২০২১

ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

বিভক্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	+	ঈ, নো
দুতিযা	ং, নং	ঈ, নো
ততিযা	না	হি, ভি
চতুত্থী	স্স	নং
পঞ্চমী	না, স্মা, ম্হা	হি, ভি
ছট্ঠী	স্স, নো	নং
সত্তমী	স্মিং, ম্হি	সু
আলাপনং	ই	নো, ঈ

মন্তী (Minister)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	মন্তী	মন্তী, মন্তিনো
দুতিযা	মন্তিনং, মন্তিং	মন্তী, মন্তিনো
ততিযা	মন্তিনা	মন্তীহি, মন্তীভি
চতুত্থী	মন্তিনো, মন্তিস্স	মন্তীনং
পঞ্চমী	মন্তিনা, মন্তিম্হা, মন্তিস্মা	মন্তীহি, মন্তীভি
ছট্ঠী	মন্তিনো, মন্তিস্স	মন্তীনং
সত্তমী	মন্তিনি, মন্তিস্মিং, মন্তিম্হি	মন্তীসু, মন্তিসু
আলাপনং	মন্তি	মন্তী, মন্তিনো

দণ্ডী (Mendicent)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	দণ্ডী	দণ্ডী, দণ্ডিনো
দুতিযা	দণ্ডিং, দণ্ডিনং	দণ্ডী, দণ্ডিনো
ততিযা	দণ্ডিনা	দণ্ডীহি, দণ্ডীভি
চতুত্থী	দণ্ডিনো, দণ্ডিস্স	দণ্ডীনং
পঞ্চমী	দণ্ডিনা, দণ্ডিমহ্া দণ্ডিস্মা	দণ্ডীহি, দণ্ডীতি
ছট্ঠী	দণ্ডিনো, দণ্ডিস্স	দণ্ডীনং
সত্তমী	দণ্ডিনি, দণ্ডিম্হি, দণ্ডিস্মিং	দণ্ডীসু, দণ্ডিসু
আলাপনং	দণ্ডি	দণ্ডী, দণ্ডিনো

দ্রষ্টব্য ঃ ধম্মী, সংঘী, মালী, ভাগী, কামী, মামী, সুখী, গণী, দন্তী, পক্খী, হত্থী ইত্যাদি রূপ উপরোক্ত মন্তী এবং দণ্ডী ঈ-কারান্ত শব্দের ন্যায়।

২০২১

আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

বিভক্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	+	আ, যো
দুতিয়া	ং	আ, যো
ততিয়া	আয	হি, ভি
চতুত্থী	আয	নং
পঞ্চমী	আয	হি, ভি
ছট্ঠী	আয	নং
সত্তমী	আয, আযং	সু
আলাপনং	এ	আ, যো

লতা (Creeper)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	লতা	লতা, লতায়ো
দুতিয়া	লতং	লতা, লতাযো
ততিয়া	লতায	লতাহি, লতাভি
চতুত্থী	লতায	লতানং
পঞ্চমী	লতায	লতাহি, লতাভি
ছট্ঠী	লতায	লতানং
সত্তমী	লতায, লতাযং	লতাসু
আলাপনং	লতে	লতা, লতাযো

কঞ্‌ঞা (Daughter) কন্যা

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	কঞ্‌ঞা	কঞ্‌ঞা, কঞ্‌ঞাযো
দুতিয়া	কঞ্‌ঞং	কঞ্‌ঞা, কঞ্‌ঞাযো
ততিয়া	কঞ্‌ঞায	কঞ্‌ঞাহি, কঞ্‌ঞাভি
চতুত্থী	কঞ্‌ঞায	কঞ্‌ঞানং
পঞ্চমী	কঞ্‌ঞায	কঞ্‌ঞাহি, কঞ্‌ঞাভি
ছট্ঠী	কঞ্‌ঞায	কঞ্‌ঞানং
সত্তমী	কঞ্‌ঞায়, কঞ্‌ঞানং	কঞ্‌ঞাসু
আলাপনং	কঞ্‌ঞে	কঞ্‌ঞা, কঞ্‌ঞাযো

দ্রষ্টব্য ঃ নিন্দা, ভিক্‌খা, বাহা, নাবা, তণ্‌হা, মেত্তা, পঞ্‌ঞা, সন্ধা ইত্যাদি রূপ উপরোক্ত লতা এবং কঞ্‌ঞা শব্দের ন্যায়।

২০২১

ই-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

বিভত্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	+	ঈ, যো
দুতিযা	ং	ঈ, যো
ততিযা	যা	হি, ভি
চতুত্থী	যা	নং
পঞ্চমী	যা	হি, ভি
ছট্ঠী	যা	নং
সত্তমী	যা, যং	সু
আলাপনং	+	ঈ, যো

মতি (Intellect)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	মতি	মতী, মতিযো
দুতিযা	মতিং	মতী, মতিযো
ততিযা	মতিযা, মত্যা	মতীহি, মতীভি
চতুত্থী	মতিযা, মত্যা	মতীনং
পঞ্চমী	মতিযা, মত্যা	মতীহি, মতীভি
ছট্ঠী	মতিযা, মতিযং	মতীনং
সত্তমী	মতিযা, মতিযং, মত্যা, মত্যং	মতীসু
আলাপনং	মতি	মতী, মতিযো

রত্তি (Night)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	রত্তি	রত্তী, রত্তিযো, রত্যো
দুতিযা	রত্তিং	রত্তী, রত্তিযো, রত্যো
ততিযা	রত্তিযা, রত্যা	রত্তীহি, রত্তীভি
চতুত্থী	রত্তিযা, রত্যা	রত্তীনং
পঞ্চমী	রত্তিযা, রত্যা	রত্তীহি, রত্তীভি
ছট্ঠী	রত্তিযা, রত্যা	রত্তীনং
সত্তমী	রত্তিযং, রত্যং, রত্যা, রত্তং, রত্তো, রত্তিযা	রত্তীসু
আলাপনং	রত্তি	রত্তী, রত্তিযো, রত্যো

দ্রষ্টব্য ঃ পত্তি, কিত্তি, মুত্তি, কন্তি, সন্তি, বোধি, জাতি, মতি, ছবি ইত্যাদি রূপ উপরোক্ত মতি এবং রত্তি শব্দের ন্যায়।

ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

বিভক্তি আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	+	ঈ, যো
দুতিযা	ং	ঈ, যো
ততিযা	যা	হি, ভি
চতুত্থী	যা	নং
পঞ্চমী	যা	হি, ভি
ছট্ঠী	যা	নং
সত্তমী	যা, যং	সু
আলাপনং	ঈ, ই	ঈ, যো

নদী (River)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	নদী	নদী, নদিযো, নজ্জো
দুতিযা	নদিযা, নদ্যা, নজ্জা	নদী, নদিযো, নজ্জো
ততিযা	নদিযা, নদ্যা, নজ্জা	নদীহি, নদীভি
চতুত্থী	নদিযা, নদ্যা, নজ্জা	নদীনং
পঞ্চমী	নদিযা, নদ্যা, নজ্জা	নদীহি, নদীভি
ছট্ঠী	নদিযা, নদ্যা, নজ্জা	নদীনং
সত্তমী	নদিযা, নদিযং, নজ্জং, নদ্যা	নদীসু
আলাপনং	নদি	নদী, নদিযো নজ্জো

ইত্থী (স্ত্রী = Woman)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	ইত্থী	ইত্থী, ইত্থিযো
দুতিযা	ইত্থিয়ং, ইত্থিং	ইত্থী, ইত্থযো
ততিযা	ইত্থিযা	ইত্থীহি, ইত্থীভি
চতুত্থী	ইত্থিযা	ইত্থীনং
পঞ্চমী	ইত্থিযা	ইত্থীহি, ইত্থীভি
ছট্ঠী	ইত্থিযা	ইত্থীনং
সত্তমী	ইত্থিযা	ইত্থীসু
আলাপনং	ইত্থি	ইত্থী, ইত্থিযো

দ্রষ্টব্য ঃ মাতুলানী, গুণবতী, মাণবী, ভিক্খুণী, গাবী ইত্যাদি রূপ উপরোক্ত নদী এবং ইত্থী শব্দের ন্যায়।

অ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ

বিভক্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	ং	আনি
দুতিযা	ং	আনি
ততিযা	না	হি, ভি
চতুত্থী	স্স	নং
পঞ্চমী	স্মা, মহা	হি, ভি
ছট্ঠী	স্স	নং
সত্তমী	স্মিং	সু

ফল (Fruit)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	ফলং	ফলা, ফলানি
দুতিযা	ফলং	ফলে, ফলানি
ততিযা	ফলেন	ফলেহি, ফলেভি
চতুত্থী	ফলস্স, ফলায়	ফলানং
পঞ্চমী	ফলা, ফলস্সা, ফলম্হা	ফলেহি, ফলেভি
ছট্ঠী	ফলস্স	ফলানং
সত্তমী	ফলে, ফলস্মিং, ফলম্হি	ফলেসু
আলাপনং	ফল	ফলা, ফলানি

কম্ম (কর্ম - Action)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	কম্মং	কম্মা, কম্মানি
দুতিযা	কম্মং	কম্মে, কম্মানি
ততিযা	কম্মুনা, কম্মনা, কম্মেন	কম্মেহি, কম্মেভি
চতুত্থী	কম্মুনো, কম্মস্স	কম্মানং
পঞ্চমী	কম্মা, কম্মুনা কম্মম্হা, কম্মস্মা .	কম্মেহি, কম্মেভি
ছট্ঠী	কম্মুনো, কম্মস্স	কম্মানং
সত্তমী	কম্মে, কম্মনি কম্মম্হি কম্মস্মিং	কম্মেসু
আলাপনং	কম্ম, কম্মা	কম্মা, কম্মানি

দ্রষ্টব্য ঃ ধন, হৃদয়, বন, ওসধ, তিন, বাত ইত্যাদি রূপ উপরোক্ত ফল এবং কম্ম শব্দের ন্যায়।

ই-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ

বিভক্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	+	নি, ঈ
দুতিয়া	ং	নি, ঈ
ততিয়া	না	হি, ভি
চতুত্থী	স্স, নো	নং
পঞ্চমী	না, স্মা, ম্হা	হি, ভি
ছট্ঠী	স্স, নো	নং
সত্তমী	স্মিং, ম্হি	সু

বারি (জল = Water)

বিভক্তি	**একবচন**	**বহুবচন**
পঠমা	বারি	বারীনি, বারী
দুতিয়া	বারিং	বারীনি, বারী
ততিয়া	বারিনা	বারীহি, বারীভি
চতুত্থী	বারিনো, বারিস্স	বারীনং
পঞ্চমী	বারিনা, বারিস্মা	বারিম্হা বারীহি, বারীভি
ছট্ঠী	বারিনো, বারিস্স	বারীনং
সত্তমী	বারিস্মিং, বারিম্হি	বারীসু
আলাপনং	বারি	বারীনি, বারী

দ্রষ্টব্য ঃ সপ্পি, অট্ঠি, অক্খি, সত্থি ইত্যাদি রূপ উপরোক্ত বারি শব্দের ন্যায়।

আখ্যাতিক বিভক্তি

ধাতুর উত্তর যে সকল বিভক্তি হয়, তাদের আখ্যাতিক বিভক্তি বলা হয়। পালিতে আখ্যাতিক বিভক্তি আট প্রকার। যথা-

১। বত্তমানা (বর্তমান কাল); ২। পঞ্চমী; ৩। সত্তমী (সপ্তমী); ৪। পরোক্খা (পরোক্ষা); ৫। হীযত্তনী (ঘটমান); ৬। অজ্জতনী (অতীত কাল); ৭। ভবিস্সন্তি (ভবিষ্যত কাল); ৮। কালাতিপত্তি।

১। **বত্তমানা (বর্তমান কাল)**

বর্তমান কালে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হলে ধাতুর উত্তর বত্তমানা বিভক্তি হয়। তি, অন্তি, সি, থ প্রভৃতি বত্তমানার বিভক্তি। যথা- সে যায় - সো গচ্ছতি।

২। **পঞ্চমী**

আদেশ ও আশীর্বাদ অর্থে ধাতুর উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। তু, অন্তু, হি, য প্রভৃতি পঞ্চমীর বিভক্তি। যেমন- সো সুখী ভবতু - সে সুখী হোক।

২০২১

৩। সত্তমী (সপ্তমী)

অনুমতি ও পরিকল্পনা অর্থে ধাতুর উত্তর সপ্তমী বিভক্তি হয়। এয্য, এয্যুং প্রভৃতি সপ্তমী বিভক্তি। যথা- সো কম্মং করেয্য - তার কাজ করা উচিৎ।

৪। পরোক্খা (পরোক্ষা)

অতীতকালে অধিকতর পূর্বের ঘটনায় পরোক্খা বিভক্তি হয়। এতে অ, ইম্হ প্রভৃতি বিভক্তি ধাতুর সাথে যুক্ত হয়। যেমন- পাচক ভাত পাক করেছিল - সূদো ওদনং পপচ।

৫। হীযত্তনী (পুরাঘটিত)

গতকল্য প্রভৃতি বোঝানোর জন্য ধাতুর উত্তর হীযত্তনী (পুরাঘটিত অতীত) বিভক্তি যোগ হয়। এতে ই, ইম্হে প্রভৃতি হীযত্তনীর বিভক্তি। যথা- পাচক ভাত পাক করেছে - সূদো ওদনং অপচা।

৬। অজ্জতনী (অতীত কাল)

সাধারণ অতীতকালে অজ্জতনী বিভক্তি হয়। ই, ইংসু প্রভৃতি যুক্ত হয়। যথা- পাচক ভাত পাক করল = সূদো ওদনং অপচি।

৭। ভবিস্সন্তি (ভবিষ্যত কাল)

ভবিষ্যতকালে ধাতুর উত্তর 'ভবিস্সন্তি' বিভক্তি হয়। ইসস্তি, ইস্সন্তি প্রভৃতি বিভক্তি হয়। যেমন - পাচক ভাত পাক করবে - সূদো ওদনং পচিস্সতি।

৮। কালাতিপত্তি

ক্রিয়ার সময় অতীত হয়ে গেলে কালাতিপত্তি হয়। ইস্সং, ইস্সম্হা বিভক্তি এতে প্রয়োগ হয়। যথা - যদি রাম প্রথম বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করত, তাহলে সে অর্হৎ হত = সচে রামো পঠম - বস্সে পব্বজ্জং অলভিস্স, সো অরহো অভবিস্স।

(ক) আখ্যাতিক বিভক্তিসমূহ দুভাগে বিভক্ত। যথা - ১। পরস্সপদ (কর্তৃবাচ্য) ও ২. অত্তনোপদ (কর্মবাচ্য)।

১। পরস্সপদ (কর্তৃবাচ্য) - আমি চন্দ্র দেখি = অহং চন্দং পস্সামি।

২। অত্তনোপদ - আমা কর্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হয় = ময়া চন্দো দিস্সতে।

(খ) প্রত্যেক আখ্যাতিক বিভক্তির দুটি বচন। যথা- ১। আমি হাসছি = অহং হসামি। ২। আমরা হাসছি = মযং হসাম।

(গ) আখ্যাতিক বিভক্তির তিনটি পুরুষ। যথা- পঠম পুরিসো - প্রথম পুরুষ ; মজ্ঝিম পুরিসো - মধ্যম পুরুষ এবং উত্তমো পুরিসো - উত্তম পুরুষ।

১. পঠমো পুরিসো - সো (সে), সকুণো (পাখি); তে (তারা), সকুণা (পাখিরা)।

২. মজ্ঝিমো পুরিসো - ত্বং (তুমি); তুম্হে (তোমরা)।

৩. উত্তমো পুরিসো - অহং (আমি); মযং - আমরা।

দ্রষ্টব্য ঃ উত্তম পুরুষের অহং, মযং এবং মধ্যম পুরুষের ত্বং, তুম্হে ছাড়া অন্যান্য নামবাচক পদ প্রথম পুরুষের অন্তর্গত।

২০২১

বিভক্তির আকৃতি

বত্তমানা (বর্তমান কাল)

পরস্‌সপদ

	পঠম পুরিসো (প্রথম পুরুষ)	মজ্‌ঝিম পুরিসো (মধ্যম পুরুষ)	উত্তম পুরিসো (উত্তম পুরুষ)
একবচন	তি	সি	মি
বহুবচন	অন্তি	থ	ম

অত্তনোপদ

একবচন	তে	সে	এ
বহুবচন	অন্তে	ব্‌হে	ম্‌হে

পঞ্চমী

পরস্‌সপদ

একবচন	তু	হি, অ	মি
বহুবচন	অন্তু	থ	ম

অত্তনোপদ

একবচন	তং	স্‌সু	এ
বহুবচন	অন্তং	ব্‌হো	আম্‌সে

সত্তমী

একবচন	এয্য	এয্যাসি	এয্যামি
বহুবচন	এয্যুং	এয্যাথ	এয্যাম

অত্তনোপদ

একবচন	এথ	এথো	এয্যং
বহুবচন	এরং	এয্যাব্‌হো	এয্যাম্‌হে

অজ্জতনী

পরস্সপদ

একবচন	ই, ঈ	ই, ও	ইং
বহুবচন	ইংসু, উং	ইথ	ইম্‌হা, ইম্‌হ

অত্তনোপদ

একবচন	আ	সে	অ
বহুবচন	উ	ব্‌হং	ম্‌হে

ভবিস্‌সন্তি

পরস্‌সপদ

একবচন	ইস্‌সতি	ইস্‌সসি	ইস্‌সামি
বহুবচন	ইস্‌সন্তি	ইস্‌সথ	ইস্‌সাম

	পঠম পুরিসো (প্রথম পুরুষ)	মজ্ঝিম পুরিসো (মধ্যম পুরুষ)	উত্তম পুরিসো (উত্তম পুরুষ)
		অত্তনোপদ	
একবচন	ইস্সতে	ইস্সসে	ইস্সং
বহুবচন	ইস্সন্তে	ইস্সব্হে	ইস্সম্হে
		পরোক্খা	
		পরস্সপদ	
একবচন	অ	এ	অ
বহুবচন	উ	ইত্থ	ইম্হ
		অত্তনোপদ	
একবচন	ইত্থ	ইত্থো	ই
বহুবচন	ইরে	ইব্হো	ইম্হে
		হীযত্তনী	
		পরস্সপদ	
একবচন	অ	ও	অ
বহুবচন	উ	ত্থ	ম্হা
		অত্তনোপদ	
একবচন	থ	সে	ইং
বহুবচন	থুং	ব্হং	আম্সহে
		কালাতিপত্তি পরসসপদ	
একবচন	ইস্সা	ইস্সে	ইস্সং
বহুবচন	ইস্সংসু	ইস্সথ	ইস্সম্হা
		অত্তনোপদ	
একবচন	ইস্সথ	ইস্সে	ইস্সং
বহুবচন	ইস্সিংসু	ইস্সব্হে	ইস্সাম্হসে

ধাতুরূপ

ভূ-ভব (হওয়া) –to be

বত্তমানা

পরস্সপদ

২০২১

	পঠম পুরিসো (প্রথম পুরুষ)	মজ্ঝিম পুরিসো (মধ্যম পুরুষ)	উত্তম পুরিসো (উত্তম পুরুষ)
একবচন	ভবতি	ভবসি	ভবামি
বহুবচন	ভবন্তি	ভবথ	ভবাম
		অত্তনোপদ	
একবচন	ভবতে	ভবসে	ভবে
বহুবচন	ভবন্তে	ভবব্হে	ভবাম্হে
		পঞ্চমী	
		পরস্সপদ	
একবচন	ভবতু	ভব, ভবাহি	ভবামি
বহুবচন	ভবন্তু	ভবথ	ভবাম
		সত্তমী	
		পরস্সপদ	
একবচন	ভবে, ভবেয্য	ভবে, ভবেয্যাসি	ভবে, ভবেয্যামি
বহুবচন	ভবেয্যুং	ভবেয্যাথ	ভবেয্যাম
		অত্তনোপদ	
একবচন	ভবেথ	ভবেথো	ভবেয্যং
বহুবচন	ভবেরং	ভবেয্যব্হো	ভবেয্যাম্হে
		অজ্জতনী	
		পরস্সপদ	
একবচন	ভবি, অভবি	ভবি, অভবি	ভবিং, অভবিং
বহুবচন	ভবিংসু, অভবিংসু	ভবিত্থ, অভবিত্থ	ভবিম্হা অভবিম্হা
		অত্তনোপদ	
একবচন	অভবা	অভবসে	অভবং
বহুবচন	অভবু	অভবিব্হং	অভবিম্হে
		ভবিস্সন্তি	
		পরস্সপদ	
একবচন	ভবিস্সতি	ভবিস্সসি	ভবিস্সামি
বহুবচন	ভবিস্সন্তি	ভবিস্সথ	ভবিস্সাম
		অত্তনোপদ	
একবচন	ভবিস্সতে	ভবিস্সসে	ভবিস্সং
বহুবচন	ভবিস্সন্তে	ভবিস্সব্হে	ভবিস্সাম্হে

	পঠম পুরিসো (প্রথম পুরুষ)	মজ্‌ঝিম পুরিসো (মধ্যম পুরুষ)	উত্তম পুরিসো (উত্তম পুরুষ)
		পরোক্খা	
		পরস্‌সপদ	
একবচন	বভূব	বভূবে	বভূব
বহুবচন	বভূবু	বভূবিত্থ	বভূবিম্‌হ
		অত্তনোপদ	
একবচন	বভূবিত্থ	বভূবিত্থো	বভূবি
বহুবচন	বভূবিরে	বভূবিবহো	বভূবিম্‌হে
		হীযত্তনী	
		পরস্‌সপদ	
একবচন	অভবা	অভবো	অভবং, অভব
বহুবচন	অভবু	অভবত্থ	অভবম্‌হা
		অত্তনোপদ	
একবচন	অভবত্থ	অভবসে	অভবিং
বহুবচন	অভবত্থং	অভবহং	অভবামহসে
		কালাতিপত্তি	
		পরস্‌সপদ	
একবচন	অভবিস্‌স	অভবিস্‌সে	অভবিস্‌সং
বহুবচন	অভবিস্‌সংসু	অভবিস্‌সথ	অভবিস্‌সমহা
		অত্তনোপদ	
একবচন	অভবিস্‌সথ	অভবিস্‌সে	অভবিস্‌সং
বহুবচন	অভবিস্‌সংসু	অভবিস্‌সবহে	অভবিস্‌সামহসে

√পচ = পাক করা (to cook)

বত্তমানা

পরস্‌সপদ

	পঠম পুরিসো	মজ্‌ঝিম পুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	পচতি	পচসি	পচামি
বহুবচন	পচন্তি	পচথ	পচাম
		অত্তনোপদ	
একবচন	পচতে	পচসে	পচে
বহুবচন	পচন্তে	পচবহে	পচাম্‌হে

পঞ্চমী

পরস্সপদ

একবচন	পচতু	পচ, পচাহি	পচামি
বহুবচন	পচন্তু	পচথ	পচাম

অত্তনোপদ

একবচন	পচতং	পচস্সু	পচে
বহুবচন	পচন্তং	পচব্হো	পচামসে

সত্তমী

পরস্সপদ

একবচন	পচেয্য	পচেয্যাসি	পচেয্যামি
বহুবচন	পচেয্যুং	পচেয্যাথ	পচেয্যাম

অত্তনোপদ

একবচন	পচেথ	পচেথো	পচেয্যং
বহুবচন	পচেরং	পচেয্যাব্হো	পচেয্যাম্হে

অজ্জতনী

পরস্সপদ

একবচন	অপচি, পচি	অপচি, পচি	অপচিং, পচি
বহুবচন	অপচিংসু, পচিংসু	অপচিত্থ, পচিত্থ	অপচিম্হা, পচিম

অত্তনোপদ

একবচন	অপচা	অপচিসে	অপচং
বহুবচন	অপচু	অপচিবহং	অপচিম্হে

ভবিস্সন্তি

পরস্সপদ

একবচন	পচিসস্তি	পচিসস্সি	পচিসস্সামি
বহুবচন	পচিসস্সন্তি	পচিস্সথ	পচিস্সাম

অত্তনোপদ

একবচন	পচিস্সতে	পচিস্সসে	পচিস্সং
বহুবচন	পচিসস্সন্তে	পচিসস্বহে	পচিস্সম্হ

√গম = যাওয়া (to go)

পরস্সপদ

বত্তমানা

	পঠম পুরিসো	**মজ্ঝিম পুরিসো**	**উত্তম পুরিসো**
একবচন	গচ্ছতি	গচ্ছসি	গচ্ছামি
বহুবচন	গচ্ছন্তি	গচ্ছথ	গচ্ছাম

		পঞ্চমী	
একবচন	গচ্ছতু	গচ্ছ, গচ্ছাহি	গচ্ছামি
বহুবচন	গচ্ছন্তু	গচ্ছথ	গচ্ছাম
		সত্তমী	
একবচন	গচ্ছেয্য	গচ্ছেয্যাসি	গচ্ছেয্যামি
বহুবচন	গচ্ছেয্যুং	গচ্ছেয্যাথ	গচ্ছেয্যাম
		অজ্জতনী	
একবচন	গচ্ছি, অগচ্ছি	গচ্ছি, অগচ্ছি	গচ্ছিং
বহুবচন	গচ্ছিংসু	গচ্ছিত্থ	গচ্ছিম্‌হা
		ভবিস্‌সন্তি	
		অত্তনোপদ	
একবচন	গচ্ছিস্‌সতি	গচ্ছিমস্‌সি	গচ্ছিস্‌সামি
	গমিস্‌সতি	গমিসস্‌সি	গমিস্‌সামি
বহুবচন	গচ্ছিস্‌সতি	গচ্ছিস্‌সথ	গচ্ছিস্‌সাম
	গমিস্‌সন্তি	গমিস্‌সথ	গমিস্‌সাম

√ঠা = তিট্‌ঠতি = দাঁড়ান (to stand)

	পঠম পুরিসো	**মজ্‌ঝিম পুরিসো**	**উত্তম পুরিসো**
		বত্তমানা	
একবচন	তিট্‌ঠতি	তিট্‌ঠসি	তিট্‌ঠামি
বহুবচন	তিট্‌ঠন্তি	তিট্‌ঠথ	তিট্‌ঠাম
		পঞ্চমী	
একবচন	তিট্‌ঠতু	তিট্‌ঠ, তিট্‌ঠাহি	তিট্‌ঠামি
বহুবচন	তিট্‌ঠন্তু	তিট্‌ঠথ	তিট্‌ঠাম
		সত্তমী	
একবচন	তিট্‌ঠয্য	তিট্‌ঠেয্যাসি	,তিট্‌ঠেয্যামি
বহুবচন	তিট্‌ঠেয্যুং	তিট্‌ঠেয্যাথ	তিট্‌ঠেয্যাম
		অজ্জতনী	
একবচন	তিট্‌ঠি, অট্‌ঠাসি	তিট্‌ঠি, অট্‌ঠাসি	তিট্‌ঠিং, অট্‌ঠাসিং
বহুবচন	তিট্‌ঠিংসু, অট্‌ঠংসু	তিট্‌ঠিত্থ, অট্‌ঠাসিত্থ	অট্‌ঠাসিম্‌হা, তিট্‌ঠিম্‌হা
		ভবিস্‌সন্তি	
একবচন	ঠস্‌সতি	ঠস্‌সতি	ঠস্‌সামি
	তিট্‌ঠিস্‌সতি	তিট্‌ঠিস্‌সসি	তিট্‌ঠিস্‌সামি
বহুবচন	ঠস্‌সন্তি	ঠস্‌সথ	ঠস্‌সাম
	তিট্‌ঠিসস্‌ন্তি	তিট্‌ঠিস্‌সথ	তিট্‌ঠিস্‌সাম

দা = দদাতি - দেওয়া (to give)

		বত্তমানা	
একবচন	দেতি, দদাতি	দদাসি	দদামি
বহুবচন	দদন্তি	দদথ	দদাম
		পঞ্চমী	
একবচন	দদাতু	দদ, দদাহি	দদামি
বহুবচন	দদন্তু	দদথ	দদাম
		সত্তমী	
একবচন	দদেয্য	দদেয্যাসি	দদেয্যামি
বহুবচন	দদেয্যুং	দদেয্যাথ	দদেয্যাম
		অজ্জতনী	
একবচন	দদি, অদাসি	দদি, অদাসি	দদিং, অদাসিং
বহুবচন	দদিংসু, অদংসু	দদিত্থ, অদাসিত্থ	দদিম্হা, অদাসিম্হ
		ভবিস্সন্তি	
একবচন	দস্সতি; দদিস্সতি	দস্সসি, দদিস্সসি	দস্সামি, দদিসস্সামি
বহুবচন	দস্সন্তি, দদিস্সন্তি	দস্সথ, দদিস্সথ	দস্সাম, দদিস্সাম

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

১। অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দবিভক্তির আকৃতিগুলো লেখ।

২। নিম্নের শব্দগুলোর সকল বিভক্তি ও বচনে পূর্ণরূপ লেখ ঃ
বুদ্ধ; সখা; মুনি; মন্তী; লতা; নদী; ফল।

৩। আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের আকৃতিগুলো লেখ।

৪। আখ্যাতিক বিভক্তি কত প্রকার ও কী কী? সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।

৫। বচন ও পুরুষভেদে আখ্যাতিক বিভক্তির প্রয়োগ দেখাও।

৬। ধাতু বিভক্তির পরস্সপদ (কর্তৃবাচ্য) এর আকৃতি অবিকল উদ্ধৃত কর।

৭। নিম্নলিখিত ধাতুগুলোর কর্তৃবাচ্যে পূর্ণরূপ লেখ ঃ
√ভূ; √পচ; √গম; √ঠা; √দা।

খ. সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১। পালিতে বিভক্তি কত প্রকার ও কী কী?

২। ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের একবচনে ও বহুবচনে বিভক্তির আকৃতিগুলো লেখ।

৩। পালিতে 'দণ্ডী' শব্দের পঞ্চমী ও ষষ্ঠী বিভক্তির রূপগুলো লেখ।

৪। বর্তমান কালের ক্রিয়াবিভক্তি কীভাবে গঠিত হয়? উদাহরণ দাও।

৫। কালাতিপত্তি বলতে কী বোঝ?

৬। √গম ধাতুর বর্তমান কালের রূপ লেখ।

গ. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ

১। সম্বোধন পদকে পালিতে কী বলে?

ক. আরাধনং খ. আলাপনং

গ. লেপনং ঘ. অধিকরণং

২। অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে আকৃতি কোনটি?

ক. আ খ. এভি

গ. এসু ঘ. অং

৩। ধাতুর উত্তর যে সকল বিভক্তি যুক্ত হয় তার নাম কী?

ক. ক্রিয়াবিভক্তি খ. শব্দবিভক্তি

গ. আখ্যাতিক বিভক্তি ঘ. প্রত্যয়যুক্ত বিভক্তি

৪। আদেশ ও আশীর্বাদ অর্থে ধাতুর উত্তর কোন বিভক্তিযুক্ত হয়?

ক. পঞ্চমী খ. ষষ্ঠী

গ. সপ্তমী ঘ. বর্তমানা

৫। 'ত্বং' পদটি কোন পুরুষ?

ক. উত্তম পুরুষ খ. মধ্যম পুরুষ

গ. প্রথম পুরুষ ঘ. উভয় পুরুষ

৬। 'গচ্ছতি' কোন কালের ক্রিয়া?

ক. বর্তমান খ. অতীত

গ. ভবিষ্যৎ ঘ. ঘটমান অতীত

৭। 'পরস্সপদ' বলতে কী বোঝায়?

ক. কর্তৃবাচ্য খ. কর্মবাচ্য

গ. ভাববাচ্য ঘ. কর্ম-কর্তৃবাচ্য

৮। অত্তনোপদের উদাহরণ কোনটি?

ক. অহং চন্দং পস্সামি খ. মযং হসাম পস্সামিতি

গ. অহং পচিস্সামি ঘ. মযা চন্দো দিস্সতে

নবম অধ্যায়

অসমাপিকা ক্রিয়া

যে ক্রিয়া পরিসমাপ্তি বা শেষ নির্দেশ করে না, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। অসমাপিকা ক্রিয়া দুভাবে গঠিত হয়।

১। ত্বা প্রত্যয় (Gerund)

ধাতুর উত্তর ত্বা, য প্রত্যয় যোগ করে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে Gerund বলে। এ জাতীয় অসমাপিকা ক্রিয়া দুটি ঘটনার ওপর নির্ভরশীল। যেমন- বাড়ি এসে আমি তাকে দেখলাম- ঘরং আগন্ত্বা অহং তং পস্সিং। এ অসমাপিকা ক্রিয়া বাংলায় 'ইয়া' (যাইয়া, গিয়ে) এবং ইংরেজিতে 'ing' (going) থাকে। এ সমস্ত অসমাপিকা ক্রিয়াই পালিতে 'ত্বা' প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়।

ক. ত্বা প্রত্যয় যোগে (Gerund)

√গম = গন্ত্বা; √পচ = পচিত্বা; √লভ = লভিত্বা, লদ্ধা; √দা = দত্বা; √নি = নেত্বা; √ভুজ = ভুত্বা ইত্যাদি।

খ. য প্রত্যয় যোগে ঃ

√কম = কম্ম; √গম = গম্ম; √চিন্ত = চিন্তিয়; √ভুজ = ভুজ্জেয্য।

২। তুং (তুম্) প্রত্যয় (Infinitive)

ধাতুর সাথে তুং, তুন, তাবে, তুযে এবং তাযে প্রত্যয় যোগ করে ওহভরহরঃরাব গঠিত হয়। বাংলায় 'আসতে', 'আনতে' এবং ইংরেজিতে 'to come', 'to bring' প্রভৃতি যে অসমাপিকা ক্রিয়া থাকে সেগুলো পালিতে 'তুং' প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়।

যেমন- সে জল আনতে নদীতে গেল = সো উদকং আনেতুং নদিযং গচ্ছি।

ক. তুং প্রত্যয় যোগে ঃ

√পচ = পচিতুং; √সু = সোতুং; √ছিদ = ছিন্দিতুং ইত্যাদি।

খ. তাবে, তুয়ে এবং তায়ে প্রত্যয়যোগে ঃ

√দা = দাতবে; √মর = মরিতুযে; √দিস = দক্খিতাযে।

ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

ধাতুর উত্তর অন্ত, মান, তব্ব ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠিত হয়। এটা বিশেষ্য পদের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়াবাচক বিশেষণ তিন প্রকার। যথা - (১) বর্তমান ক্রিয়াবাচক বিশেষণ (২) অতীত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ; (৩) ভবিষ্যৎ ক্রিয়াবাচক বিশেষণ।

১। বর্তমান ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

ধাতুর সঙ্গে অন্ত, মান, আন, অং ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে বর্তমান ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠিত হয়। যেমন-

√পচ- পচং, পচন্ত;√ভূ- ভবং, ভবন্তু; √কর- করং, করন্ত; √পা-পিবং, পিবন্ত; √গম- গচ্ছং, গচ্ছন্ত। √দা- দদমান, দদান; √সু-সুণমান, সুত্বান।

২। অতীত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

অতীত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ত, তবন্তু, তাবী প্রত্যয় ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গঠিত হয়। যথা-

√নহা- এগ্রাত; √জী- জীত;√ভু- ভূত; √ভুজ- ভুত্ত; √বুধ- বুদ্ধ; √চর- ছিন্ন; √মর- মত; √দন- দন্ত; √ভুজ- ভত্বা; √জি- জিত্বা; √হু- হুত্বা।

৩। ভবিষ্যত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

উচিৎ অর্থে ধাতুর উত্তর তব্ব, অনীয়, য ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়ে ভবিষ্যত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠিত হয়। যথা-

'তব্ব' প্রত্যয়যোগে- √হা- হাতব্ব; √দা- দাতব্ব; জি- জেতব্ব; √ভূ- ভবিতব্ব।

'য' প্রত্যয়যোগে- √ভুজ- ভুজ্জ; √ভিদ- ভিজ্জ; √পা- পেয্য; √দা- দেয্য।

'আনীয়' যোগে- √পুজ- পুজনীয়; √পচ- পচনীয়; √কর- করণীয়; √গম- গমনীয়।

কারক

করোতি কিরিযং নিপ্‌ফা 'দেতী' তি কারকং।

যা ক্রিয়ার কার্য নিষ্পন্ন করতে সাহায্য করে তাকে কারক বলে।

কারক ছয় প্রকার। যথা- কর্তা (কত্তা); কর্ম (কম্ম); করণ (করণ); সম্প্রদান (সম্পদান); অপাদান (অপাদান); এবং অধিকরণ (ওকাস)।

১। কর্তৃ কারক (কত্তা কারক)

যো করোতি সো কত্তা।

যে ক্রিয়া সম্পাদন করে সে কর্তা।

যথা- রামো গচ্ছতি = রাম যায়।

মাতা পুত্তং পঠযতি = মা ছেলেকে পড়াচ্ছেন।

২। কর্ম কারক (কম্ম কারক)

যং করোতি তং কম্মং।

কর্তার ক্রিয়ার দ্বারা যা হয় তাকে কর্ম কারক বলে। যথা- সো ভত্তং ভুঞ্জতি = সে ভাত খাচ্ছে।

৩। করণ কারক (করণ কারক)

যেন বা কযিরতে তং করণং।

যার দ্বারা কর্তার ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাকে করণ কারক বলে। যথা- সো ফরসুনা রুক্‌খং ছিন্দতি = সে কুঠারের সাহায্যে বৃক্ষ ছেদন করছে। সো নেত্তেন চন্দং পস্‌সতি = সে চক্ষু দ্বারা চন্দ্র দেখছে।

৪। সম্প্রদান কারক (সম্পদান কারক)

যস্‌স দাতুকামো রোচতে বা ধারযতে বা তং সম্পদানং। কর্তা যাকে দান করতে ইচ্ছা করেন, যার প্রতি কর্তার রুচি উৎপন্ন হয় এবং যার নিকট কর্তা ঋণগ্রস্ত তাকে সম্প্রদান কারক বলে। যথা- ভিক্‌খুস্‌স অন্নং দেহি = ভিক্ষুকে অন্ন দান কর।

৫। অপাদান কারক (অপাদান কারক)

যস্মা দপেতি ভযং আদত্তে বা তদ অপাদানং।

যা থেকে ভয়, গমন, ভীতি উৎপন্ন হয়, তাকে অপাদান কারক বলে। যথা- রুক্খস্মা পততি ফলং = বৃক্ষ থেকে ফল পড়ছে।

৬। অধিকরণ কারক (ওকাস)

যে ধারো তং ওকাসং।

যা ক্রিয়ার আধার তাকে অধিকরণ কারক বলে। যথা- আকাসে বিহগা বিচরন্তি = পাখিরা আকাশে বিচরণ করে।

বিভক্তিভেদ

বিভক্তিভেদ (Case endings)

যার দ্বারা কারক সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় তাকে বিভক্তি বলে। বিভক্তি দ্বারা কারকের পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। কিন্তু কারক ও বিভক্তি এক নয়। একই বিভক্তি বিভিন্ন কারকে ব্যবহার করা যায়। তার ফলে কারকের পরিবর্তন হয় না। বিভক্তি সাত প্রকার : যথা- প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী।

প্রথমা বিভক্তি (পঠমা বিভত্তি)

১। **লিঙ্গত্থে পঠমা**- লিঙ্গার্থে শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা- বুদ্ধ, কঞ্ঞা (কন্যা); ফলং।

২। **কত্তরি চ**- কর্তৃকারকে পঠমা বিভক্তি হয়। যথা- দারকো রোদতি।

৩। **করণ-কম্মে**- কর্মবাচ্যে কর্মে পঠমা বিভক্তি হয়। যথা- বুদ্ধেন দেসিত ধম্মো = বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত ধর্ম।

৪। **নামাদিযোগে** - নাম প্রভৃতি অব্যয় যোগে পঠমা বিভক্তি হয়। যথা - পসনেদি নামকো রাজা কোসল রট্ঠে রজ্জং করি = প্রসেনজিং নামে এক রাজা কোশল রাজ্যে রাজত্ব করতেন।

দ্বিতীয়া বিভক্তি (দুতিযা বিভত্তি)

১। **কম্মানি দুতিযা** - কর্ম কারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা -দাসো কম্মং করোতি।

২। **কালদ্ধানং অচ্চন্ত সংযোগে** - কাল স্থানের সঙ্গে কোন দ্রব্য, গুণ বা ক্রিয়ার নিবিড় সম্পর্কে বোঝালে সেই কাল বা পদবাচক শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা - থেরো মাসং ঝাযতি। = স্থবির একমাস ধরে ধ্যান করছেন।

৩। **কম্মপ্পবচনযুত্তে** - কর্মপ্রবচনীয় পদের প্রয়োগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। এটা অনু, পতি, পরি, অভি- ভাগ, সহ ও হীন অর্থে প্রযুক্ত হয়। যথা - পব্বতং অনু বাযু = পর্বতের দিকে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে।

৪। **গতি** - বুদ্ধি- ভুজ- পঠ- হর- করসযা দীনং কারিতে বা- গতিবোধক, বুদ্ধি বোধক এবং ভুজ, মঠ, হর, কর, সর ইত্যাদি ধাতু ণিজন্ত হলে ণিজন্ত ক্রিয়ার কর্ম বিকল্পে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- মাতা পুত্তং বিজ্জালযং গমযতি = মাতা পুত্রকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করছেন।

৫। **কৃচি দুতিযা ছট্ঠিনং অত্থে** - ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থে কখনও কখনও শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- তং খো পন ভগবন্তং এবং কল্যাণো কিত্তিসদ্দো অব্ভুগ্গতো = সেই ভগবানের এ রকম সুযশ উত্থিত হয়েছে।

তৃতীয়া বিভক্তি (ততিযা বিভত্তি)

১। **করণে ততিযা -** করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা - সো পাদাসা গচ্ছতি = সে পায়ে হাঁটছে।

২। **কত্তরি চ -** কর্ম ও ভাব বাচ্যে কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- স্বাক্খাতো ভগবতা ধম্মা = ভগব কর্তৃক ধর্ম সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

৩। **সহাদিযোগে চ -** সহ, অলং, কিং, সদ্ধিং, বিনা ইত্যাদি শব্দের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা - পিতা পুত্তেনসহ গচ্ছতি = পিতা পুত্রের সংগে যাচ্ছে।

৪। **হেতু অত্থে চ -** হেতু অর্থে এবং হেতু শব্দযোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা - সীলেন সুদ্ধিং হোতি = শীলের দ্বারা শুদ্ধ হয়।

চতুর্থী বিভক্তি (চতুত্থী বিভত্তি)

১। **সম্পদানে চতুত্থী -** সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা - সো ভিক্খুস্স চীবরং দদাতি = সে ভিক্ষুকে চীবর দান করছে।

২। **আরোচনাত্থে -** জ্ঞাপনার্থে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা- আমন্তযামি বো ভিক্খবে = হে ভিক্ষুগণ, আপনাদের আহবান করছি।

৩। **নিমিত্তত্থে বা তদত্থে -** নিমিত্ত বা তদর্থবাচক শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা - ভিক্খু ভিক্খায চরতি = ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য বিচরণ করছেন।

৪। **অলমত্থে -** নিষ্প্রয়োজন বা সমকক্ষ অর্থে অলং শব্দ যখন প্রযুক্ত হয় তখন চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা - মল্লো মল্লস্স অলং।

পঞ্চমী বিভক্তি (পঞ্চমী বিভত্তি)

১। **অপাদানে পঞ্চমী -**অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা- রুক্খস্মা ফলং পততি = বৃক্ষ থেকে ফল পড়ছে।

২। **হেতুত্থে -** হেতু অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা - কেন হেতুনা তুং ইধাগতো = কিসের জন্য তুমি এখানে এসেছ।

৩। **দিসাযোগে -** দিকবাচক শব্দযোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। অবীচিতো উপরি = অবীচি নরকের উপরে।

৪। **অদ্ধান-** কাল - নিম্মানে- স্থান ও কালের পরিধি নির্ণয় করতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা- ততো পট্ঠায তে নিহতমানা অহেসুং = তখন থেকে তারা হতমান হল।

ষষ্ঠী বিভক্তি (ছট্ঠী বিভত্তি)

১। **সামিস্মিং ছট্ঠী -** স্বামী বা সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা - রঞ্ঞো সাসনং = রাজার আদেশ।

২। **নিদ্ধারণে ছট্ঠী -** একাধিক ব্যক্তি বা বস্তু হতে একটির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অবধারণ করাকে নির্ধারণ বলে। নির্ধারণে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা - পসুনং সীহো সুরতমো = পশুদের মধ্যে সিংহ অধিক সাহসী।

৩। **অনাদরে চ -** অনাদর বা অবজ্ঞা বুঝালে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা- সো রোদন্তস্স দারকস্স পব্বজি। ছেলেটির ক্রন্দন সত্ত্বেও তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন।

৪। **ততিযা সত্তমীঞ্চ -** তৃতীয় ও সপ্তমীর অর্থে কখনও কখনও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা - পুপ্ফস্স বুদ্ধং পূজেতি = ফুল দিয়ে বুদ্ধ পূজা করা হয়।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

১। কারক কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার কারকের উদাহরণ দাও।

২। অসমাপিকা ক্রিয়া কীভাবে গঠিত হয়? ব্যাখ্যা সহ উদাহরণ দাও।

৩। ক্রিয়াবাচক বিশেষণ কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেকটির সংজ্ঞা সহ উদাহরণ দাও।

৪। কী কী অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়? বিস্তারিত আলোচনা কর।

৫। সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও ঃ

নামাদিযোগে, কত্তরি চ; আরোচনাত্থে; নিদ্ধারণে ছট্‌ঠী; নিমিত্তত্থে বা তদত্থে; হেতুত্থে; করণ-কম্মে।

খ. সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১। 'ত্বা' প্রত্যয় কিভাবে গঠিত হয়? উদাহরণ দাও।

২। বর্তমান ক্রিয়াবাচক বিশেষণ কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর।

৩। সম্প্রদান কারক কাকে বলে উদাহরণ সহ বল।

৪। কম্মানি দুতিযা বলতে কী বোঝ?

৫। চতুর্থ বিভক্তি প্রয়োগের চারটি উদাহরণ দাও।

গ. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ

১। অসমাপিকা ক্রিয়া কোনটি?

ক. গচ্ছতি খ. আগমিংসু

গ. খাদিত্বা ঘ. কম্মং

২। বর্তমান ক্রিয়াবাচক বিশেষণের উদাহরণ কোনটি?

ক. পচন্ত খ. পেয্য

গ. করণীয় ঘ. ছিন্ন

৩। কর্তৃ কারকের উদাহরণ কোনটি?

ক. সো গচ্ছতি খ. নেত্তেন চন্দং পস্সতি

গ. রুক্খস্মা পততি ফলং ঘ. বুদ্ধেন ধম্মং দেসিতো

৪। কারক কত প্রকার?

ক. চার খ. পাঁচ

গ. ছয় ঘ. সাত

৫। 'ভিক্খুস্স অন্নং দেহি'। - এটা কোন কারকের উদাহরণ?

ক. করণ খ. সম্প্রদান

গ. অপাদান ঘ. অধিকরণ

২০২১

দশম অধ্যায়

অনুবাদ

পালি অনুবাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য ভাষায় প্রচলিত নিয়মগুলো রক্ষিত হয়েছে। তবে প্রয়োগে স্বাতন্ত্র্য আছে। কাল, কারক, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, বাক্য বিন্যাস-প্রণালী, বাচ্য প্রভৃতি পালি ব্যাকরণের নিয়মাবলি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকলে পালি অনুবাদ শুদ্ধরূপে করা সম্ভব নয়। তোমরা ওপরের শ্রেণীতে পালি ব্যাকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে। এখানে প্রাথমিক ধারণা লাভের জন্য কাল ও কারক সম্পর্কীয় অনুবাদের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

বাংলার মত পালিতেও কাল তিনটি। যথা - বর্তমান কাল (বত্তমানা); অতীত কাল (অজ্জতনী) ও ভবিষ্যত কাল (ভবিস্‌সন্তি)। ভাব বোঝাতেও পঞ্চমী ও সপ্তমীর ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়। এছাড়া, বচন ও পুরুষভেদে ও ক্রিয়াবিভক্তির রূপান্তর ঘটে।

কিভাবে কাল ও কারক ঘটিত বাংলা বাক্যের অনুবাদ করতে হয় তা বিস্তারিত অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তোমরা বাংলা বাক্যের পালি অনুবাদ করার সময় ধাতু বিভক্তি ও কারক বিভক্তিভেদ দেখে নেবে। নিম্নে নমুনা স্বরূপ কাল ও কারক সম্পর্কীয় বাংলাসহ পালি অনুবাদ দেওয়া হল ঃ

কাল

বর্তমান কাল (বত্তমানা)

চন্দ্র রাত্রিকালে কিরণ দেয় = চন্দো রত্তিং আভাতি। স্ত্রী লোকেরা নদীতে স্নান করছে = ইত্থিযো নদিযং নহাতি।

ছাত্রেরা পাঠ অভ্যাস করছে = অন্তেবাসিকা তেসং পাঠং পঠন্তি।

সত্তমী

চেষ্টা করলে কৃতকার্য হতে পারবে = সচে ত্বং সম্মা বাযামং করেয্যাসি সফলং ভবেয্যাসি।

তোমার প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যাওয়া উচিত = ত্বং অনুদিবসং বিজ্জালযং গচ্ছেয্যাসি।

পঞ্চমী

এখন তুমি বাড়ি যেতে পার = ইদানি ত্বং গেহং গচ্ছ।

আবর্জনাগুলো ফেলে দাও = কচবরানি ছড্ডেহি।

অতীত কাল (অজ্জতনী)

তুমি আমার সাথে মিথ্যা বলেছ কেন? = কিং ত্বং মযা সদ্ধিং মুসা ভণি?

আচার্য তাদের ঝগড়া নিষ্পত্তি করে দিলেন = আচরিযো তেসং বিবাদং সম্মন্নি।

ভবিষ্যত কাল (ভবিস্‌সন্তি)

তিনি আজ বাড়ি আসবেন = সো অম্হাকং গেহে অজ্জং আগচ্ছিস্‌সতি।

কারক

কর্তৃকারক

রামো দয়ালু নরো ভবতি = রাম দয়ালু লোক ছিলেন।

দারকা অম্বে খাদন্তি = বালকেরা আমগুলো খাচ্ছে।

কর্মকারক

আচরিযো সিস্সং ওবদতি = আচার্য শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন।

অহং মচ্ছমংসং ন ভুঞ্জামি = আমি মাছ মাংস খাই না।

করণ কারক

সো হত্থেন কম্মং করোতি = সে হাত দিয়ে কাজ করে।

পিতা পুত্তেনসহ গচ্ছতি = পিতা পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রদান কারক

দারিকা পিপাসিতস্স উদকং দদাতি = বালিকা তৃষ্ণার্তকে জল দিচ্ছে।

অমচ্চো রঞ্ঞো আরোচেসি = অমাত্য রাজাকে নিবেদন করলেন।

অপদান কারক

বোধিসত্তো মাতুকুচ্ছিম্হা নিক্কমি = বোধিসত্ত্ব মাতৃগর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

উপজ্ঝাযা অন্তধাযতি সিস্সো = শিষ্য উপাধ্যায় থেকে পলায়ন করল।

অনুশীলনী

১। পালিতে অনুবাদ কর ঃ

(ক) তিনি গতকাল বাড়ি গিয়েছেন।

(খ) অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী জেতবন বিহার দান করেন।

(গ) মাতাপিতাকে মান্য করবে।

(ঘ) অপ্রমাদ উন্নতির পথ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ।

(ঙ) ভিক্ষুরা সংঘারামে বাস করেন।

(চ) তুমি কার ভয়ে ভীত?

(ছ) ছেলেরা ছুটাছুটি করছে।

(জ) ভিক্ষু-সংঘকে পিণ্ড দাও।

(ঝ) তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন।

(ঞ) আমরা তীর্থভ্রমণে গিয়েছিলাম।

সমাপ্ত





সুষম খাবার খাই
সুস্থ সবল জীবন পাই ॥

শরীর সুস্থ রাখার জন্য বয়স, লিঙ্গ ও কাজের ধরন অনুযায়ী প্রতিদিনই আমাদের ছয়টি পুষ্টি উপাদান গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। অপুষ্টিকে প্রতিহত করার জন্য সুষম খাবার গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। সুষম খাবার আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ও দেহ-মনকে সুস্থ সবল করে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

২০২১
শিক্ষাবর্ষ
৭ম-পালি

বিদ্যার মতো বন্ধু নাই

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন
নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য